ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

# আনন্দবাজার পত্রিকা

ধর্মশালায় কী করছেন ঋতুপর্ণা? আনন্দ প্লাস

কোটা-বিরোধী ছাত্রদের জন্যই কোটা বাংলাদেশে
বিস্ফোরণ লুকোচ্ছে সরকার বিদেশ

মাধবী বুচের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ
হাই কোর্টে যাচ্ছে সেবি ৫

বিরাটের লড়াকু মেজাজে মুগ্ধ ভিভ
তোপ আইসিসিকে খেলা

epaper.anandabazar.com | কলকাতা ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার ৩ মার্চ ২০২৫ শহর সংস্করণ ৫.০০ টাকা | ১২ পাতা | XXCL

## এক নজরে

### আজ শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক

আজ, সোমবার শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ২০৮৯টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ৫,৬৫,৪২৮ জনের। বেলা ১০টা থেকে দুপুর সওয়া ১টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের হেল্প লাইন নম্বর ০৩৩-২৩৩৭০৭৯২/২৩৩৭৯৬৬১। স্মার্ট ওয়াচ, মোবাইল নিয়ে ধরা পড়লে সব পরীক্ষা বাতিল হবে। পৃঃ ৫

### আজ আবহাওয়া

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩° সেলসিয়াস

প্রধানত পরিষ্কার আকাশ।

| গত কাল |
| --- |
| সর্বোচ্চ ৩২.৮° (+০.৫) |
| সর্বনিম্ন ২৩.১° (+২.১) |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৩% এবং ৩৭% |
| বৃষ্টিপাত: হয়নি |



## ভোটার কার্ডে একই নম্বর মানেই ভুয়ো নয়: কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা:** একই নম্বরের ভোটার আইডি কার্ড বা সচিত্র পরিচয়পত্র একাধিক রাজ্যে রয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন মেনে নিল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভোটারের ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর ও হরিয়ানার কোনও ভোটারের ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর মিলে যেতেই পারে। যদিও নির্বাচন কমিশনের দাবি, একই নম্বরের ভোটার আইডি কার্ড থাকার অর্থ 'ভুয়ো' ভোটার নয়। ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর এক হওয়ায় এক রাজ্যের ভোটারের অন্য রাজ্যে ভোট দেওয়াও সম্ভব নয়।

মহারাষ্ট্র, দিল্লির পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ভোটার তালিকায় 'ভুতুড়ে' ভোটারদের নাম ঢোকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রত্যেক ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্র বা ভোটার কার্ডে যাতে অভিন্ন নম্বরই থাকে, তা নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচন কমিশন রবিবার বিবৃতি দিয়ে এই কথা জানানোর পরে তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে, এর ফলে মমতার তোলা অভিযোগ 'মান্যতা' পেল। 'চক্রান্ত' ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন এখন 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এ নামছে বলেও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি।

যদিও বাংলায় বিজেপির কেন্দ্রীয়

এর পর পৃঃ ৬

বয়ান বিকৃত করেছে পুলিশ, দাবি আহতের ■ পাল্টা যুক্তি ব্রাত্যের ■ ধৃত প্রাক্তনী

## ভাবিনি তেড়ে আসবে গাড়ি: ইন্দ্রানুজ

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি এগিয়ে আসার সময়ে মানববন্ধন করে মাঝপথে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির প্রথম বর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়। তাঁর কথায়, "আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখেও গাড়ি ওই ভাবে এগিয়ে আসবে, তা তো ভাবতেই পারিনি! মনে হচ্ছিল, আমাদের চাপা দিতেই গাড়িটা চালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল! জানি না, বিরোধীদের দমিয়ে রাখতে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করতে ওঁরা এমনটা করলেন কি না!"

রবিবার দুপুরে যাদবপুরের হাসপাতালে আহত ইন্দ্রানুজের সঙ্গে আনন্দবাজারের কথা হয়েছে। বিকেলেও একটি ফোন মারফত তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এ দিন ওই ছাত্রের অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বলেন, "আমিই তো আক্রান্ত হয়েছি। মার খেলে তো বাঁচার চেষ্টা করতেই হয়।" তাঁর গাড়ির নীচে ছাত্রের জখম হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ব্রাত্য বলেন, "আমার গাড়ির চালক অল্পবয়সি ছেলে। ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ঘুষি মারা হচ্ছিল।

■ হাসপাতালের শয্যায় ইন্দ্রানুজ রায়। রবিবার। ছবি: ঋজু বসু

গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে ওঁর এবং আমার গায়ে পড়ে। আমাদের আহত হওয়াটা ঠিক আছে। কিন্তু ছাত্রের আহত হওয়া কাম্য ছিল না। আমার খারাপ লেগেছে।" পরে আবার তিনি

এর পর পৃঃ ৫

## ক্ষোভ কেন, দ্বন্দ্বে জেরবার যাদবপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা

পায়ে প্লাস্টার, হাতে এসএফআই-এর পতাকা। হুইলচেয়ারে বসে রবিবার বামেদের মিছিলে থাকলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্র অভিনব বসু। তবে অভিনবের পায়ের উপর দিয়ে তাঁর গাড়ি চলে যাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যাদবপুরের প্রবীণ অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র। দুপুরে তিনি বলেন, "আমি তো ভিড় ঠেলে নিজের গাড়িতেই উঠতে পারিনি। বেগতিক দেখে সংবাদমাধ্যমের গাড়িতে উঠে পড়ি।" শনিবার ওয়েবকুপার সভা শেষে যাদবপুরের গোলমালের সময়ে ওমপ্রকাশও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

দুপুরে প্রেস ক্লাবে ছাত্রদের অভব্য আচরণ নিয়ে তোপ দাগে তৃণমূলের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন ওয়েবকুপা। পাশাপাশি যাদবপুরে পথে নামে বামেরা। প্রতিবাদ-মিছিল দেখা গিয়েছে। এটুকু বাদ দিয়ে যাদবপুরের শিক্ষাঙ্গনে অনেক ছাত্রই দুশ্চিন্তায় ছিলেন, পুলিশ তাঁদের নাম করেই গোলমাল বা শিক্ষামন্ত্রীর উপরে হামলার অভিযোগ সাজাবে। যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এলাকায় তৃণমূলের শিক্ষাকর্মীদের

■ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ডিএসও-র। ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য

সংগঠন শিক্ষাবন্ধু সমিতির দফতরটি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ঘিরে রাখা ছিল। এক ছাত্র বললেন, "কে বলতে পারে, ও দিকে গেলেই পুলিশ ফাঁসিয়ে দেবে।" কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রাক্তনী মহম্মদ সাহিল আলি বলে

এর পর পৃঃ ৫

## বরুণকে নামিয়ে বাজিমাত

### দস্তানার দাপট

সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

■ নিউ জ়িল্যান্ডের পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের নায়ক সি ভি বরুণ। দুবাইয়ে। *পিটিআই*

মাঝে মাঝে মাঠের বাইরে থেকে নেওয়া কোনও সিদ্ধান্ত ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে দিতে পারে। রবিবার ভারতীয় দল পরিচালন সমিতির এই রকম একটা সিদ্ধান্তই নিউ জ়িল্যান্ড ম্যাচের ভাগ্যটা ঠিক করে দিল।

সেই সিদ্ধান্তটা হল: হর্ষিত রানার বদলে সি ভি বরুণকে খেলানো। যার মানে দাঁড়ায়, নিউ জ়িল্যান্ডের

এর পর পৃঃ ১১
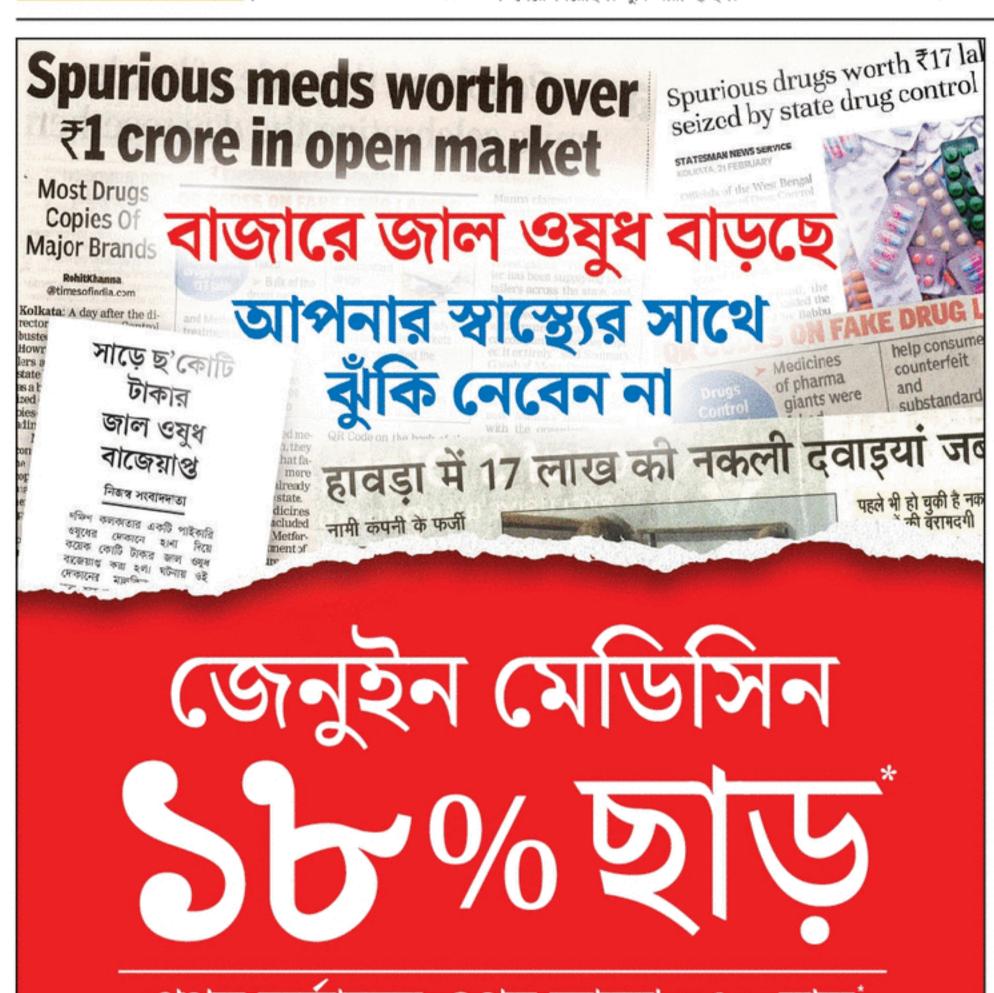
## আনন্দবাজার পত্রিকা শব্দছক ৮৬৩৮

### পাশাপাশি
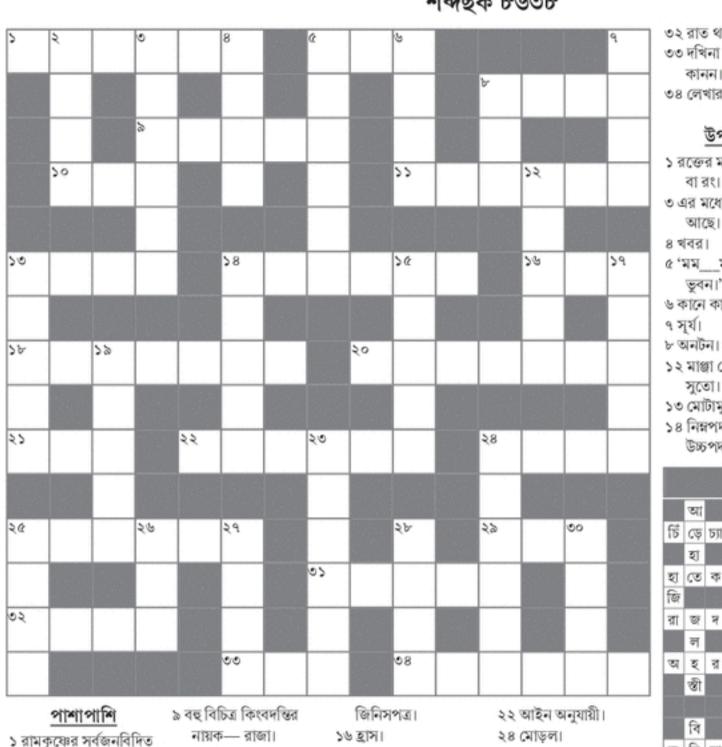
১ রামকৃষ্ণের সর্বজনবিদিত উপাধি।
৫ এর উপর সংসার নির্ভর করে।
৮ চেহারা, আকৃতি।
৯ বহু বিচিত্র কিংবদন্তির নায়ক— রাজা।
১০ যেখানে যেতে হবে।
১১ সহায়-সম্বলহীন।
১৩ গজারোহী সৈন্যদল।
১৪ রন্ধন-ভোজনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র।
১৬ হ্রাস।
১৮ মৃত্যু।
২০ পিতৃপরিচয়ে শ্রীরামচন্দ্র।
২১ উদ্ধারকারী।
২২ আইন অনুযায়ী।
২৪ মোড়ল।
২৫ অনুকরণে দক্ষ।
২৯ আশিসদায়িনী দুর্গা।
৩১ এ ব্যক্তির মামলা করাই নেশা।
৩২ রাত থাকতে থাকতেই।
৩৩ দখিনা বাতাস, নন্দন-কানন।
৩৪ লেখার রীতি বা ধারা।

### উপর-নীচে

১ রক্তের মতো লাল আভা বা রং।
৩ এর মধ্যে শুধু নৈরাশ্যই আছে।
৪ খবর।
৫ 'মম___মম অখিল ভুবন।'
৬ কানে কানে যে কথা।
৭ সূর্য।
৮ অনটন।
১২ মাঞ্জা দেওয়া রেশমি সুতো।
১৩ মোটামুটি হিসাবে।
১৪ নিম্নপদস্থ ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মাননীয় সম্বোধন।
১৫ মহাভারতে নারায়ণী সেনা।
১৭ 'জানি জানি তোর ___ছিঁড়ে যাবে বারে বার।'
১৯ (আল) সামান্য সম্বল।
২৩ সমান সমান।
২৪ 'এমন___রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।'
২৫ নৃত্যরত শিব।
২৬ নব্বই।
২৭ শিশির।
২৮ দিনের আলো থাকতে থাকতেই।
৩০ কর্তব্য পালনের দায়িত্ব আছে এমন।

### সমাধান ৮৬৩৭

## দিনপঞ্জিকা

**দৃকসিদ্ধ:** ১৯ ফাল্গুন, সোমবার, ৩ মার্চ। চতুর্থী তিথি সন্ধ্যা ৬-০৩ পর্যন্ত। রেবতী নক্ষত্র দিবা ৬-৩৯ পর্যন্ত ও পরে অশ্বিনী নক্ষত্র রাত্রি ৪-৩০ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৭-২৮ গতে ৮-৫৪ মধ্যে ও ২-৪২ গতে ৪-০৭ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৩৩ মধ্যে পুনঃ ১০-৩৯ গতে ১২-৫৮ মধ্যে। রাত্রি ৬-২৭ গতে ৮-৫৫ মধ্যে ও ১১-২৩ গতে ২-৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ৩-১৭ গতে ৪-৫০ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ১৮ ফাল্গুন, সোমবার, ৩ মার্চ। চতুর্থী তিথি রাত্রি ১০-১৬ পর্যন্ত ও রেবতী নক্ষত্র দিবা ১০-৩২ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ২-৪১ গতে ৪-০৮ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৩৪ মধ্যে ও পুনঃ ১০-৩৯ গতে ১২-৫৭ মধ্যে। রাত্রি ৬-২৫ গতে ৮-৫৪ মধ্যে ও ১১-২৩ গতে ২-৪২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ৩-১৬ গতে ৪-৪৯ মধ্যে।

**বিশ্ব শ্রবণশক্তি উন্নয়ন দিবস ও বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস। ২ রমজান।**

## আজকের দিনটি

মেষ: রত্ন ও অলঙ্কারের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অর্থের সংস্থান হতে পারে। অকারণ অভিযোগ করে পরিবেশকে প্রতিকূল করে তুলবেন না। গুরুজনের স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ ও কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। বৃষ: শান্তির খাতিরেই নিকটজনের কাছ থেকে সত্য গোপন রাখা দরকার। কাউকে খুশি করতে গিয়ে খরচ হয়ে যাওয়ায় হতাশ হবেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় নিজের মতামত দেবেন না। মিথুন: শ্রম, দক্ষতা আর অধ্যবসায়ের জোরে কর্মস্থলে উন্নতির সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে সমস্যা মিটিয়ে প্রশংসা পেতে পারেন। কর্কট: উদ্ভাবনী শক্তিতে কর্মস্থলে সমস্যা মিটিয়ে সহকর্মী ও কর্তাদের কাছ থেকে বাহবা পেতে পারেন। শত্রুভাবাপন্ন জ্ঞাতিরা ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি বিরোধের সুযোগ নিতে পারে। পিত্ত প্রকোপে দুর্ভোগ ও কাজকর্মে বাধা। সিংহ: কোনও আকস্মিক ঘটনায় অধস্তন কর্মীর প্রতি সন্দেহ দূরীভূত হতে পারে। জমিবাড়ি কেনাবেচার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রিয়জনের বিয়ের প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে। কন্যা: কোনও কর্তাব্যক্তির সঙ্গে বিরোধের জেরে পদোন্নতির সম্ভাবনা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা। স্ত্রীর সাফল্যে গর্ব বোধ করবেন। তুলা: স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্যের সূত্রে ঋণশোধের পরিকল্পনায় অগ্রগতি। ভাবাবেগ সংযত করতে না-পারলে বিপত্তির মুখে পড়তে হতে পারে। বৃশ্চিক: বহু শ্রম আর দক্ষতার জোরেই কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত জবাব দিয়ে অগ্রগতি অব্যাহত। সৃষ্টিশীল কাজকর্মে মুনশিয়ানার স্বীকৃতি উপার্জনের রাস্তা দেখাতে পারে। প্রেমপ্রণয়ের ব্যাপারে তেমন সুবিধে না-ও হতে পারে। ধনু: বন্ধুবেশী সহকর্মীদের কূট চালে কর্মক্ষেত্রে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতে পারে। সন্তানের উদ্ধত আচরণ ও বেয়াড়াপনায় সংসারে অশান্তি ও মানহানির আশঙ্কা। মকর: প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধে মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। একাধিক পথ থেকে অর্থাগমের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় নিম্নগতি সত্ত্বেও আপাতত বাড়তি বিনিয়োগ না-করাই সমীচীন। কুম্ভ: গৃহনির্মাণের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুরের খবর পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য খরচের সঙ্কুলান হয়ে যেতে পারে। বিরোধী পক্ষ আপনার শান্ত মনোভাব দেখে অবাক হবেন। মীন: উপার্জন বৃদ্ধি, মৌলিক কৌশলে ও উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করে অগ্রগতি। ললিতকলার মুনশিয়ানার স্বীকৃতির সঙ্গে আর্থিক প্রাপ্তির যোগ। **সঞ্জয়**

## সময়

**জোয়ার:** দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিট এবং রাত ১টা। **ভাটা:** বেলা ৩টে ৫৩ মিনিট এবং, ভোর ৪টে ১০ মিনিট। **সূর্য:** উদয় সকাল ৫টা ৫৭ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪১ মিনিট।

## আজ টিভিতে

**দুগ্গামণি ও বাঘমামা:** জি বাংলা, রাত ৯-৩০।

### জি বাংলা সিনেমা

**সকাল ১১-৩০:** কালী আমার মা, **দুপুর ২-০০:** মানুষ কেন বেইমান, **বিকেল ৪-৩০:** অন্যায় অত্যাচার, **রাত ১০-০০:** ১০০ পারসেন্ট লাভ।

### জলসা মুভিজ

**বেলা ১-৩০:** সংগ্রাম, **বিকেল ৪-৩০:** দাদা, **সন্ধ্যা ৭-৩০:** সংঘর্ষ, **রাত ১০-৫০:** জোর।

### কালার্স বাংলা সিনেমা

**সকাল ১০-০০:** বিধাতার খেলা, **বেলা ১-০০:** ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, **বিকেল ৪-০০:** খিলাড়ি, **সন্ধ্যা ৭-৩০:** জীবন নিয়ে খেলা, **রাত ১০-৩০:** প্রতারক।

ওয়াকিং অন ওয়াটার
ডিসকভারি
বেলা ১২-০০

### অ্যান্ড পিকচার্স

**সকাল ৭-৪৪:** ওয়েলকাম টু নিউ ইয়র্ক, **১০-১১:** জোড়ি নাম্বার ওয়ান, **বেলা ১-১৬:** লাডলা, **বিকেল ৪-২৮:** ম্যায় প্রেম কী দিওয়ানি হুঁ, **সন্ধ্যা ৭-৩০:** রামাইয়া বাস্তাবাইয়া, **রাত ১০-৩১:** শিবম।

### ডিডি বাংলা

**সকাল ৭-০০:** সকাল সকাল (**শিল্পী:** মৈত্রেয়ী বিশ্বাস), **৯-০০:** ঘরে বাইরে, **১০-০০:** উর্দু অনুষ্ঠান, **বেলা ১২-০২:** উত্তরের জানালা, **১২-৩০:** মাইনরিটি ডেভলপমেন্ট অনুষ্ঠান, **১-০২:** ছায়াছবির গান, **১-৩০:** নিরুদ্দেশ সংবাদ, **১-৩৫:** আজকের রান্না- ছানার পাতুরি, **২-৩০:** বাংলা ছায়াছবি- দর্পচূর্ণ (উত্তম, সৌমিত্র, সন্ধ্যা), **বিকেল ৫-১৫:** ক্যামেরা চলছে, **৫-৩০:** কৃষি দর্শন, **সন্ধ্যা ৬-০২:** হ্যালো ডাক্তারবাবু, **৭-৩০:** আইন কানুন (বিষয়- মহিলাদের সুরক্ষা আইন), **রাত ৮-৩০:** হরি ঘোষের গোয়াল, **৯-০৫:** মন মিউজিক, **১০-০০:** সংবাদ প্রবাহ, **১০-৩০:** ক্যামেরা চলছে।

**ম্যায় প্রেম কী দিওয়ানি হুঁ:** অ্যান্ড পিকচার্স, বিকেল ৪-২৮।

## ম্যানড্রেক

## অরণ্যদেব

## সিনেমা হল

### বাংলা

**শুভর আশ্চর্য জীবন**
উড স্কোয়্যার ৪-১৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৪-৩৫, বিনোদিনী ১-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৪-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৫-২০, পিভিআর অবনী ৪-১৫, লেকমল ৩-০০, সাউথ সিটি ৫-০৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৫-৪০।

**এই রাত তোমার আমার**
উড স্কোয়্যার ৫-৫০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৭-৩০, বিনোদিনী ৪-১০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৩-০০, সাউথ সিটি ২-৫৫।

**সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই**
উড স্কোয়্যার ৭-৫০, সাউথ সিটি ১২-১৫, এসভিএফ সিনেমা ৬-১৫।

**বিনোদিনী-একটি নটীর উপাখ্যান**
উড স্কোয়্যার ৩-০০, বিনোদিনী ৬-১০, সাউথ সিটি ১২-০৫।

### হিন্দি

**মেরে হাজবেন্ড কী বিবি**
পিভিআর মানি স্কোয়্যার ১-৪০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১-৩৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৮-১৫, স্বভূমি ৪-০৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ২-৩০, মিরজ ৭-১০, পিভিআর অবনী ১-১৫, কোয়েস্ট ৪-৫০, ১০-৫০, ফোরাম ২-২০, লেকমল ১-২৫, সাউথ সিটি ১০-৫০, হাইল্যান্ড ৮-০০।

**ছাওয়া**
পিভিআর মানি স্কোয়্যার ৯-০০, ১০-২০, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, উড স্কোয়্যার ১১-০০, ১২-০০, ১-২০, ২-০০, ৫-০০, ৬-৫৫, ৮-০০, ১০-০০, ১০-৩০, রূপমন্দির ৪-১৫, ৭-০০, সোনালি ৪-৪৫, ৭-৪৫, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৯-৩৫, ১১-০০, ১২-৫৫, ২-২০, ৪-১৫, ৫-৪০, ৭-৩৫, ৯-০০, ১০-৫৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-২০, ১০-২০, ১১-২০, মিনার ৩-০০, ৬-০০, মিরাজ হাওড়া ৯-০০, ১১-০০, ১২-১৫, ২-১৫, ৩-৩০, ৬-৪৫, ১০-০০, বিনোদিনী ১১-০০, ৮-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০ ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৯-৩০, ১১-০০, ১-৫০, ২-২০, ৪-১০, ৫-৪০, ৭-৩০, ৯-০০, ১০-৫০, স্বভূমি ৯-০০, ১১-০০, ১২-২০, ২-২০, ৩-৪০, ৫-৪০, ৭-০০, ৯-০০, ১০-২০, মিরাজ সল্টলেক ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৪৫, ১-৪৫, ৪-০০, ৫-০০, ৭-১৫, ৮-১৫, ১০-৩০, ১১-৩০, হিন্দ ১১-০৫, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৩৫, ৭-০০, ১০-২০, মেট্রো ৯-৩০, ১২-৫০, ৪-১০, ৭-৩০, ১০-৫০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ১১-০০, ১২-০০, ২-১০, ৩-১০, ৫-২০, ৬-২০, ৮-৩০, ৯-৩০, গ্লোব ১১-০০, ২-০০, ৫-০০, ৬-০০, ৮-০০, অ্যাক্সিস ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০, বিজলি ৪-৪৫, প্রিয়া ১২-৪৫, ৩-৪৫, ৯-০০।



... Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 and printed at Ghutogaria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Banjetia, Berhampur, Murshidabad; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza: Barbaria, P.O.- Jagannathpur, P.S.- Barasat, District: 24 Parganas (N) by Zahra Basrai on behalf of ABP (P) Ltd. Editor: Ishani Datta Ray.
REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57.

# খোঁজ মেলেনি মুজিবরের, আঙুল বিধায়কের দিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

**চোপড়া:** জেলার পুলিশ সুপার বলেছিলেন, অস্ত্র মামলায় অভিযুক্তের বাড়ি থেকে 'ওয়ান শটার' এবং অন্য অস্ত্র মিলেছে। মানছেন না বিধায়ক। শনিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার কালিকাপুরে পুলিশের হাত থেকে 'ছিনতাই' হওয়া সেই অভিযুক্ত তথা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য মুজিবর রহমানের খোঁজ রবিবারেও মেলেনি। বিরোধীরা বলছেন, এলাকার বিধায়ক তৃণমূলের হামিদুল রহমান মুজিবরের পাশে থাকায় পুলিশ 'গড়িমসি' করছে। অভিযোগ উড়িয়ে জেলা পুলিশ সুপার জবি টমাস বলেন, "মুজিবরের খোঁজ চলছে।"

অস্ত্র-মামলায় পুলিশ মুজিবরকে ধরেছিল। অভিযোগ, মুজিবরের 'অনুগামীরা' পুলিশের গাড়ি আটকে তাকে নিয়ে পালায়। গুলিও চলে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় পাঁচ জনকে ধরা হয়। রবিবার আদালত ধৃতদের চার দিনের জেল-হেফাজতে পাঠায়।

মুজিবরের বাড়িতে গিয়ে এ দিন কারও দেখা মেলেনি। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় জুলুম করে মুজিবর। আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারেও যুক্ত। তবে সে অভিযোগ উড়িয়ে বিধায়ক দাবি করেন, "মুজিবর ভাল ছেলে। তার বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র মেলেনি। পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখাতে না পেরেই মুজিবরকে ছেড়ে দেয়।" তাঁর সংযোজন, "দলের কমলাগাঁও-সুজালিগ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি আব্দুল সাত্তার ওই ঘটনায় গুলি চালানোয় যুক্ত।" যদিও আব্দুলের পাল্টা দাবি, "পুলিশ মুজিবরের বাড়ি থেকে অস্ত্র পেয়েছে। বিধায়ক কী করে বলছেন, ও নির্দোষ?"

বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ-সভাপতি সুরজিৎ সেনের দাবি, "বিধায়কের চাপেই পুলিশ অভিযুক্তকে ধরছে না।" কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিন বলেন, "পুলিশকে দলদাসে পরিণত করা হয়েছে।" অভিযোগ উড়িয়ে পুলিশ সুপার বলেন, "মুজিবরকে গ্রেফতার করতে আইনি ভাবে তৈরি হয়েই গিয়েছিল পুলিশ। খোঁজ চলছে। ও ধরা পড়বে।"

# নেতাকে গুলি, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা

**সোনামুখী:** তৃণমূল বুথ সভাপতির গুলিতে আহত হওয়ার ঘটনায় দলেরই এক কর্মী ও তার ঘনিষ্ঠকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে বাঁকুড়ার সোনামুখীর চকাই গ্রামের ওই ঘটনায় পুলিশ সেকেন্দার খান ও মামুদ খান ওরফে বকুলকে গ্রেফতার করেছে। গুলিতে আহত হন নাসিম শেখ বর্তমানে বাঁকুড়া মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। এসডিপিও (বিষ্ণুপুর) সুপ্রকাশ দাস বলেন, "গুলি চালানোর ঘটনায় সেকেন্দার খান-সহ সাত জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এ পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও খালি কার্তুজ মিলেছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তদন্ত চলছে।" রবিবার বকুলকে বিষ্ণুপুর আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা বলে বিরোধীরা দাবি করলেও তা মানতে চাননি শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব।

# বাস দুর্ঘটনায় জখম ২৩

নিজস্ব সংবাদদাতা

**দাদপুর:** প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে স্নান সেরে অযোধ্যা, হরিদ্বার ঘুরে বাসে ফেরার সময়ে দুর্ঘটনায় জখম হলেন উত্তর ২৪ পরগনার ২৩ জন পুণ্যার্থী।

রবিবার সকালে হুগলির দাদপুরের সোমসারায় দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের দু'দিকের লেনের মধ্যবর্তী জমিতে উল্টে যায় বাসটি। আট জনের আঘাত বেশি লাগায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাকিদের ধনেখালি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) প্রিয়ব্রত বক্সী বলেন, "সারারাত বাস চালানোয় ঘুমে চোখ বুজে আসাতেই দুর্ঘটনা বলে চালক স্বীকার করেছেন। পুলিশ সকলের জন্য দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। পরে বিশেষ বাসে করে পুণ্যার্থীদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়।" অশোকনগর থেকে বাসটি ছাড়ে দিন পনেরো আগে। ৬২ জন পুণ্যার্থী ছিলেন।

# নিগ্রহের ছবি সমাজমাধ্যমে, মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা

**হাওড়া:** বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে সন্দেহে গ্রামীণ হাওড়ার এক মহিলা ও তাঁর 'প্রেমিককে' কিছু লোক সম্প্রতি নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। সে ভিডিয়ো ছড়ায় সমাজমাধ্যমে। শনিবার সন্ধ্যার পরে বছর পঁচিশের ওই মহিলার ঝুলন্ত দেহ মেলে বাড়ির বারান্দায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দাবি, অপমানে মহিলা আত্মঘাতী হন। রবিবার উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহের ময়না তদন্ত করা হয়।

হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের এক কর্তা জানান, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করে তদন্ত শুরু হয়েছে। শ্বশুরবাড়ির দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিষয়টি শুনেছি। তবে থানায় লিখিত অভিযোগ হয়নি। হলে, সে অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।"

স্বামী কর্মসূত্রে ভিন্ রাজ্যে থাকেন। বাড়ির কাছে একটি দোকান চালাতেন মহিলা। দম্পতির পাঁচ বছরের ছেলে রয়েছে। মহিলার সঙ্গে এক যুবকের 'ঘনিষ্ঠতা' হয় বলে মানছেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। তাঁরা জানান, সম্প্রতি ওই ছেলেটিকে মহিলার ঘরে ঢুকতে দেখে স্থানীয় কিছু লোক। অভিযোগ, তারা মহিলার শ্বশুরের উপরে চড়াও হয়। ওই যুবককে ঘর থেকে বার করে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে মারধর করে। মহিলাকেও নিগ্রহ করা হয়। কিছু লোক সে ছবি মোবাইলে তোলে। তা-ই 'ভাইরাল' হয়।

ঘটনার পরদিন বাপের বাড়ির লোকেরা মহিলাকে নিয়ে যান। বিষয়টি জেনে স্বামী বাড়ি ফিরে ২৩ ফেব্রুয়ারি মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। মহিলার শ্বশুর বলেন, "ওই ঘটনার অপমানে বৌমা বাইরে বেরোত না। শনিবার সন্ধ্যেয় ঘরে কেউ ছিল না। তখনই ও গলায় দড়ি দেয়।"

# 'যৌন হেনস্থা', গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা

**মুর্শিদাবাদ:** মেলায় নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হল পড়শি যুবক। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গ্রামের ঘটনা।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পাশের গ্রামে মেলায় যাওয়ার কথা বলে আট বছরের মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়েছিল অভিযুক্ত। চার ঘণ্টা পরে তাকে সে বাড়ির কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। বাড়ি ফিরে ওই নাবালিকা বাড়ির লোককে সব জানায়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বন্দে মাতরম্

# আনন্দবাজার পত্রিকা

১০৩ বর্ষ ৩৩৬ সংখ্যা সোমবার ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ কলকাতা

## চোরাবালি

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির নীচে চলে গিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র, এবং গুরুতর আহত, রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে: এই ছবি এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গৌরবফলক। শিক্ষামন্ত্রীকে মানতে হবে, এই রাজ্যে ছাত্র-রাজনীতির দীর্ঘ ও বিপুল ইতিহাসেও অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন তিনি। ওই তুঙ্গমুহূর্তটির আগে ও পরে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, বিভিন্ন দলের ও পক্ষের ছাত্ররা যত তাণ্ডবই করুক না কেন— কোনও দোহাই দিয়ে, কোনও অজুহাতেই এই ভয়ঙ্করতার ব্যাখ্যা চলে না। শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা মন্ত্রীর কাছে/বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে পারেন, অশান্তি ও সংঘর্ষ হতে পারে, এই পূর্বাভাস সম্ভবত তাঁর কাছে ছিল। যদি না থেকে থাকে, তবে সে দায় তাঁর। বিক্ষোভ তীব্র হলে কী ভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে, তাঁরই ভাবার কথা ছিল। যদি তিনি তা না ভেবে থাকেন, তবে সে দায়ও তাঁর, সে ক্ষেত্রে এ রাজ্যে মন্ত্রী, এমনকি নেতা হওয়ার প্রাথমিক শর্তটিই তিনি পূরণ করতে অপারগ। বিক্ষোভ ও তাণ্ডবকে 'নৈরাজ্য' বলে দাগিয়ে দিয়ে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ভিতর দিয়ে, এবং কার্যত তাদের শরীরের উপর দিয়ে, গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো নিষ্ঠুরতা কোনও জননির্বাচিত নেতা করতে পারেন না।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নাকি পুলিশ ডাকতে নারাজ ছিলেন। শিক্ষাঙ্গনে পুলিশ ডেকে আনলে তার ফল এই রাজ্যে কী দাঁড়ায়, সরকার ও বিক্ষুব্ধ বা বিরোধী সকলেই তা ভালমতো অবহিত। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে কোনও ছাত্র গাড়ির চাকায় পিষ্ট বা আহত হলে যে কেবল ছাত্রসমাজ নয়, সমগ্র নাগরিক সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তা তাঁর বিবেচনায় ধরা পড়ল না? পড়ল না কেন, তার সম্ভবত একটিই উত্তর— চোখে ক্ষমতাঞ্জন থাকলে মানুষকে আর মানুষের মতো লাগে না। অবশ্যই, এই তাণ্ডব পরিকল্পিত, যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি একাধিক বার দেখা গিয়েছে। এই হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলা বামবাদী ছাত্র-রাজনীতি ও সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঐতিহ্যেরই অভিজ্ঞান— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর তৃণমূল কংগ্রেস যে রাজনীতির বিশদ ও গভীর পাঠ নিয়ে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন, এবং এখন বঙ্গীয় বিজেপি-আরএসএস দ্রুতবেগে তার সার্থক পাঠ নিচ্ছে। রাজ্যের শাসককে এর মোকাবিলা করতে হবে, গত্যন্তর নেই।

মোকাবিলার ইচ্ছা থাকলে সর্বপ্রথমেই প্রশ্ন ওঠে— শিক্ষাঙ্গনে এতখানি ক্রোধ-ক্ষোভ-হতাশা-অসহায়তা জমতে পারল কেন। ওয়েবকুপার বৈঠক ছত্রভঙ্গ করে বাম ছাত্রনেতারা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন ছাত্র সংসদের ভোটের দাবি নিয়ে, যাকে অনেকে ঝামেলা তৈরির বাহানা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু 'বাহানা'টি তৈরি করা গেল এ জন্যই যে, আপাতভাবে রাজনীতির আখড়া ভাঙার লক্ষ্যে রাজ্যের কলেজগুলিতে সাত বছর, এবং যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। এ দিকে প্রতি ক্যাম্পাসে ক্ষমতাধর ছাত্রনেতারা যদৃচ্ছ ছড়ি ঘোরান, শিক্ষা-পরিকাঠামো বা শিক্ষা-পরিবেশের তোয়াক্কা না করে নিজেদের খুশিমতো অর্থ নয়ছয় করেন— এর মধ্যে রাজনীতি নেই? বাইরের রাজনীতির অনুপ্রবেশ নেই? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং-এ ছাত্রমৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার তদন্তের গতিপ্রকৃতি কী বলে? এ সবই কি আসলে সরকারের স্বার্থরক্ষার কৌশল নয়? বকলমে শাসক গোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতি নয়? শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর নেত্রী এ বিষয়ে কতটা অনমনীয়, ছাত্ররাও জানে। এই ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের উৎস সেখানেই। সুতরাং, এ কেবল ছাত্র সংসদের প্রশ্ন নয়, স্থিতাবস্থার নামে শাসকপোষিত অচলাবস্থা জারি রাখার দীর্ঘ কৌশল। শনিবারের কুনাট্যের পর উইঙ্কল টুইঙ্কল নাটক-স্রষ্টা শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর নেত্রীর কি মনে পড়ছে ক্ষমতান্ধতা ও চোরাবালির সেই নাটকীয় অনুষঙ্গ?

## অশ্রুত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক জন শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ঘটে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানই যখন কোনও শিক্ষার্থীর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে, তাঁকে বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের দিকে ঠেলে দেয়, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধানের দায়িত্বটিও নিঃসন্দেহে সেই প্রতিষ্ঠানের, কারণ তার উপর ভরসা করেই শিক্ষার্থী দিনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন, হস্টেলজীবনও বেছে নেন। কিন্তু ভারতে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার একের পর এক ঘটনা দেখে মনে হতে বাধ্য, স্বীয় দায়িত্ব বিষয়ে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট সচেতন নয়। নয়তো এক জন শিক্ষার্থী সকলের অলক্ষ্যে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, অথচ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ টেরটিও পেলেন না, এমন হয় কী করে? ওড়িশার কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি-র যে বছর কুড়ির এঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত নেপালি ছাত্রীটি সম্প্রতি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন, তিনি ক্যাম্পাসেরই এক ছাত্রের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র উভয়ের কাউন্সেলিং-এর প্রস্তাব দিয়েই নিজ কর্তব্যটি সাঙ্গ করেন।

এই ঘটনা দুঃখের, আতঙ্কেরও। আতঙ্কের কারণ, সমগ্র ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কোথায় ফাঁক ছিল, সেই আত্মবিশ্লেষণে না গিয়ে কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তারক্ষী এবং বাউন্সারেরা অবস্থানরত নেপালি পড়ুয়াদের মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। নেপালি শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছাড়াও যে জরুরি প্রশ্নটি উঠে আসে, তা হল— নিজের ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের প্রতি এই কি কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবহার? এমনিতেই উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, পোশাকের দিক থেকে নানা পার্থক্য। ভিন দেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আরও প্রকট। তাঁদের জন্য কর্তৃপক্ষের অনেক বেশি সতর্ক পদক্ষেপ প্রয়োজন। একের আচরণ যাতে অন্যের অবসাদের কারণ না হয়ে ওঠে, তার জন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলার ব্যবস্থা, এবং সেই কাজে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়োজিত করা প্রয়োজন। 'গ্রিভান্স সেল'গুলির এই কাজই করার কথা। তা সত্ত্বেও যখন দেখা যায়, ২০১২ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৮, তখন প্রশ্ন জাগে, গ্রিভান্স সেলগুলি কী কাজ করছে? শুধু কিছু নিয়মমাফিক আলোচনাতেই তার দায়িত্ব শেষ?

২০০৯ সালে র‌্যাগিং বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল— ক্যাম্পাসে হেনস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারির। অ্যান্টি র‌্যাগিং কমিটির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ-অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান, এবং অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তিদান। তার পরও এই দেশ সাক্ষী থেকেছে রোহিত ভেমুলার মর্মান্তিক মৃত্যুর। ক্যাম্পাসে হেনস্থার মাত্রা এবং ধরনে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এই নব যুগের মানসিকতার সঙ্গে তাল না মিলিয়ে সেই শতাব্দীপ্রাচীন কাঠামোকে আঁকড়ে রেখেছে। ফলে, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ, অভিমানগুলি অশ্রুতই থেকে যাচ্ছে বহুলাংশে। শিক্ষার প্রয়োজন মিটলেও মনের প্রয়োজনগুলি মিটছে না। এই সঙ্কটের শেষ কোথায়?

### বাংলা ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজ খোঁজার প্রবণতা বাড়েনি

# কাজের খোঁজে বাংলায়

অভিরূপ সরকার

একটা সময় ছিল যখন সারা দেশ থেকে মানুষ কাজের খোঁজে বাংলায় আসতেন। এই কলকাতা শহরেই গড়ে উঠেছিল মারোয়াড়ি এলাকা, গুজরাতি পাড়া, পঞ্জাবি পাড়া, দক্ষিণ ভারতীয়দের অঞ্চল। গঙ্গার তীরবর্তী কলকারখানাগুলোয় বিহার থেকে আসা শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বাঙালির রসনা-নিবৃত্তির ভার ছিল উৎকলবাসী রন্ধন-শিল্পীদের উপরে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, তে হি নো দিবসা গতাঃ— অভিবাসনের গতি এখন বিপরীত দিকে; কাজের খোঁজে বাংলার মানুষ আজকাল অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন।

পরিযায়ীদের শ্রেণিবিভাগ আছে। যাঁদের প্রশিক্ষণ বা ডিগ্রির জোর রয়েছে তাঁদের অনেকেই যে উচ্চতর রোজগারের আকর্ষণে নয়ডা-গুরুগ্রাম-বেঙ্গালুরু-চেন্নাইয়ে পাড়ি দিচ্ছেন, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত, কাজের বাজারে প্রবেশ করার ঢের আগে, ইস্কুলের গণ্ডি পেরোবার পরেই, অনেকে ভিন রাজ্যে ডাক্তারি-এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছেন, তার পর উচ্চতর শিক্ষা। তাঁদের একটা বড় অংশ আর এ রাজ্যে ফিরে আসছেন না। উচ্চশিক্ষিত পেশাদারদের মধ্যে যে বিপরীত অভিবাসন একেবারে ঘটছে না, তা অবশ্য নয়— কলকাতার বড় বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ভিন রাজ্যের ডাক্তার-নার্স কিংবা সেক্টর ফাইভে কর্মরত অন্য রাজ্য থেকে আসা প্রযুক্তিজীবী অবশ্যই দেখা যায়। তবে যাঁরা চলে যাচ্ছেন, তাঁদের তুলনায় যাঁরা আসছেন তাঁদের সংখ্যা সম্ভবত অনেক কম— যদিও এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও পরিসংখ্যান বর্তমান প্রতিবেদকের জানা নেই।

মোট পরিযায়ীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত পরিযায়ীর অনুপাত কিন্তু যৎসামান্য। ভারতে কাজের খোঁজে যাঁরা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান, তাঁদের বেশির ভাগই অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ শ্রমজীবী। আন্তঃরাজ্য পরিযায়ীদের গতিপ্রকৃতি বুঝতে গেলে তাঁদের দিকেই তাকাতে হবে। অনেকে বলছেন, স্বল্প-শিক্ষিতরাও দলে দলে ভারতের কোনও বর্ধিষ্ণু রাজ্যে গিয়ে তরি-তরকারি বিক্রি করছেন, ছোটখাটো ব্যবসা করছেন বা নির্মাণশিল্পে কায়িক শ্রমের কাজ করছেন। কথাটা সত্যি হলে মেনে নিতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে গরিব মানুষদের জন্য জীবনধারণের পরিবেশ নেই।

ভারতের সচ্ছল রাজ্যগুলিতে আজকাল কিছু কিছু বাঙালি শ্রমিক চোখে পড়ে। কিন্তু এ সব অঞ্চলে মোট পরিযায়ী শ্রমিকদের কত জন পশ্চিমবঙ্গের, সেটা চোখে দেখে ঠিক বোঝা যাবে না। তার জন্য পরিসংখ্যান প্রয়োজন। ভারতে শেষ জনশুমারি হয়েছিল ২০১১ সালে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের ৩.১৪ কোটি মানুষ কাজের প্রয়োজনে বাড়ি ছেড়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে ২.৯ কোটিই রাজ্যের ভিতরে কাজ করছিলেন। বাকি ২৪ লক্ষ মানুষকে কাজের তাগিদে রাজ্যের বাইরে যেতে হয়েছে। বঙ্গবাসীদের প্রধানতম পাঁচটি গন্তব্য ছিল ঝাড়খণ্ড (৪.৯৪ লক্ষ), মহারাষ্ট্র (৩.০৯ লক্ষ), উত্তরপ্রদেশ (২.৩৪ লক্ষ), বিহার (২.২৭ লক্ষ) এবং দিল্লি (১.৮২ লক্ষ)। ২০১১ সালের জনশুমারি এটাও জানাচ্ছে যে, বাইরে থেকে পশ্চিমবঙ্গে কাজ করতে এসেছিলেন ৪৪ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে বিহার থেকে ১১.০৩ লক্ষ, ঝাড়খণ্ড থেকে ৪.৫৯ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশ থেকে ২.৩৮ লক্ষ, অসম থেকে ১.৬৬ লক্ষ এবং ওড়িশা থেকে ১.৪২ লক্ষ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অবশ্য, সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ছিলেন সেই শ্রমিকরা, যাঁদের পূর্ববর্তী বাসস্থান ভারতের বাইরে ছিল। এমন ২০.০৫ লক্ষ শ্রমিক বঙ্গে কাজ করতে এসেছিলেন।

দু'টি মন্তব্য। এক, ২০১১ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে যত মানুষ কাজ করতে বাইরে গিয়েছেন, তার তুলনায় ২০ লক্ষ বেশি মানুষ বাইরে থেকে কাজ করতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। কিন্তু যদি ভারতের বাইরে থেকে আসা কুড়ি লক্ষকে এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজ করতে যত জন অন্যান্য রাজ্যে গিয়েছেন, মোটামুটি সমানসংখ্যক মানুষ কাজের কারণে অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। অর্থাৎ ২০১১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের নিট আন্তঃরাজ্য অভিবাসন প্রায় শূন্য। দুই, অভিবাসনের একটা বড় অংশ ঘটেছে স্বল্প দূরত্বে, নিকটবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী রাজ্যগুলি থেকে যেমন প্রচুর শ্রমিক এখানে কাজ করতে এসেছেন, তেমনই পশ্চিমবঙ্গ থেকেও দলে দলে পরিযায়ীরা গিয়েছেন ও-সব রাজ্যে কাজ করতে। তবে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিকটবর্তী রাজ্যগুলিতে যত শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছেন, ও-সব অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তার থেকে খানিক বেশিসংখ্যক শ্রমিক।

২০১১-র পরে আর জনশুমারি হয়নি। ফলে, ছবিটা কতখানি বদলাল, সরাসরি তুলনা করে তা দেখে নেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সদ্য প্রয়াত বিবেক দেবরায় এবং তাঁর সহযোগী দেবীপ্রসাদ মিশ্র একটি সরকারি গবেষণাপত্রে পরোক্ষ ভাবে ভারতের বর্তমান আন্তঃরাজ্য অভিবাসনের চিত্রটা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। ২০২৩ সালে ভারতীয় রেলের অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট বিক্রির খতিয়ান থেকে তাঁরা আন্তঃরাজ্য অভিবাসনের একটা ছবি নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। ধরে নেওয়া হচ্ছে, পরিযায়ীদের সিংহভাগ অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় ভ্রমণ করেন। কাজেই কোনও রাজ্য থেকে যদি অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট কিনে বেশি যাত্রী অন্যত্র যান, তবে ধরে নিতে হবে যে, সেই রাজ্যটি থেকে বেশি মানুষ কাজ করতে বাইরে যাচ্ছেন। একই ভাবে, যত বেশি অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রী একটি রাজ্যকে গন্তব্য হিসেবে বেছে নেবেন, ধরে নেওয়া হবে যে, সেই রাজ্যটিতে তত বেশি সংখ্যক ভিন রাজ্যের শ্রমিক কাজ করতে আসছেন। এই অনুমানের সপক্ষে বলা হচ্ছে যে, ২০১১ সালে অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ এবং আন্তঃরাজ্য অভিবাসনের স্রোত, এই দুইয়ের মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোরিলেশন বা পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক বেশ নিবিড় ছিল। অতএব ২০২৩ সালে এই ভ্রমণের অভিমুখ এবং পরিমাণ দিয়ে আন্তঃরাজ্য অভিবাসনের চিত্রটা ধরা যেতেই পারে।

শ্রমিক পরিযাণের মাত্রা মাপার এই পদ্ধতি নিয়ে বিলক্ষণ প্রশ্ন আছে অনেক রকম। কিন্তু, জনশুমারি না হওয়ায় তথ্যের যে ঘাটতি হয়েছে, তা পূরণ করার ক্ষেত্রে এই সূচক অভিবাসনের একটা মোটামুটি আন্দাজ যে দিতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত পরিযায়ী শ্রমিক বেরিয়ে যাচ্ছেন, এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে কত পরিযায়ী এখানে কাজ করতে আসছেন, তার কিছু ধারণা অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির ভ্রমণের পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যাবে।

উক্ত গবেষণাপত্রটি থেকে কয়েকটা দরকারি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এক, ২০১২ সালে সারা দেশে মোট অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির ভ্রমণের পাঁচ শতাংশের গন্তব্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ, ২০২৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭.৩৩%। দুই, ২০২৩ সালে দেশের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার পাঁচটি ব্যস্ততম রুটের একটি হল বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গ। এটা অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণের নিরিখে। তিন, ২০১২ সালে অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রীদের গন্তব্য হিসাবে সারা দেশের স্টেশনগুলির মধ্যে হাওড়ার স্থান তিন নম্বরে ছিল, ২০২৩ সালেও তাই আছে। চার, অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির ভ্রমণের উৎস হিসাবে সারা ভারতের প্রথম দশটা জেলার মধ্যে ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলা ছিল না, ২০২৩-এ মুর্শিদাবাদ আছে। কিন্তু যে-হেতু জেলা থেকে জেলা ভ্রমণের তালিকায় মুর্শিদাবাদ-কলকাতা ভারতের ব্যস্ততম রুট, তাই ধরে নেওয়া যায় যে, মুর্শিদাবাদ থেকে যাঁরা সফর শুরু করছেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই গন্তব্য কলকাতা।

দু'টি সিদ্ধান্ত। এক, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহির্মুখী অভিবাসন তেমন বাড়েনি। দুই, অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে। একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— বর্তমান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী নীতি ও প্রকল্পের ফলে বঙ্গের গরিব পরিবারগুলির জীবনধারণ সহজ হয়েছে। ফলে পেটের তাগিদে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন যেমন কমেছে, তেমনই বাইরে থেকে এ রাজ্যে আসা শ্রমিকদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ আরও আকর্ষণীয় হয়েছে।

# মনের বন্ধু যখন এআই

আরণ্যক গোস্বামী

মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। উদ্বেগ, হতাশা, ঘুমের সমস্যা, এবং আত্মহত্যার প্রবণতা অপ্রতিহত। ভারতের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ সার্ভে) অনুযায়ী, প্রতি সাত জন ভারতীয়ের মধ্যে এক জন কোনও না কোনও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন, অথচ মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এখনও অনেকের নাগালের বাইরে।

বেশির ভাগ মানুষ মানসিক সমস্যার কথা কাউকে বলতে লজ্জা পান, বা ভয় পান। চিকিৎসকের কাছে যেতে দ্বিধা বোধ করেন, সময় পান না বা আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। গ্রামীণ এলাকায় এই সমস্যা আরও প্রকট, কারণ সেখানে মানসিক স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের অভাব খুব বেশি। এই সঙ্কট মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন নতুন সমাধান হিসেবে উঠে আসছে। এআই-ভিত্তিক চ্যাটবট, মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণকারী সফটওয়্যার এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধে মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছে চিকিৎসার রীতি।

যখন কেউ মানসিক চাপে থাকেন, হতাশা বা উদ্বেগে ভোগেন, তখন অপর কারও সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি হয়ে ওঠে। কিন্তু সব সময় কাছের মানুষকে বলা সম্ভব হয় না। এই সমস্যার সমাধানে এআই-ভিত্তিক চ্যাটবট এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। অবিকল মানুষের সঙ্গে কথা বলার মতোই কথোপকথন চালায় চ্যাটবট। বরং সেখানে মন খুলে কথা বললেও ভুল-বোঝাবুঝির, বা কাউকে আঘাত করার, 'মন্দ' বা 'গোলমেলে' বলে গৃহীত হওয়ার আশঙ্কা নেই। ভারতে দু'টি এমন অ্যাপ বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এই দুটোই এআই-চালিত চ্যাটবট, যা উদ্বেগ, হতাশা, ঘুমের সমস্যা এবং মানসিক চাপ (স্ট্রেস) মোকাবিলায় সাহায্য করে। ফোনে কথাবার্তা, বা সমাজমাধ্যমে পোস্ট বিশ্লেষণ করে মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে পারে। গোপনীয়তা রক্ষার সঙ্গে বাড়তি লাভ, সমস্যার সমাধানে 'কগনিটিভ বিহেভিয়রাল থেরাপি'-ভিত্তিক পরামর্শ। একটি চ্যাটবট বাংলা, হিন্দি-সহ নানা ভারতীয় ভাষাতে কথা বলারও সুযোগ দেয়। এগুলো 'ডিজিটাল থেরাপিস্ট'-এর কাজ করে। বাড়তি সুবিধে, চব্বিশ ঘণ্টা সহায়তা।
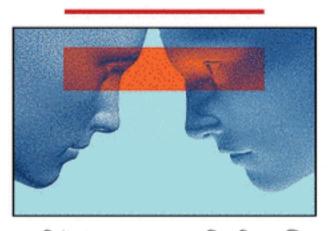
কিন্তু একটা অ্যাপ কী করে মানুষের মনের অবস্থা, তার আবেগ, অনুভূতি ধরতে পারবে? কাজটা অবশ্যই জটিল, কিন্তু এআই মানুষের কণ্ঠস্বর, মুখভঙ্গি এবং লেখার ধরন বিশ্লেষণ করে মানুষের মানসিক অবস্থা অনেকটাই নির্ধারণ করতে পারে। ভারতে কিছু প্রতিষ্ঠান এই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, কথার গতি এবং লয়ের ভিত্তিতে এআই হতাশা বা উদ্বেগের লক্ষণ চিহ্নিত করতে পারে। আপাতত এটি কেবলমাত্র চিকিৎসকদের সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের চিহ্নিত করতে পারেন এবং সময়মতো ব্যবস্থা করতে পারেন।

কিছু হাসপাতাল এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থা এআই-ভিত্তিক পূর্বাভাস-মূলক বিশ্লেষণ ব্যবহার করছে। এই প্রযুক্তি রোগীর অতীত চিকিৎসার তথ্য, সামাজিক আচরণ এবং অন্যান্য মাত্রা বিশ্লেষণ করে আত্মহত্যার ঝুঁকি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। আগেই এই প্রবণতা শনাক্ত করতে পারলে চিকিৎক, পরিবার, বন্ধুরা যথাসময়ে সহায়তা দিতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

কিন্তু এই সব সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। যেমন, গোপনীয়তার সুরক্ষা। এআই-ভিত্তিক চ্যাটবট এবং বিশ্লেষণ-মূলক সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে। এটি যথাযথ ভাবে সুরক্ষিত না হলে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রশ্ন ওঠে ভারতীয়দের জন্য এআই-এর উপযোগিতা নিয়েও। বেশির ভাগ এআই সফটওয়্যার পশ্চিমের দেশগুলিতে গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনেকটাই আলাদা। তার সঙ্গে মানানসই এআই-ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরি করা প্রয়োজন। তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। যে 'ডেটাসেট' ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এআইকে, তার নির্বাচনের কারণেও পক্ষপাত থেকে যেতে পারে এআই-এর প্রয়োগে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছেই বা ডিজিটাল মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া কতটা সম্ভব? অনেকের তো স্মার্ট ফোন বা নেট-সংযোগই নেই। সেই সঙ্গে, কোনও রোগীর চিকিৎসায় এআই ব্যবহার হচ্ছে কি না সে তথ্য তাঁকে দিতে হবে, তাঁর অনুমতি নিতে হবে, চাইলে এআই-এর ব্যবহার থেকে সরে আসার সুযোগও দিতে হবে।

অবশ্যই, এআই-চালিত মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা চিকিৎসকের বিকল্প হতে পারে না। চিকিৎসকের বোঝার ক্ষমতা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ তৈরির ক্ষমতা, সহানুভূতির জায়গা নিতে পারে না। একে ব্যবহার করা যায় সহায়ক হিসেবে। যা প্রাথমিক ভাবে মানসিক সমস্যা শনাক্ত করতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে এআই এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যেখানে প্রযুক্তি রোগনির্ণয় এবং প্রাথমিক সহায়তার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু চিকিৎসকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে। ভারতের দ্রুত ডিজিটালাইজ়েশন এবং প্রযুক্তিগ্রহণের হার দেখলে এটা বোঝা যায় যে, সঠিক নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করলে, এআই-ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ভবিষ্যতে আরও কার্যকর হয়ে উঠবে, তার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

**কম্পিউটেশনাল জীববিজ্ঞান, আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয়**

*দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব। প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।*

# সম্পাদক সমীপেষু

## মুশকিল আসান

শুভময় মৈত্র-র 'গর্ব এবং সুবিধাবাদ' (১১-২) শীর্ষক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি। এ কথা ঠিক যে, জুনিয়র ডাক্তারদের এমন অভূতপূর্ব আন্দোলনের পরেও রাজ্যে পালাবদলের দাবি তোলা যাচ্ছে না। সত্যিই কি দাবি তোলার মতো রসদ নেই, না কি আজকের সময় ও সমাজ বুঝে আন্দোলন-সচেতন নেতানেত্রীরা প্রতিরোধমূলক রাজনীতি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন? আর জি কর কাণ্ড থেকে উদ্ভূত নাগরিক আন্দোলন সচ্ছল মধ্যবিত্তদের মধ্যে তুমুল প্রভাব বিস্তার করলেও, গরিব মধ্যবিত্তদের সে ভাবে শামিল করতে পারেনি। সমাজের সর্ব স্তরে সাড়া জাগাতে পারেনি বলেই এ আন্দোলন আর জি কর-কেন্দ্রিক হয়েই আছে। সীমাবদ্ধতার অন্য কারণও আছে। নাগরিক আন্দোলনের উর্বর জমিতে রাজনীতির ফসল ফলাতে পারেন এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাই বা কোথায়? বুদ্ধিজীবীদের উপর এমনিতেই মানুষের আস্থা নেই। তা ছাড়া ডিজিটাল দুনিয়ার প্রভাবে সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে যে বদল এসেছে, তার ধাক্কায় প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী রাজনীতির রসায়নও বদলে যাচ্ছে। ভোক্তা তথা ভোটার-মানসিকতায় অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। খামখেয়ালি ভোক্তার মনবদলের চরিত্র বুঝতে না পারলে ভোটারদের মন জয় করা যাবে না।

শাসক দলের প্রসঙ্গে আসা যাক। তৃণমূল একটি নেত্রীকেন্দ্রিক দল। এ দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বময় কর্তৃত্ব অটুট বলা যায়। মুখ্যমন্ত্রী পার্টিযন্ত্রের মাধ্যমে আজও দল এবং সরকারের রাশ নিজের হাতে ধরে রাখতে সক্ষম। আর যে-হেতু পৃষ্ঠপোষক-অনুগামী সম্পর্কের ভিত্তিতে শাসক দলটি পরিচালিত হয়, এই যুক্তিতে এ দলের সংগঠনকে মজবুত বলাই যায়। সংগঠনের কার্যপ্রণালীতে তেমন কোনও জটিলতা নেই— পৃষ্ঠপোষক অনুগামীদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেন, বিনিময়ে অনুগামীরা পৃষ্ঠপোষকের প্রতি অনুগত থেকে ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার কাজ সুনিশ্চিত করেন। সম্পর্কের এই ভিত সহজে টলে যায় না, দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা সরকারি স্তরের ভয়াবহ দুর্নীতি সত্ত্বেও অটুট থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সংগঠন-মেশিনারির শক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে বিরোধীদের, নয়তো লড়াই শেষে তাঁদের বার বার বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ভোট-রাজনীতির ময়দানে বিরোধীদের চেয়ে কেন এগিয়ে? প্রশাসন হাতে থাকার বিষয়টি মেনে নিয়েও বলতে হয়, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি আগাম বুঝে চটজলদি ব্যবস্থা গ্রহণের মতো সহজাত বুদ্ধি আছে বলেই তিনি টালমাটাল পরিস্থিতিকে সামলে দিতে পারেন। তা ছাড়া, অনুদান-নির্ভর রাজনীতির সাফল্য ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ-ক্ষমতাকে ঈর্ষণীয় বলেই মানতে হবে। এমন দুঁদে রাজনীতিককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পালাবদলের রাজনীতির হাওয়া বইয়ে দেওয়া সহজ নয়।

**শিবাশিস দত্ত**
*কলকাতা-৮৪*

## ভাসমান হয়েও

শুভময় মৈত্রের প্রতিবেদনটি বর্তমান এ রাজ্যের মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক জীবনের এক প্রতিচ্ছবি। রাজনীতি ও সমাজনীতির আঙ্গিকে দেখা যায় এ রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণটি মধ্যবিত্ত সমাজের এক শ্রেণির মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এঁরা পার্টির কট্টর সমর্থক বা ক্যাডার নন। এঁদের আমরা 'বুদ্ধিজীবী' হিসাবে অভিহিত করলেও, নির্বাচনের ক্ষেত্রে এঁরাই হলেন নির্বাচনে জয় বা পরাজয়ের নির্ণায়ক। অর্থাৎ, 'ফ্লোটিং ভোটার'। এঁরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রাজ্যের শাসক সরকারের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বজা ধরে রাজপথে আন্দোলন করে গলা ফাটান কিংবা তিলোত্তমার মতো পড়ুয়া-ডাক্তারের খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে সারা রাত জেগে রাস্তা অবরোধ, রাত দখল, ভোর দখল করে জন জাগরণে শামিল হয়ে সেই বিদ্রোহ আন্দোলনকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দেন। অথচ, এঁরাই আবার নির্বাচন এলে সব ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র সুবিধা কিংবা পদের লোভে বিধানসভার উপনির্বাচনে ছ'টির মধ্যে ছ'টি আসনেই জিতিয়ে সরকারের কাছে নিজেদের কৃতজ্ঞতা বোধের পরিচয় দেন।

চৌত্রিশ বৎসর বাম আমলেও খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, চূড়ান্ত দুর্নীতি— সবই ছিল। কিন্তু তথাকথিত মধ্যবিত্ত বাম-বুদ্ধিজীবীরা সরকারকে নিজেদের সততা ও নিষ্ঠার বেষ্টনী দিয়ে শুধু আগলেই রাখতেন না, বিভিন্ন সময়ে সু-পরামর্শ দিয়ে ও নৈতিক দায়িত্বের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে সরকারকে মদত জোগাতেন। কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জন-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বাম সরকারের অধঃপতন বুদ্ধিজীবীদের বিবেকে আঘাত করে এবং তাঁরা সরকারের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসেন। এর জন্যই শেষ পর্যন্ত বাম সরকারের পতন ঘটে।

যদিও এ রাজ্যে আগামী দিনে, অর্থাৎ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সরকারের পতন দূর অস্ত্। কারণ, এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবী নামক ব্যক্তিরা, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণ এবং উচ্চপদে আসীন হওয়ার লোভে গান্ধারীর মতো চোখে কাপড় বেঁধে শাসকের কৌরববাহিনীর রাজ্যে দুর্নীতি, খুন, জখম, রাহাজানি দেখতে পান না। অথচ, এই সুবিধাভোগী ব্যক্তিরাই বীরদর্পে দিবালোকে রাস্তায় বুক ফুলিয়ে সরকারের সাফল্য প্রচারে ব্যস্ত থাকেন, আবার কখনও কখনও লোকদেখানো সরকারবিরোধী রসদবিহীন আন্দোলনে শামিল হন।

আর এঁদের মতো লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগী মানুষ, যাঁরা বিধবাভাতা, বার্ধক্য ভাতা, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রভৃতি ক্ষণিকের স্বল্পপ্রাপক উপভোক্তা, তাঁরাই হলেন এ রাজ্যের 'ফ্লোটিং ভোটার'। তাঁদের জন্যই এই সরকারের অস্তিত্ব আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

**তপনকুমার বিদ**
*বেগুনকোদর, পুরুলিয়া*

## গাঁটছড়া কই

শুভময় মৈত্র তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, সিপিআইএম-কংগ্রেস স্বভাবতই বিজেপি-তৃণমূল গাঁটছড়া তত্ত্ব আওড়ায়। কিন্তু তাদের বন্ধু বুদ্ধিজীবীরা কিছুতেই বললেন না যে, এই সেটিং তত্ত্ব মেনে নিয়েও রাজ্যের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল তৃণমূল ও বিজেপি। তা ছাড়া, গত শতকের আশি-নব্বইয়ের দশকে, এমনকি ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই একই ধারার গাঁটছড়া সিপিএম আর কংগ্রেসের মধ্যেও ছিল।

বাম রাজত্বের চৌত্রিশ বছরে কেন্দ্রের ক্ষমতায় একটানা কোনও দল মসনদে থাকেনি। রাজ্যে তখন প্রধান দু'টি দল। বামফ্রন্ট এবং বিরোধী কংগ্রেস। বামেরা ক্ষমতায় টিকে ছিল সংগঠনের জোরে। স্বজন-পোষণের অভিযোগ ছাড়া কোনও দুর্নীতির দায় সেই আমলে কোনও নেতার বিরুদ্ধে ছিল না। তাই কোনও সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন হয়নি। অপর দিকে কংগ্রেস ক্ষীণ হয়েছে গোষ্ঠী কোন্দলে। তবে এ কথা ঠিক, কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের কয়েক জন নেতা সিপিএম-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতা ভোগ করার সুবাদে 'তরমুজ' উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু 'সেটিং' করে দল ভাঙিয়ে নেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও 'সেটিং' থেকে সিপিএম-এর কী লাভ হয়েছিল, বোধগম্য হল না।

উল্টে, বর্তমানের তৃণমূল-বিজেপির গাঁটছড়া তত্ত্বের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃণমূল সরকারে আসার অব্যবহিত পর থেকেই কেন্দ্রে টানা রয়েছে বিজেপি সরকার। এক দিকে এ রাজ্যে বিজেপির ক্রমবিস্তারের যেমন প্রয়োজন, অন্য দিকে তৃণমূলের দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়া নেতা-মন্ত্রীদের সিবিআই তদন্তের হাত থেকে রেহাই, এই দুইয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য গাঁটছড়া তত্ত্বের যৌক্তিকতাকে স্বাভাবিক ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সুতরাং, যে গাঁটছড়া তত্ত্ব মেনে নিয়ে রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল-বিজেপি, সেই একই ধারার সেটিং সিপিএম-কংগ্রেসের মধ্যে ছিল, এই যুক্তি ধোপে টেকে না।

**দেবব্রত সেনগুপ্ত**
*কোন্নগর, হুগলি*

**চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা**
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
*যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।*

## শাড়ী লইয়া কুলী উধাও

বড় বাজারের পুলিশ একটি দুষ্ট কুলীর অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে প্রায় ২০০ টাকা মূল্যের তিন ডজন শাড়ী লইয়া উধাও হইয়াছে। ২০৭ নং হ্যারিসন রোড হইতে এই শাড়ীগুলি হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোডের মোড় পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার জন্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। ইতিমধ্যে সে চম্পট দিয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা বুধবার
১৯শে ফাল্গুন ১৩৩২
ইং ৩ মার্চ ১৯২৬
৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

## এক নজরে

### বিচার বিভাগীয় তদন্ত চান মা-ও

এ বার পানাগড়ের দুর্ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করলেন মৃত চন্দননগরের যুবতী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মা তনুশ্রীও। ওই দুর্ঘটনায় প্রকৃত সত্য সামনে আনতে হাই কোর্টের বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে রবিবার থেকে সই সংগ্রহ শুরু করেছে চন্দননগর নাগরিক সমাজ। সন্ধ্যায় শহরের লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে এই অভিযানে ওই দাবিপত্রে প্রথম সইটিই করেন তনুশ্রী। তিনি বলেন, ''এখনও ধোঁয়াশা কাটল না। সে দিন (গত রবিবার) ঠিক কী হয়েছিল, জানতে চাই। মেয়ের মৃত্যুর দ্রুত বিচার চাই।'' দুপুরে সুতন্দ্রাদের বাড়িতে আসেন অম্বিকেশ মহাপাত্র-সহ ওই সংগঠনের চার সদস্য। অম্বিকেশের অভিযোগ, ২০১১ সালের পর থেকেই অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, ''পরিবারের একমাত্র সন্তান সুতন্দ্রার মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমরা দ্রুত সত্য উদ্ঘাটনের দাবি জানাচ্ছি।'' ওই দুর্ঘটনায় ধৃত এসইউভি চালক বাবলু যাদবকে রবিবার ফের দুর্গাপুর আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাঁকে চার দিনের জেল হেফাজতে পাঠান।

### কল্যাণের 'কুকথা'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির উপরে হামলায় বামপন্থী ছাত্রদের হুমকি ও কুকথা বলার অভিযোগ উঠল শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। রবিবার বৈদ্যবাটীতে একটি রক্তদান শিবিরে তিনি বলেন, ''আন্দোলনকারীদের কোনও দাবি থাকলে শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক জানানো উচিত ছিল। শিক্ষামন্ত্রী গিয়েছেন বলে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, এ আবার কী?'' ঘটনার দায় 'বাম-অতিবাম'দের উপরে চাপিয়ে তিনি হুমকি দেন ও কুকথা বলেন বলে অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, দিন কয়েক আগে ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন নির্বিঘ্নেই হয়েছে। অথচ, নানা ক্ষেত্রে সিপিএম 'অসভ্যতা' করছে। বৈদ্যবাটীর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম পুরসদস্য অভিজিৎ গুহ বলেন, ''শ্রীরামপুরের সাংসদ এই ধরনের কথা বলতেই অভ্যস্ত। ওঁর কথার গুরুত্ব নেই।''

### পুলিশদের তলব

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফাঁড়িতে কর্তব্যরত ১১ জন পুলিশকর্মীকে তলব করল সিবিআই। আর জি করের ডাক্তার ছাত্রীর খুন, ধর্ষণের তদন্তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসায় আজ, সোমবার এবং মঙ্গলবার তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে সিবিআই সূত্রে দাবি। নিম্ন আদালতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়া হবে বলে দাবি করেছে সিবিআই।

### বিধায়কদের নালিশ

মালদহের গাজলের বিজেপি বিধায়কের বাড়ির সামনে রাখা গাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার গভীর রাতের ঘটনা। যা নিয়ে প্রাণনাশের আশঙ্কা ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মণ। অন্য দিকে, রবিবার দুপুরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডুর গাড়ির পাশে পড়ে থাকা খড়ের আঁটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পতিরামের পোল্লাপাড়া ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের ঘটনা।

# উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পুলিশি আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

যাদবপুর-কাণ্ডের জেরে এসএফআই-এর প্রতিবাদ এবং ডিএসও-র ছাত্র ধর্মঘটের আবহে আজ, সোমবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪২৮ জন। রাজ্য জুড়ে মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ২০৮৯টি।

পরীক্ষা শুরু বেলা ১০টা থেকে। চলবে ১টা পনেরো পর্যন্ত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের একাংশ প্রতিবাদ, ধর্মঘটে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় চিন্তিত। তবে রাজ্য জুড়েই পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন, বাড়তি নজরের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন।

রবিবার লালবাজারে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা জানান, শহরে প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবেন। তার মধ্যে কলেজ স্ট্রিট, যাদবপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ তৎপর থাকবে। কোথাও কোনও অসুবিধেয় পড়লে রাস্তায় থাকা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি।

এ ছাড়াও পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হচ্ছে। পথে যে কোনও সমস্যায় পরীক্ষার্থীরা ৯৪৩২৬১০০৩৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন নগরপাল। রাস্তায় যে কোনও রকম অবরোধ এবং বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ তৎপর থাকবে বলে জানান তিনি।

একই ভাবে রাজ্যের অন্যত্রও যে কোনও ধরনের অবরোধ, বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ তৈরি থাকবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি এবং আইজি (আইন শৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, ''পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁরা পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত নিয়ে আমায় আশ্বস্ত করেছেন। এ ছাড়াও আমি ধর্মঘটীদের কাছে আবেদন করব ওঁদের জন্য যেন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন করে উৎকণ্ঠা না-তৈরি হয়। উচ্চ মাধ্যমিক খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা এমনিতেই উৎকণ্ঠায় থাকে।''

বিভিন্ন জেলার পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সব ধরনের ব্যবস্থা তারা রাখছেন। যেমন নদিয়ার কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, ''ধর্মঘটের কারণে কোথাও আইন লঙ্ঘিত হলে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, ''কোথাও পিকেটিং হলে, পুলিশ তা আটকাবে।'' একই ধরনের আশ্বাস মিলেছে জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ পুলিশ-জেলা, হাওড়া গ্রামীণ, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কর্তাদের থেকে। তাঁরা জানান, জাতীয় ও রাজ্য সড়কগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশকর্মী মোতায়ন করা হচ্ছে বিভিন্ন জেলায়। মূলত, যানজট সমস্যা মোকাবিলা ও পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে ওই উদ্যোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা পুলিশ-প্রশাসনের তরফে থানাগুলির সঙ্গে এ ব্যাপারে বিশেষ বৈঠক করা হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিকের পাশাপাশি, বিভিন্ন কলেজে ফিফ্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা রয়েছে। ওই কলেজগুলি ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন ডিএসও-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক শুভজিৎ অধিকারী। ডিএসও-র হুগলি জেলা সভাপতি শুকদেব বিশ্বাস জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় স্কুলের গেটে ধর্মঘটের পোস্টার সাঁটা হয়নি। কোনও কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র পড়লে, তা ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকবে। জমায়েতে মাইক ব্যবহার করা হবে না। তাঁর কথায়, ''পরীক্ষার্থীদের সমস্যার আশঙ্কা অমূলক। বরং প্রয়োজনে, আমরা সাহায্য করব।'' এসএফআইয়ের বীরভূম জেলা সম্পাদক শৌভিক দাসবক্সীর দাবি, ''প্রতিবাদ হলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমরা কোনও বিঘ্ন ঘটতে দেব না।''

পাশাপাশি লালবাজার জানিয়েছে, বিভিন্ন জেলার ক্ষেত্রে পথে সমস্যায় পড়লে পরীক্ষার্থীরা ১০০ ডায়ালে ফোন করে সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। কলকাতা এবং জেলার সর্বত্র ভোর পাঁচটা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত বাস এবং অন্য যানবাহন পুরো মাত্রায় রাস্তায় নামাতে প্রশাসনিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি পরিবহণ নিগমের বাস ছাড়াও অটো, টোটো, ক্যাব পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। একই ভাবে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাস্তায় যাতে বাস এবং অন্য যান পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকে, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা এবং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষা উপলক্ষে বাড়তি বাস চালাবে সরকারি পরিবহণ নিগমগুলি।

চিরঞ্জীব জানিয়েছেন, পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল, স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে কোনও পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে কিন্তু তাঁর সব পরীক্ষা বাতিল হবে। পরীক্ষার্থীরা সকাল ৯টা থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের হেল্পলাইন নম্বর ০৩৩-২৩৩৭০৭৯২/২৩৩৭৯৬৬১।

## দ্বন্দ্বে জেরবার যাদবপুর

পৃঃ ১-এর পর

এক যুবককে যাদবপুরের ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে। আলিপুর আদালতের বিচারক ১২ মার্চ পর্যন্ত তাঁর পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যাদবপুরের ভিতরের অনেকের বক্তব্য, ওই প্রাক্তনী অফিস সেরে কী ঘটেছে দেখতে গিয়েছিলেন, তার পরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একটি বেসরকারি সংস্থায় সদ্য চাকরি পেয়েছেন তিনি। বীরভূমের মহম্মদ বাজারের এই ছাত্রটির পরিবার হঠাৎ গ্রেফতারিতে স্তম্ভিত।

কলকাতা পুলিশের নগরপাল অবশ্য যথাযথ তদন্তের আশ্বাস দেন। প্রথম বর্ষের আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায় ছাড়া ফেটসুর সঙ্গে যুক্ত একাধিক ছাত্রের নাম রয়েছে পুলিশের এফআইআরে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা বিনয় সিংহের আবাসনে ভাঙচুরেরও। পুলিশ জানায়, গোলমাল সংক্রান্ত পাঁচটি অভিযোগ ছাড়াও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে দু'টি মামলা করা হয়েছে। একটি মামলায় বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালানোর ধারা যোগ করা হয়েছে। তবে তা কার বিরুদ্ধে, স্পষ্ট নয়। ওয়েবকুপার তরফে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এ দিন প্রেস ক্লাবে অভিযোগ করেন, শুধুমাত্র তৃণমূল করার জন্যই তাঁরা যাদবপুরে ছাত্রদের নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। ব্রাত্য বসুও বলেন, ''বিক্ষোভরত ছাত্রেরা সমস্যার সমাধান চায়নি। আমি যাদবপুরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইব।'' যাদবপুরের অন্তর্বর্তী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত ওয়েবকুপার শনিবারের অনুষ্ঠানে কিছু ক্ষণ কার্যত সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন। তিনি এ দিন সামগ্রিক ঘটনাটি নিয়ে বলেন, ''যা হয়েছে, ঠিক হয়নি। এর যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। যাদবপুরে শান্তি ফিরুক। আর কিছু বলব না।''

তবে আট বছর ধরে যাদবপুরে ছাত্র সংসদে ভোট না-হওয়াই ছাত্রদের ক্ষোভের কারণ বলে সরব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা)। শিক্ষাজগতের অনেকেরই অভিযোগ, যে যাদবপুরে ওয়েবকুপার সদস্য গুটিকয়েক, ছাত্র রাজনীতিতেও তৃণমূলের অস্তিত্ব নামমাত্র, সেখানে সভা করে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছোড়া বা উত্তেজনা সৃষ্টিই উদ্দেশ্য ছিল। ছাত্রদের মধ্যে এসএফআই-এর অভিনব বসু এ দিন বলেন, ''এসএফআই-এর তরফে ওয়েবকুপার যাদবপুরে সভা করার অধিকারে আমরা বাধা দিইনি। আমরা সভাস্থল থেকে দূরে অবস্থান করছিলাম। শুধু দু'জন গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিই। কিন্তু ওয়েবকুপার সঙ্গে আসা কারও কারও উস্কানিতেই গোলমাল হয়।'' অভিনবের বাবা সাঁকরাইলের তৃণমূল ব্লক সভাপতি অমৃত বসু আবার বলেন, ''যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীর উপরে হামলা একেবারেই গর্হিত হয়েছে।'' ভূগোল স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্র এসএফআইয়ের রাসেল পারভেজও শনিবারের গোলমালে আহত।

গত লোকসভা ভোটে সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য আহত ইন্দ্রানুজকে দেখতে এ দিন হাসপাতালে যান। তিনি বলেন, ''বাম, অতি-বাম নির্বিশেষে আক্রান্ত ছাত্রদের পাশে আমরা আছি। যা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না।'' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শিক্ষামন্ত্রীর সংবেদনশীলতার অভাব নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। ওয়েবকুপাও শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। শিক্ষামন্ত্রীর গ্রেফতারির দাবি তুলে এসএফআই এবং ডিএসও-র তরফে আজ, সোমবার প্রতিবাদ ও ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। তারা কিন্তু যে কোনও পরীক্ষা তাদের কর্মসূচির আওতার বাইরে থাকবে বলে জানায়। যাদবপুরে আজ, সোমবার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের একাংশ জানান, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না।

■ এসএফআইয়ের রাস্তা অবরোধের জেরে যানজট। রবিবার যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে। ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য

## সঙ্ঘের আহ্বান

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুসারী সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার ডাক দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। সূত্রের খবর, হাওড়ার উলুবেড়িয়ার তাঁতিবেড়িয়ায় সঙ্ঘের দু'দিনের সমন্বয় বৈঠক থেকে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে 'ভয়াবহ' বলা হয়েছে। পরিস্থিতি যে দিন দিন খারাপ হচ্ছে, সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনগুলির প্রসার ও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।

বৈঠকে সমমনোভাবাপন্ন ৫৭টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারাও বৈঠকে হাজির ছিলেন। বৈঠকে বলা হয়েছে মতাদর্শের বিস্তার প্রয়োজন। একমাত্র সে ভাবেই লড়াই করে জমি তৈরি করা যাবে। আর তার জন্যই অনুসারী নানা সংগঠনকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। সঙ্ঘ সূত্রের খবর, শতবর্ষ উপলক্ষে দেশ জুড়ে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে। বাংলায় কী ভাবে সেই কর্মসূচির সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে পরিকল্পনা হয়েছে। রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঙ্ঘের পর্যবেক্ষণ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ''যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলবেন, রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন। এর সঙ্গে সঙ্ঘ বা সঙ্ঘের বাইরের মতের কোনও বিষয় নেই।'' *নিজস্ব সংবাদদাতা*

## পরীক্ষাকেন্দ্রে 'জন্মদিন'

**ফলতা:** উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগের দিন, রবিবার পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে 'ধুমধাম করে' জন্মদিন পালন করা হল এক তৃণমূল নেতার। মাইক বাজানোরও অভিযোগ উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনের ঘটনা। শ'দুয়েক কর্মী-সমর্থক, জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে কেক কেটেছেন ফলতা ব্লক তৃণমূল ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গির। অনুষ্ঠানের ছবি, ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে 'পোস্ট' করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। লেখেন, ''তৃণমূল সরকারের দুর্বৃত্তায়নের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের হতশ্রী শিক্ষাব্যবস্থাকে এত সুন্দর ভাবে উপস্থাপনার জন্য শিক্ষাদরদী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।''

জাহাঙ্গির পরে বলেন, ''এমন অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমি জানতে পেরেই ওদের প্যান্ডেল খুলতে বলি। মাইক বাজেনি, কেবল রক্তদান শিবির হয়। বিকেলের মধ্যে সব গোছগাছ করে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়!'' স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিলন বিশ্বাসকে একাধিক বার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি, মোবাইল-বার্তার উত্তর আসেনি। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

# পথে বাম, পাল্টা সরব তৃণমূল, হুঙ্কার বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা

তাঁর গাড়ির ধাক্কায় এক ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনার জেরে শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতার করতে হবে, এই দাবিতে রাজ্য জুড়ে পথে নেমে গেল বামেরা। পক্ষান্তরে, বাম ও অতি-বামের 'বিশৃঙ্খলা'র বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি এল শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের তরফে। বাম ও তৃণমূলের এই সম্মুখ সমরের আবহে বিজেপি আবার দু'পক্ষের মধ্যে 'বোঝাপড়া'র তত্ত্ব আনছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঙ্কার, ''বাংলার মানুষ শুধু আমাদের পুলিশটা হাতে তুলে দিক। সেকু-মাকু, ওই দু'টোকেই উপড়ে ফেলে দেব! এক ঘণ্টা লাগবে!''

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপা-র অনুষ্ঠান ঘিরে ধুন্ধুমারের পরে এই ভাবেই উত্তপ্ত হল রাজনৈতিক বিতর্ক। দিনভর মিছিল, বিক্ষোভ, অবরোধে সরগরম ছিল রাজ্য রাজনীতি। ঘটনার প্রতিবাদে আজ, সোমবার রাজ্য জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসএফআই। ধর্মঘটের আহ্বান করেছে এসইউসি-র ছাত্র সংগঠন ডিএসও-ও। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আজ থেকেই। এই প্রেক্ষিতে রবিবার রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, 'দুর্ভাগ্যের, কালই একটি রাজনৈতিক সংগঠনের তরফে রাজ্য জুড়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের প্রতিকূলতায় ফেলে, এমন কোনও কর্মসূচিই ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে হতে পারে না'। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সব রকমের ব্যবস্থার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক অবস্থান' নেওয়ার পাল্টা অভিযোগে সরব হয়েছে বামেরা।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গ্রেফতারির দাবিতে এ দিন সুকান্ত সেতু থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছিল বামফ্রন্ট। মিছিলে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী, যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য, কলতান দাশগুপ্ত-সহ বাম যুব ও ছাত্র নেতৃত্ব। মিছিল শেষে থানার সামনে সভায় পুলিশকর্তাদের উদ্দেশে সেলিম বলেছেন, ''ওঁরা জানেন না যে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারেই পড়ে না! ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মন্ত্রীর গাড়ি না-ধরে ছাত্রদের ভয় দেখাচ্ছেন!'' ধর্মঘট সফল করার পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য ছাত্রদের পরামর্শ দিয়েছেন সুজন। এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে সংগঠনের তরফে হেল্পলাইন নম্বর দিয়ে জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় রাস্তায় থাকবেন তাঁদের কর্মীরা।

■ যাদবপুর কাণ্ডে ধৃত সাহিল আলিকে আলিপুর আদালতে তোলা হচ্ছে। রবিবার। ছবি: রণজিৎ নন্দী

বিক্ষোভকারীদের ধাক্কা, ঘুষি, ইটের ভয়ে তাঁর চালক ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য। তাঁর মতে, ছাত্রের আহত হওয়া কাম্য ছিল না। তবে একই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন, 'গুন্ডামি' করতে চেয়েছিল এক দল। তিনি ছাত্রদের দাবিপত্রের জন্য তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন বলে দাবি করে ব্রাত্য বলেছেন, ''ওঁরা ঘেরাও করতে চাইছিলেন, তাতে অসুবিধা ছিল না। তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের মারধর, তৃণমূলের মন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুর, এগুলো হতেই পারে? রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল ভাববেন না! আমরা রাজনৈতিক ভাবেই লড়তে চাই।'' তবে তিনি এ-ও জানিয়েছেন, ভাঙচুরের ঘটনা সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ঘটায়নি।

যদিও তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার দায় সিপিএম এবং বাম অতি-বামের উপরেই চাপিয়েছেন। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন, ''গুন্ডাবাজি! যোগীর রাজ্যে করলে হাড়গোড় ভেঙে দিত! রাস্তায় ধাক্কা মেরে দাঁড় করিয়ে বলবে আমার সঙ্গে কথা বলুন, এটা গণতান্ত্রিক উপায়?'' গাড়ির সামনে দৌড়তে গিয়ে গাড়ির কোনও 'বাম্পার' লেগে এক ছাত্র জখম হয়েছেন জানিয়ে তাঁর আরোগ্য-কামনাও করেছেন ফিরহাদ।

উত্তরপ্রদেশে আন্দোলনকারী কৃষকদের উপরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার উদাহরণ টানছে বামেরা। সিপিএম নেতা সুজনের দাবি, ''ছাত্র খুনের চেষ্টায় শিক্ষামন্ত্রীর নাটকবাজি ধরা পড়ে গিয়েছে! ছাত্রদের উপরে গাড়ি চালিয়ে দিলেন? নেমে কথা বলা যেত না? লখিমপুরের মতোই জঘন্যতম ঘটনা। আর মুখ্যমন্ত্রী চুপ কেন? হয় সমর্থন করে পদোন্নতি দিন, তা না-হলে অপরাধ মেনে নিয়ে মন্ত্রীকে গ্রেফতার করুন!'' আহত ছাত্রকে এ দিন হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন সিপিএমের সেলিম, সৃজনেরা। পাশাপাশি, এসএফআই দাবি করেছে, যে গাড়িতে চড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন ব্রাত্য, সেটির দূষণ-বিধি ভঙ্গ হয়েছে।

'ক্যাম্পাসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে'র অভিযোগ তুলে নানা জায়গায় পথে নেমেছিল এসএফআই। বর্ধমানে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে এসএফআই নেতা-কর্মীদের। যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল করেছে ডিএসও। ঘটনার প্রতিবাদে বারাসত থানার ভিতরে ঢুকে মশাল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র ও যুব সংগঠন।

এই পরিস্থিতিতে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েও তৃণমূল-বাম 'আঁতাঁতে'র অভিযোগ তুলে আজ, সোমবার গোলপার্ক থেকে যাদবপুর ৮বি পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা।

উলুবেড়িয়ায় গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর অভিযোগ, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত দিন ক্ষমতায় আছেন, তত দিন ওখানে (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সেকু-মাকুরা আছে। ওরা দেশদ্রোহী, টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং! ভোট এলেই ওরা বলে 'নো ভোট টু বিজেপি'।'' রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যেরও বক্তব্য, ''শিক্ষাঙ্গনের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী সরকার। কিন্তু অধ্যাপক, শিক্ষামন্ত্রীকে নিগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অগ্নিসংযোগ, এই রাজনীতি আমরা সমর্থন করি না।''

# প্রাক্তন সেবি চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ২ মার্চ:** মাত্র দু'দিন আগেই সেবি-র চেয়ারপার্সনের পদে মাধবী পুরী বুচের মেয়াদ শেষ হয়েছে। মাধবীকে ঘিরে বিতর্কের জেরে সেবি-র শীর্ষপদে তাঁর মেয়াদ না বাড়িয়ে অর্থসচিব তুহিনকান্ত পাণ্ডেকে মোদী সরকার সেই পদে নিয়োগ করেছে। এ বার মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত মাধবীর বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে প্রতারণা, দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিল। মহারাষ্ট্র পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখাকে মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত এই নির্দেশ দেওয়ার পরে সেবি ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা এর বিরুদ্ধে বম্বে হাই কোর্টে আবেদন করবে। এমনিতেই যখন শেয়ার বাজারের সূচক নিম্নমুখী তখন এর জেরে সোমবার শেয়ার বাজারে নতুন করে ধস নামবে কি না, তা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মোদী সরকারের নিযুক্ত সেবি-র চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচের বিরুদ্ধে আমেরিকার হিন্ডেনবার্গ সংস্থা অভিযোগ তুলেছিল, যে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সেবি শেয়ার দরে কারচুপির তদন্ত করেছিল, সেই আদানিদের সংস্থাতেই মাধবীর ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত ছিল। কংগ্রেস তথা বিরোধী শিবির অভিযোগ তুলেছিল, মোদী সরকারের নির্দেশেই মাধবী আদানির স্বার্থ রক্ষার কাজ করেছেন। বিনিময়ে ফায়দা পেয়েছেন। এ ছাড়াও একাধিক ক্ষেত্রে মাধবীর বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস।

শনিবার মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত সেবি-র সদ্য প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচের সঙ্গে সেবি-র তিন সদস্য এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) চেয়ারম্যান প্রমোদ আগরওয়াল এবং সিইও সুন্দররামন রামমূর্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে। ঠাণের সাংবাদিক ও সমাজকর্মী সাপান শ্রীবাস্তব অভিযোগ তোলেন, সেবি ও বিএসই-র কর্তারা আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা নিয়ম ভেঙে 'ক্যালস রিফাইনারিজ়' নামের একটি সংস্থাকে শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। যদিও সেই যোগ্যতা ওই সংস্থার ছিল না। সাপান ও তাঁর পরিবারের লোক এই সংস্থায় বিপুল লগ্নি করে লোকসানের মুখে পড়েন। বিশেষ আদালতের বিচারক এস ই বাঙ্গার রায়ে বলেন, প্রাথমিক ভাবে প্রতারণা, কারচুপির প্রমাণ মিলেছে, যার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এফআইআর দায়ের করে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্টও চেয়েছে আদালত।

কংগ্রেস মনে করিয়ে দিয়েছে, রাহুল গান্ধী দিনের পর দিন মাধবী পুরী বুচের বেআইনি কাজকারবারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এর ফলে শেয়ার বাজারে সাধারণ লগ্নিকারীরা লোকসানের মুখে পড়বেন বলেও রাহুল গান্ধী সতর্ক করেছিলেন। তখন মোদী সরকার তথা বিজেপি মাধবীকে বাঁচাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আজ কংগ্রেসের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনতে বলেন, ''শেয়ার বাজারে প্রতারণা ও নিয়ম ভাঙার এই অভিযোগ গুরুতর।''

সেবি আজ পাল্টা বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ১৯৯৪ সালে যে সময়ের কারচুপির অভিযোগ, সেই সময় এই সব ব্যক্তি পদে ছিলেন না। আদালত সেবি-র বক্তব্য না শুনেই রায় দিয়েছে। মামলাকারী এর আগেও এমন মামলা করেছেন। যা খারিজ হয়ে গিয়েছে। সেবি-র বক্তব্য, সমস্ত রকম নিয়ম মেনেই শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণে সেবি দায়বদ্ধ। তবে মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে সেবি আইনি পদক্ষেপ করবে।

## 'ভাবিনি তেড়ে আসবে গাড়ি'

পৃঃ ১-এর পর

তাঁর গাড়ির সামনে ওই ছাত্রের ছবি ভুয়ো বলে দাবি করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তরফে থানায় সবিস্তার অভিযোগ দায়ের করার কথা এ দিন বলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের তরফে যাদবপুর সংক্রান্ত যে বিভিন্ন অভিযোগ নথিবদ্ধ করার কথা বলা হয়, তার মধ্যে ছাত্রদের অভিযোগের কথা নেই। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ তো দূর, উল্টে ইন্দ্রানুজ এবং আরও কয়েক জন ছাত্রের নামে বিস্তর অভিযোগ। এর মধ্যে ব্রাত্যের ঘড়ি ছিনতাই থেকে যাদবপুরের এক শিক্ষিকার সঙ্গে অভব্য আচরণের কথাও রয়েছে। ব্রাত্য অবশ্য ধস্তাধস্তিতে তাঁর ঘড়ির ব্যান্ড ছিঁড়ে যায় বলে আনন্দবাজারকে জানান।

শনিবার রাতে পুলিশ ইন্দ্রানুজের বয়ান প্রথমে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে। এর পরে তা লিপিবদ্ধও করা হয়। কিন্তু সেই লিখিত বয়ান মোটেও যথাযথ মনে হয়নি আহত ছাত্রের। ইন্দ্রানুজের কথায়, ''আমার বয়ান নানা জায়গায় পুলিশ বিকৃত করছিল বলে মনে হয়েছে। তাই আমি লিখিত বয়ানে সই করিনি। নিজের কথা অন্য একটি ভিডিয়ো বার্তায় সবাইকে জানাই।'' পুলিশের সামনেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে ইন্দ্রানুজের আর একটি ভিডিয়ো বক্তব্যও গৃহীত হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পুলিশের তরফে অবশ্য বয়ান-বিকৃতির ব্যাখ্যা মেলেনি।

পুলিশের লেখা বয়ানের সঙ্গে ঠিক কোথায় গরমিল ছিল আসল ঘটনার? এই প্রশ্নের জবাবে ইন্দ্রানুজ বলেছেন, ''পুলিশ লিখছিল, মন্ত্রীর গাড়ি চলতে শুরু করার পরে আমরা মানববন্ধন করে, সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। কিন্তু মন্ত্রীর গাড়ি চলার আগেই আমরা মানববন্ধন করে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই অবস্থায় গাড়ি চলতে শুরু করে। পুলিশ এটা ঠিক ভাবে লিখছিল না।'' শিক্ষামন্ত্রী এবং ওয়েবকুপায় তাঁর সহযোগীরা বার বার যাদবপুরের শিক্ষাঙ্গনে পুলিশ না-ডাকার কথা বলেছেন। কিন্তু আহত ছাত্র পুলিশের তরফে বয়ান-বিকৃতির অভিযোগ আনার পরে ঘটনার দায় একতরফা ভাবে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, যাদবপুরের ছাত্র-শিক্ষক মহলে সেই প্রশ্নও উঠছে।

বাঁ চোখে এবং বাঁ পায়ে বিশাল ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে থাকা ইন্দ্রানুজ এখন কার্যত বন্দি। শনিবার তাঁর মাথার সিটি স্ক্যান করা হলেও রবিবার ছুটির দিন থাকায় হাসপাতাল মারফত স্ক্যানের রিপোর্ট মেলেনি। আহত ছাত্রটির পরিজন এবং হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাত ভাবে মাথায় গুরুতর আঘাত না-ও লাগতে পারে। তবে যে ভাবে ওই ছাত্রের বাঁ চোখ ঘেঁষে মন্ত্রীর গাড়ি বেরিয়ে গিয়েছে, তাতে একচুল এ-দিক ও-দিক হলেই ছেলেটির প্রাণসংশয় হতে পারত বলে সংশ্লিষ্ট অনেকের অভিমত। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ছেলেটির বাঁ চোখের পাতায় সেলাই হয়েছে। সেই সেলাই দিন পনেরো বাদে খোলা হবে। তখনই তাঁর চোখে কোনও বড় ক্ষতি হয়েছে কি না বোঝা যাবে। তবে ইন্দ্রানুজ এ দিন বলেন, ''সেলাই হওয়ার আগে বাঁ চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম।''

যাদবপুরের গোলমালে ওপেন এয়ার থিয়েটারে সভা করতে আসা ওয়েবকুপার সদস্যদের সঙ্গী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কিছু ছেলের উপরেই দায় চাপিয়েছেন ইন্দ্রানুজ। তাঁর দাবি, তাঁদের সংগঠন আরএসএফ-এর তরফে সভাস্থলের বাইরে ব্যানার নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান চলছিল। কিন্তু বোতল ও চেয়ার ছোড়া হয় বাইরে থেকে আসা শাসক দল ঘনিষ্ঠ কয়েক জনের তরফেই। ইন্দ্রানুজের কথায়, ''আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের সঙ্গত দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বসতে চেয়েছিলাম। আমরা কেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সব কিছু ভন্ডুল করব? কিন্তু সভাস্থল থেকে আমাদের দিকে বোতল, চেয়ার ছোড়া হয়। আমি আমাদের বিভাগীয় শিক্ষক (ইংরেজি), ওয়েবকুপার সদস্য মনোজিৎ মণ্ডলকে সেটা জানিয়েওছিলাম।''

ইন্দ্রানুজের দাবি, ব্রাত্যকে তাঁদের কথা শুনতে বলার সময়েই তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ মন্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁর অভিযোগ, ''ওয়েবকুপার সদস্য বলে পরিচয় দেওয়া এক ব্যক্তি মত্ত অবস্থায় ছিলেন। গুটখাও খাচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রীদের হুমকির সুরে বলছিলেন, 'তোদের মুখ চিনে রাখছি'! এই সব নানা ঘটনায় উস্কানি বাড়ে।'' ওয়েবকুপার তরফেও পাল্টা যাদবপুরের ছাত্রদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের গালিগালাজ এমনকি মারধরেরও অভিযোগ উঠেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ শিক্ষা আধিকারিক এবং কলকাতার একটি কলেজের অধ্যাপিকার পুত্র ইন্দ্রানুজ বরাবরের ভাল ছাত্র। স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যা নিয়ে বছর দুই পড়লেও এ বার যাদবপুরে ইংরেজি পড়তে ঢুকেছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''শুনেছি ছেলেটির বাড়ির লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। আমাদের সহকর্মী। আমি কিছু করব, বলছি না এখন। কথা বলব কি না, সেটা দেখছি।''

## এক নজরে

### হিন্দুত্ব অনুশীলনের ডাক হিমন্তের

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য 'হিন্দুত্বের অনুশীলনে' জোর দেওয়ার ডাক দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কলকাতায় রবিবার একটি অনুষ্ঠানে এসে হিমন্ত উপমহাদেশের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষও করেছেন। বড়বাজারে স্বামী প্রদীপ্তানন্দের (কার্তিক মহারাজ) সম্মানে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে যোগ দিয়েই বিজেপি নেতা হিমন্ত বলেছেন, "আগামী প্রজন্মকে হিন্দুত্বের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠতে হবে। এই ভাবেই হিন্দুত্বের প্রসার হবে।" এই সূত্রেই তিনি কটাক্ষ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁদের নাম উল্লেখ করে হিমন্ত এ দিন বলেন, "ওঁদের ইতিহাস কত দিনের জিজ্ঞাসা করা হলে, ওঁরা বলবেন তা ৩০, ৫০ বা ১০০ বছরের। আর আমাদের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের!" এই সূত্রেই হিমন্ত এ দিন স্বাধীনতা-পর্বের ইতিহাসও স্মরণ করেছেন। তাঁর কথায়, "স্বাধীনতার সময়ে একটি দেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা চাইলে হিন্দু-রাষ্ট্র বলে পরিচয় দিতে পারতাম। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, দেশের সবাই একই পরমাত্মার সন্তান। তাই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সর্বধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলি।"

### প্ররোচনায় ধৃত

এক মহিলাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে রবিবার মহারাষ্ট্রের ঠাণেতে ওই মহিলার প্রেমিক ও তাঁর দুই ভাইবোনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৫ বছর ধরে মহিলার সঙ্গে ওই ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল। মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও বছর পাঁচেক আগে সেই প্রেমিক অন্য এক জনকে বিয়ে করেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে তাঁদের ঝগড়া লেগেই থাকতো। তার জেরেই মহিলা আত্মহত্যা করেন বলে দাবি তাঁর মায়ের। মৃত্যুর আগে একটি ভিডিয়োয় ওই মহিলাও ওই প্রেমিক ও তাঁর ভাইবোনদের এর জন্য দায়ী করেন। যার ভিত্তিতে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়।

### আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবেশীর হাতে যৌন হেনস্থার পরে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক নাবালিকা। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে মালিহাবাদ এলাকার ঘটনা। নাবালিকার পরিবার জানিয়েছে, বাড়ি ফাঁকা পেয়ে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করে রাহুল নামে ওই প্রতিবেশী যুবক। মেয়েটি চিৎকার করলে সে পালায়। পরে লজ্জায় আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাবালিকা। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাহুলের বিরুদ্ধে পকসো-র বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

### শিশুর দেহ উদ্ধার

মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় রবিবার ভোরে এক ছয় বছরের কন্যাশিশুর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, শিশুটি পেলহার থানার অন্তর্গত এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু সে কী ভাবে শ্রীরাম নগর পাহাড়ে পৌঁছলো এবং মৃত্যুর কারণই বা কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, রবিবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ শ্রীরাম নগর পাহাড়ের ঢালে শিশুটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। ঘটনার তদন্ত চলছে। ময়না-তদন্তের পরে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

### কোকেন উদ্ধার

বিপুল পরিমাণ কোকেন উদ্ধার হল মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকালে উদ্ধার হওয়া ১০৯৬ গ্রামের ওই মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ১১ কোটি টাকা। সূত্রের খবর, ১০০টি ক্যাপসুলের মধ্যে এই মাদক ঢোকানো ছিল। যাঁর শরীর থেকে উদ্ধার হয়েছে, সেই মহিলা স্বীকার করেছেন যে তিনি ক্যাপসুলগুলি ব্রাজিল থেকে ভারতে পাচারের জন্যই এনেছিলেন। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

### মিজোরামে কম্পন

মিজোরামের পশ্চিমাঞ্চলে রবিবার সকালে মৃদু ভূকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৩.৭। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মামিত জেলায় কম্পন বেশ টের পাওয়া গিয়েছে। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি নেই।

## পদ থেকে মায়া সরালেন ভাইপোকে

**লখনউ, ২ মার্চ:** দলের জাতীয় সমন্বয়কের পদ থেকে ভাইপো আকাশ আনন্দকে ফের সরিয়ে দিলেন বহুজন সমাজ পার্টি(বিএসপি) নেত্রী মায়াবতী। এক বছরের মধ্যে দু'বার আকাশকে ওই পদ থেকে সরালেন তিনি। তাঁর জায়গায় জাতীয় আহ্বায়ক করা হয়েছে আকাশের বাবা আনন্দ কুমার এবং দলের প্রবীণ নেতা রামজী গৌতমকে। আকাশের উপরে তাঁর শ্বশুরের প্রভাবের কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন মায়া। স্বভাবতই, বছর ত্রিশের এই নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

২০২৩ সালে আকাশকে দলের জাতীয় সমন্বয়ক পদে বসিয়ে ছিলেন মায়াবতী। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁকেও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়েছিল, আরও 'অভিজ্ঞতা অর্জন'-এর জন্য তাঁকে সরানো হয়েছে। কিন্তু লোকসভা ভোট মিটে গেলে ফের জাতীয় সমন্বয়কের পদে আকাশকে বহাল করেন তাঁর পিসি।

আকাশ এত দিন বিএসপির জাতীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন আকাশ। আজ দলের সব স্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠকের পর বদলের কথা ঘোষণা করেন মায়াবতী। রাজনৈতিক মহলের মতে, আকাশকে সরিয়ে দলের অন্য নেতানেত্রীদের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন মায়াবাতী। তিনি বোঝাতে চাইলেন দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন। রবিবার মায়াবতী জোর দিয়ে জানান, উত্তরপ্রদেশের বহুজন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কেবল রাজ্যের অগ্রগতির জন্য নয়, সমগ্র দেশের অগ্রগতির জন্যই অপরিহার্য। মায়াবতী এ-ও জানান, যত দিন তিনি বেঁচে আছেন, তত দিন তাঁর উত্তরসূরি কেউ নন।

দিন দুয়েক আগেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল আকাশের শ্বশুর অশোক সিদ্ধার্থকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দলের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। যার প্রভাব পড়ছিল দলের সংগঠনের উপরে। দুর্বল হচ্ছিল বিএসপি। মায়াবতীর ব্যাখ্যা, আকাশের উপর তাঁর শ্বশুরের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেই কারণে তাঁকে দলের সমস্ত পদ থেকে সরানো অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। অশোকের কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই আকাশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করছিল, যা দলীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দলে জারি করা বিবৃতিতে বিএসপি নেত্রী বলেছেন, "সকলে জানেন যে সিদ্ধার্থের মেয়ের সঙ্গে আকাশের বিয়ে হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে সিদ্ধার্থ আকাশের উপরে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আকাশকে দলের সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সম্পূর্ণ দায় সিদ্ধার্থের, তিনি আকাশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার পাশাপাশি, দলকেও ক্ষতি করেছেন।" *সংবাদ সংস্থা*

## মণিপুরে জমা আরও অস্ত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা

**শিলচর, ২ মার্চ:** এমন আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে বীরেন সিংহ বহু বার জানিয়েছিলেন। হুমকি-ধমকিও কম দেননি। কিন্তু সাড়া মেলেনি। রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পর রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লার এক আহ্বানে দুই বছর আগে রাজ্যের বিভিন্ন থানা-ফাঁড়ি থেকে লুট করে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র ব্যাপক হারে জমা পড়ছে। হাতে থাকা অন্য অস্ত্রও স্বেচ্ছায় সমর্পণ করছেন পাহাড়-সমতলের মানুষ। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে মাত্র চার দিনে শতাধিক আগ্নেয়াস্ত্র জমা করেছেন তাঁরা। দশ দিনের হিসেব টানলে সংখ্যাটি সাতশোর আশেপাশে। পুলিশ জানিয়েছে, গত চব্বিশ ঘণ্টায় পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, চুড়াচাঁদপুর, বিষ্ণুপুর ও তামেংলঙ জেলায় যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ৬২টি আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে প্রচুর গুলিবারুদও। পশ্চিম ইম্ফল জেলায় রুটিন তল্লাশিতেও বাজেয়াপ্ত হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র এবং কার্তুজ। পূর্ব ইম্ফল ও কাঙপকপি জেলায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বেআইনি ভাবে নির্মিত পাঁচটি বাঙ্কার।

সেই সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর অবৈধ আফিম চাষ বিরোধী অভিযান। গত কাল টেংনৌপল জেলায় ১৫ একর আফিম খেত ধ্বংস করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লা গত ২০ ফেব্রুয়ারি লুট করা অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের জন্য সাত দিন সময় দেন। তার মধ্যে তিন শতাধিক অস্ত্র জমা হয়। পরে মানুষের অনুরোধে তা ৬ মার্চ বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যপাল কড়া সুরে সতর্ক করেন যে, এর পরে কারও কাছে লুটে নেওয়া অস্ত্র বা বেআইনি ভাবে রাখা অস্ত্র ধরা পড়লে কঠোরতর শাস্তির হবে। তবে তাঁর আহ্বানে বেশ সাড়া মিলছে। সরকারি কর্তারা আশাবাদী, আগামী তিন-চার দিনে আরও প্রচুর অস্ত্র জমা পড়বে।

বরফে চাপা পড়া শ্রমিকদের সন্ধানে চলছে উদ্ধার অভিযান। রবিবার চামোলীতে। *পিটিআই*

## 'হঠাৎ ছুটে এল তুষারের স্রোত'

**চামোলী, ২ মার্চ:** কয়েক দিন ধরেই চলছিল তুষারপাত। ভোরে হঠাৎই দেখা গেল ছুটে আসছে বরফের স্রোত। জ্যোতির্মঠে সেনা হাসপাতালে শুয়ে এমনটাই বললেন গোপাল জোশী। উত্তরাখণ্ডের চামোলীতে ভারত-চিন সীমান্তের শেষ গ্রাম মানা তুষারধসে বিধ্বস্ত শিবিরের ৫৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ছিলেন তিনিও। আজ চার জন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হওয়ার ফলে ওই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট জনে।

মানার কাছে 'বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন'-এর ওই শ্রমিক শিবিরে ছিলেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, পঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা ৫৫ জন শ্রমিক। তাঁদের ওই শ্রমিক শিবিরে নিয়োগ করেছিল একটি বেসরকারি সংস্থা।

চামোলীরই নারায়ণবাগার এলাকার বাসিন্দা গোপাল জোশী। গত কয়েক মাস ধরে মানায় একটি যন্ত্র চালানোর কাজ করছিলেন তিনি। রাস্তার পাশে কয়েকটি কন্টেনারে থাকছিলেন তাঁরা। সেনা হাসপাতালে শুয়ে বলছিলেন, "শুক্রবার ভোর ৬টার সময়ে কন্টেনার থেকে বাইরে আসতেই খুব জোরে শব্দ শুনলাম। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি তুষারের স্রোত নেমে আসছে। সঙ্গীদের সতর্ক করতে চেঁচিয়ে উঠলাম। তার পরেই শুরু করলাম ছুটতে। তখনই কয়েক ফুট বরফ জমে গিয়েছিল। তাই জোরে ছোটা যাচ্ছিল না। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের জওয়ানেরা আমাদের উদ্ধার করতে আসেন।"

জোশী ও তাঁর ২২ জন সহকর্মীকে সেনার হেলিকপ্টারে মানা থেকে জ্যোতির্মঠের সেনা হাসপাতালে আনা হয়। জোশীর বুকে ব্যথা আছে। মাথায় সামান্য চোট লেগেছে।

ওই হাসপাতালেই রয়েছেন হিমাচলপ্রদেশের বিপিন কুমার। প্রায় ১৫ মিনিট তুষারে আটকে ছিলেন তিনি। কুমারের বক্তব্য, "তুষারধস থামার পরে তুষারে বন্দি দশা থেকে মুক্তি পাই।"

আর এক শ্রমিক মনোজ ভাণ্ডারীর কথায়, "দেখলাম পর্বতশৃঙ্গ থেকে তুষারের পাহাড় নেমে আসছে। সকলকে সতর্ক করার জন্য চেঁচিয়ে লোডার যন্ত্রের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কয়েক ফুট তুষার জমে থাকায় মথুরার তিন জন শ্রমিক পালাতে পারলেন না।" পঞ্জাবের শ্রমিক জগবীর সিংহ আর তাঁর সঙ্গীরা বদ্রীনাথের দিকে পালিয়েছিলেন।

৫৫ জন শ্রমিকের একাংশ তুষারে চাপা পড়ার আগেই পালাতে পেরেছিলেন। আটকে পড়েন ২২ জন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশকেই উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী। পরে হাসপাতালে চার জনের মৃত্যু হয়।

এ দিন সকালেও চার নিখোঁজ শ্রমিকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল যৌথ বাহিনী। অভিযানে ব্যবহার করা হয় প্রশিক্ষিত কুকুরও। দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে জোশীমঠে পাঠানো হয়েছিল একটি বিশেষ যন্ত্র। ড্রোন থেকে সেই যন্ত্রটির মাধ্যমে চাপা পড়ে থাকা প্রাণী বা অন্য বস্তুর খোঁজ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ওই চার শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মহিন্দর পল ও হরমেশ চন্দ হিমাচলপ্রদেশ, জিতেন্দর সিংহ, মনজিৎ যাদব, অলোক যাদব ও অশোক পাসোয়ান উত্তরপ্রদেশ এবং অনিল কুমার ও অরবিন্দকুমার সিংহ উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা। বাহিনী জানিয়েছে, উদ্ধার শেষ হয়েছে। *সংবাদ সংস্থা*

## আনুগত্যের সুফল, রাষ্ট্রদ্রোহ থেকে মুক্ত হচ্ছেন শেলা রশিদ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**২ মার্চ:** এক কালে ছিলেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিবর্ষী ছাত্রনেত্রী। পরে নানা সময়ে বিজেপি, সঙ্ঘ এবং কাশ্মীরে মোতায়েন সেনাবাহিনীর নানা কাজকর্মের সমালোচনায় সমাজমাধ্যম তপ্ত করে রাখতেন। কাশ্মীরে সেনারা স্থানীয়দের ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশির নামে নির্যাতন চালাচ্ছে— এমন অভিযোগ করার পরে ২০১৯-এ প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী শেলা রশিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করে সরকার। সঙ্গে অভিযোগ করা হয়, শেলা কাশ্মীরে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চক্রান্ত করছেন। এর পর থেকে শেলাকে দেখা যায়, দিব্য বিজেপির সুরে গলা মেলাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা ও 'কাশ্মীরের উন্নয়নে তাঁর আগ্রহ' নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটার পর একটা পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে। অবশেষে সুফল পেলেন শেলা। তাঁর বিরুদ্ধে করা রাষ্ট্রদ্রোহ-সহ সব মামলা প্রত্যাহারের জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল দিল্লির উপরাজ্যপালের দফতর। সম্প্রতি আদালত সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে।

শেলা রশিদ

যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে শ্রীনগরে আন্দোলনের মুখ শেলা রশিদ দিল্লির জেএনইউ-এ ভর্তি হওয়ার পরে বামপন্থী সংগঠন এআইএসএ তাঁকে ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী করে। জয়ীও হন শেলা। এর সঙ্গে কনহাইয়া কুমার, উমর খলিদদের সঙ্গে জেএনইউ-এ সঙ্ঘের হিন্দুত্ববাদ-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অন্যতম মুখ ছিলেন কাশ্মীর কন্যা শেলা রশিদ। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পরে কনহাইয়া প্রথমে সিপিআই ও পরে কংগ্রেসে যোগ দেন। উমর খলিদকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় জেলে ভরে মোদী সরকার। চার বছরের উপরে তিনি বিনা বিচারে বন্দি। শেলার বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন দিল্লির উপরাজ্যপাল। সঙ্গে আরও কয়েকটি মামলাও করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু ও কাশ্মীরের উপর থেকে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর শেলা বিজেপি সরকারের এই কাজের সমর্থনে নামেন। কখনও কাশ্মীরে 'মোদীর জনপ্রিয়তা'-র কারণ ব্যাখ্যা করে প্রতিবেদন লেখেন, কখনও ভূস্বর্গের উন্নয়নে বিজেপি সরকারের আগ্রহ দেখে সমাজমাধ্যমে আহ্লাদ প্রকাশ করেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কাশ্মীর থেকে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন বলেও শোনা যায়। কিন্তু সম্ভবত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামি হওয়ার কারণেই তা আর হয়ে ওঠেনি।

সম্প্রতি দিল্লির মুখ্য নগর আদালতে উপরাজ্যপালের দফতর থেকে লিখিত আবেদন জানিয়ে বলা হয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে দিল্লি পুলিশ শেলা রশিদের উপর থেকে রাষ্ট্রদ্রোহ সমেত মামলাগুলি তুলে নিতে চায়। ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। তার পরে শেলার মামলাগুলি গুটিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন তিনি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওমর আবদুল্লাহ ন্যাশনাল কনফারেন্স একটা সময়ে শেলাকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখালেও তাঁর ভাবগতিক দেখে পিছিয়ে যায়। এখন মামলামুক্ত শেলাকে নিয়ে বিজেপি কাশ্মীরে কী খেলা খেলে, কৌতূহল সে দিকেই।

## ভোটার কার্ডে একই নম্বর

পৃঃ ১-এর পর

সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালবীয়ের দাবি, সচিত্র পরিচয়পত্রের উদাহরণ দিয়ে যে কারচুপির অভিযোগ মমতা করেছিলেন, কমিশন তা খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের যুক্তি, আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে হারের আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ভোটার তালিকায় কারচুপির 'মিথ্যে অভিযোগ' তুলেছিলেন। যাতে নির্বাচনী ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা নড়ে যায়। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, একই সংখ্যায় একাধিক ভোটার আইডি কার্ড থাকলেও সেখানে 'ভুয়ো' ভোটারের প্রশ্ন নেই। ভোটাররা শুধু নিজেদের নির্বাচনী কেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন।

কয়েক দিন আগে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের সভায় মমতা অভিযোগ তুলেছিলেন, রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় রাজ্যের ভোটারদের নামের জায়গায় হরিয়ানা, গুজরাত, পঞ্জাবের বাসিন্দাদের নাম ভোটার হিসেবে নথিবদ্ধ করা হচ্ছে। এর পিছনে বিজেপি, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার দিকে আঙুল তুলে মমতা দাবি করেছিলেন, বিজেপি ঠিক এই ভাবেই মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে বিরোধীদের হারিয়েছে। এর পরে গোটা রাজ্যে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ভোটার তালিকা ধরে সমীক্ষার (স্ক্রুটিনি) কর্মসূচিতে নেমেছেন। তৃণমূল নেত্রী উদাহরণ দিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদের মতো জেলার ভোটারের সঙ্গে হরিয়ানার হিসার জেলার ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্রের নম্বর মিলে যাচ্ছে। কমিশনের এই সচিত্র পরিচয়পত্র বা 'ইলেটকর'স ফোটো আইডেন্টিটি কার্ড'-এ দশ অঙ্কের অভিন্ন সংখ্যা থাকার কথা। একই নম্বর একাধিক ভোটার আইডি কার্ডে থাকার কথা নয়। কিন্তু একই সংখ্যা তিনটি ভোটার আইডি কার্ডে মিলেছে, এমনও রয়েছে। যার মধ্যে একটি কার্ড মুর্শিদাবাদের ভোটারের। অন্য কার্ডটি হরিয়ানার এক ভোটারের। কিন্তু সেই ভোটারের নামে মুর্শিদাবাদের ঠিকানার তৃতীয় একটি ভোটার কার্ডও রয়েছে!

কমিশন জানিয়েছে, এই বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে। কিছু ভোটারের আইডি কার্ডের নম্বর এক হতে পারে। তবে নাম, ধাম, বিধানসভা কেন্দ্র, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আলাদা হবে। ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর যা-ই হোক না কেন, ভোটারেরা শুধু নিজের কেন্দ্রে ভোট দিতে পারেন। কমিশনের যুক্তি, ভোটার তালিকা ব্যবস্থাপনার জন্য তারা এখন 'এরোনেট' নামের একটি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা তৈরি করেছে। তার আগে রাজ্যে রাজ্যে আলাদা আলাদা ভাবে, কোনও যান্ত্রিক নিয়ম না মেনে ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর দেওয়া হত। ফলে, কিছু রাজ্য একই সিরিজের সংখ্যা ব্যবহার করে থাকতে পারে। তাতে বিভিন্ন জায়গায় একই সংখ্যার ভোটার আইডি কার্ড বিলি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে এই বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভোটারদের আইডি কার্ডে ভিন্ন সংখ্যা থাকবে। কোথাও একই নম্বর থাকলে তা সংশোধন করা হবে।

কমিশন এই দাবি করলেও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, "আমরা ওদের কথায় বিশ্বাস বা নির্ভর করব না। দলনেত্রীর নির্দেশ মতো ভোটার তালিকার বুথভিত্তিক, ঠিকানাভিত্তিক স্ক্রুটিনি পুরোপুরি চলবে। কমিশনের দাবিতে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই। মহারাষ্ট্র, দিল্লির চক্রান্ত বাংলায় চলবে না। আমাদের কাজ প্রতি বুথে, প্রতি ঠিকানায় ভোটার তালিকা মিলিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।"

রাজ্যে অবশ্য 'ভুতুড়ে' ভোটার নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। বিজেপি এ দিন কমিশনের কাছে দাবি করেছে, রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বেআইনি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নাম সরানো হোক। আবার সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, "একই নম্বরে নাকি একাধিক ভোটার কার্ড আছে! পরিচয়পত্রের নম্বর তো আলাদা হওয়ার কথা। হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে, তার জবাবই কী হবে?" একই সঙ্গে তাঁর দাবি, "এক নম্বরে না হয় একাধিক ভোটার কার্ড থাকল। কিন্তু একই বাবার নামের পরিচয়ে ৫০ বা ৭০ জন ভোটার তালিকায় থাকতে পারে কি? এখানে চম্পাহাটি-সহ কিছু জায়গায় সে সবও আছে!"

## কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কন্যাকে হেনস্থার অভিযোগ

**জলগাঁও, ২ মার্চ:** একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পদযাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রক্ষা খাড়সের কন্যা-সহ বেশ কয়েক জন তরুণীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল সাত যুবকের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি পুণেয় বাস ডিপোর মধ্যে এক মহিলাকে ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল রাজ্যের পরিস্থিতি। এ দিন মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার কোঠালি গ্রামে খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কন্যার হেনস্থার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস যদিও বলেছেন, 'একটি দলের কিছু সদস্য এই কাণ্ড ঘটিয়েছে... এমন ঘটনা ক্ষমার অযোগ্য। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে'।

শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতি বছর জলগাঁওয়ে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রক্ষা খাড়সে রবিবার তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, গত শুক্রবারের পদযাত্রায় তাঁর কন্যার উদ্দেশে কটূক্তি করে এক দল যুবক। তাঁর কন্যার সঙ্গে থাকা বাকি তরুণীদের উদ্দেশেও কটূক্তি করে তারা। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ জন যুবক ওই যুবতীদের পিছু নেয়, নিরাপত্তা কর্মীদের ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ। ক্রমে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রবিবার মন্ত্রী গুজরাত থেকে নিজের বাড়ি ফিরলে তাঁর কন্যা এ কথা জানান। এ-ও বলেন, গত ২৪ ফেব্রুয়ারিও ওই যুবকের দল তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল অন্য একটি অনুষ্ঠানে। এর পরেই এ দিন রক্ষা ওই সাত যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন মুক্তাইনগর থানায়। ইতিমধ্যে এক জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে।

তবে এই ঘটনার জেরে ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্রে নারী নিরাপত্তা। ঘটনাটি নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। জনসমাবেশে যাতে নারী নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে, সে বিষয়ে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। মহারাষ্ট্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রী একনাথ খাসড়ে এ দিন বলেন, 'ওই যুবকদের বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ করা হয়েছিল।... মহারাষ্ট্রে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ বেড়েছে। আমি এ নিয়ে ডিএসপি এবং আইজির সঙ্গে কথা বলেছি। তবে তখনও থানায় আমাদের দু'ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পুলিশকেও ওই যুবকরা মারধর করেছে। ভাবুন কোন পর্যায় যেতে পারে এরা।' *সংবাদ সংস্থা*

## হরিয়ানায় কংগ্রেস নেত্রী খুনের তদন্তে সিট

**রোহতক, ২ মার্চ:** হরিয়ানায় কংগ্রেস নেত্রী হিমানী নরওয়াল খুনে বিশেষ তদন্তকারী দল(সিট) গঠিত হয়েছে। সাম্পলার ডেপুটি পুলিশ সুপার রজনীশ কুমার আজ এ কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, তদন্তে সাইবার সেল এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে হিমানীর মা সবিতার অভিযোগ, তাঁর মেয়ের খুনের সঙ্গে কংগ্রেসেরই কারও যোগ থাকতে পারে। কারণ, দলে হিমানীর উত্থান অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

শুক্রবার রোহতকের সাম্পলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে হাইওয়ের পাশে নীলরঙের ট্রলিব্যাগ থেকে হিমানীর দেহ উদ্ধার হয়। হিমানীর পরিবারের দাবি ওই ট্রলিব্যাগটি তাঁদেরই। বাড়ি থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল ব্যাগটি। বিজ্ঞানে স্নাতক এমবিএ করা এই কংগ্রেস নেত্রীর খুনের ঘটনায় হরিয়ানায় রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। সাম্পলার পুলিশ সুপার বলেছেন, "তদন্তে সিট গঠন করা হয়েছে। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সাইবার সেল এবং ফরেন্সিক বিভাগেরও। তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখা হবে। পরিবারের তরফে নির্দিষ্ট ভাবে কাউকে সন্দেহ করা হচ্ছে না। মৃতার মা ও ভাই দিল্লিতে থাকেন। উনি (হিমানী) একাই থাকতেন। আইন নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন।" ডেপুটি পুলিশ সুপারের দাবি, খুব শীঘ্রই এই মৃত্যু রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।

পুলিশের কাছে স্পষ্ট করে কারও বিরুদ্ধে কিছু না বললেও হিমানীর মা সবিতা মেয়ের খুনের পিছনে দলের কারও যুক্ত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। একটি সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, "নির্বাচন আর দলই ছিল আমার মেয়ের জীবন। তাঁর দ্রুত উত্থান দলের অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। দলের কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। সেই জন্য দলের মধ্যেই তার অনেক শত্রু তৈরি হয়েছিল। দলেরই কিছু লোক হিমানীর খুনে জড়িত থাকতে পারেন।" তিনি আরও জানিয়েছেন, হিমানী কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। গত ১০ বছর ধরে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কন্যার সঙ্গে শেষ বার কথা হয়েছিল তাঁর। তার পরদিনই ভূপিন্দ্রর সিংহ হুডার একটি জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। ওই দিন কন্যাকে ফোনও করেছিলেন। কিন্তু ফোন বন্ধ ছিল। সবিতা জানিয়েছেন, হুডা পরিবারের সঙ্গে বিশেষ করে ভূপিন্দর হুডার স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল হিমানীর। *সংবাদ সংস্থা*

## নাগপুরে এক মঞ্চে আসতে পারেন মোদী-ভাগবত

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ২ মার্চ:** প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় আরএসএসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত যাননি। দিল্লিতে আরএসএসের দফতর কেশবকুঞ্জ ঢেলে সাজানোর পরে তার উদ্বোধনে নরেন্দ্র মোদীকে দেখা যায়নি। তবে সম্প্রতি মরাঠি সাহিত্য সম্মেলনের মঞ্চে এত দিনের প্রথা ভেঙে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর রাজনীতির আঁতুড়ঘর আরএসএসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এ বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আরএসএসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত খোদ নাগপুরে এক মঞ্চে আসতে চলেছেন। সব ঠিক থাকলে তাঁরা একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতাও করবেন। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের গত ১১ বছরের সময়কালে এই প্রথম। গত ১১ বছরে নরেন্দ্র মোদী এক বারই রাতে নাগপুরে ছিলেন। গত লোকসভা ভোটের প্রচারের সময়ে। ৩০ মার্চ নাগপুরে আরএসএসের প্রাক্তন মাধব সদাশিব গোলওয়লকরের নামাঙ্কিত মাধব নেত্রালয়ের নতুন ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মোদী ও ভাগবত দু'জনেই হাজির থাকবেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস, নাগপুরের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করীরও অনুষ্ঠানে থাকার কথা।

এর আগে অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মোদী ও ভাগবত একসঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতেও ভাগবত হাজির ছিলেন। কিন্তু সেখানে শুধু প্রধানমন্ত্রী মোদীই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করেছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনে আরএসএসের নিষ্ক্রিয়তার ফলে বিজেপিকে খেসারত দিতে হয়েছিল। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা মন্তব্য করেছিলেন, বিজেপি এখন আরএসএসকে ছাড়াই চলতে পারে। ভোটের ফলে বিজেপির আসন কমে যাওয়ার পরে ভাগবত একাধিক বার পরোক্ষে বিজেপি নেতৃত্বের অহংবোধের দিকে আঙুল তুলেছেন।

তার পরে বিজেপি, আরএসএসের দূরত্ব মেটায় প্রথমে মহারাষ্ট্র, তারপরে হরিয়ানা ও দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আরএসএসকে প্রবল ভাবে সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে। আরএসএসের সক্রিয় ভূমিকা বিজেপিকে তিন রাজ্যেই জিততে সাহায্য করেছে। তার পরে মোদী ও ভাগবতের এক মঞ্চে আসাকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে গেরুয়া শিবির।

## মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় মজুরি কম

**নয়াদিল্লি, ২ মার্চ:** নীতি আয়োগের সদস্য অরবিন্দ বীরমানির দাবি, ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলেও, গত সাত বছরে ন্যায্য মজুরি মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের একটি সুযোগ রয়েছে। তাই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষাদান এবং প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা গুরুত্বপূর্ণ। রবিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "পিএলএফএস (পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে) তথ্য অনুসারে, গত সাত বছরে শ্রমিক-জনসংখ্যার অনুপাত স্পষ্টতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অর্থ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চাকরির সংখ্যা বাড়ছে। এতেও ওঠানামা রয়েছে, তবে প্রবণতা বলছে, চাকরি বাড়ছে। অতএব, এটা বলা ভুল যে, কর্মসংস্থান নেই। পিএলএফএস বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (জুলাই-জুন) অনুসারে, সমস্ত বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে কর্মী-জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৭-১৮ সালে ৩৪.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৪৩.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।" *সংবাদ সংস্থা*

গুজরাতের সোমনাথ মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। *পিটিআই*

## গুজরাত সফরে গিয়ে সোমনাথ দর্শন মোদীর

**আমদাবাদ, ২ মার্চ:** তিন দিনের গুজরাত সফরের গোড়ায় সোমনাথ মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঘুরে দেখলেন রিলায়্যান্স গোষ্ঠী পরিচালিত 'বনতারা' প্রাণী উদ্ধারকেন্দ্রও।

গত কাল তিন দিনের সফরে গুজরাতে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমনাথ মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের পরে সমাজমাধ্যমে তার ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের পরে আমি সোমনাথে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সোমনাথের জ্যোতির্লিঙ্গের স্থানই শীর্ষে। সব ভারতবাসীর উন্নতি ও সুস্বাস্থ্য চেয়ে প্রার্থনা জানিয়েছি। এই মন্দির দেশের চিরকালীন ঐতিহ্য ও সাহসিকতার প্রতিমূর্তি।" সোমনাথ মন্দিরের পরিচালক শ্রী সোমনাথ ট্রাস্টের বৈঠকেরও সভাপতিত্ব করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীই ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন।

রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রক অম্বানী পরিবারের সদস্য অনন্ত অম্বানীর 'বনতারা' প্রাণী উদ্ধারকেন্দ্রে যান মোদী। প্রায় ৩ হাজার একর জমি জুড়ে তৈরি ওই উদ্ধারকেন্দ্রে ৪৩টি প্রজাতির প্রাণী ও আধুনিক পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরে এশিয়ার সিংহের একমাত্র আশ্রয়স্থল গির অভয়ারণ্য পরিদর্শনে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সেখানে সিংহ সুমারির কথা ঘোষণা করার কথা তাঁর। পাশাপাশি 'জাতীয় বন্যপ্রাণ পর্ষদ'-এর বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পর্ষদে রয়েছেন সেনাপ্রধান, বিভিন্ন রাজ্য ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন রাজ্যের 'চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন' ও সচিবেরা। *সংবাদ সংস্থা*

## এক নজরে

### আকাশসীমা লঙ্ঘন

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লরিডায় মার আ লাগো রিসর্টের কাছে আকাশসীমা লঙ্ঘন করল তিনটি অসামরিক বিমান। আমেরিকান বায়ুসেনার এফ ১৬ যুদ্ধবিমান তাদের পথ আটকে ওই এলাকা থেকে বার করে দেয়। কেন ওই বিমানগুলি আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল তা স্পষ্ট নয়। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ট্রাম্পের রিসর্টের কাছে বেশ কয়েক বার আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে অসামরিক বিমান।

### সীমান্তে আরও সেনা

মেক্সিকো সীমান্তে অতিরিক্ত আরও প্রায় তিন হাজার সেনা মোতায়েন করল আমেরিকা। সঙ্গে রয়েছে সাঁজোয়া গাড়িও। ডোনাল্ড ট্রাম্প-প্রশাসনের দাবি, অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, ১৯৯০ থেকেই মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন, মাদক পাচার এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে আমেরিকার প্রশাসন।

### স্থিতিশীল পোপ

পোপ ফ্রান্সিসের আর ভেন্টিলেটর লাগছে না, অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানাল ভ্যাটিকান। সম্প্রতি ৮৮ বছরের পোপ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যাও হচ্ছিল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আপাতত পোপ বিপদমুক্ত। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে প্রতিনিয়ত নজর রাখা হচ্ছে।

### সরকারি ভাষা

ইংরেজিকে আমেরিকার সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার একটি নির্বাহী আদেশ জারি করে তিনি জানান, এটি বহুজাতিক অভিবাসনের মধ্যেও জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

# গাজ়ায় ত্রাণ ঢোকা বন্ধ করল ইজ়রায়েল

**গাজ়া সিটি, ২ মার্চ:** প্রথম দফার সাময়িক সংঘর্ষবিরতির সময়সীমা শেষ হয়েছে সদ্য গত কাল। আর আজ থেকেই গাজ়া ভূখণ্ডে যাবতীয় ত্রাণ ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দিল ইজ়রায়েল সরকার। উল্টে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকার হুমকি দিয়ে বলেছে, প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও সংঘর্ষবিরতি চুক্তি মেনে ইজ়রায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়া শুরু না করলে আরও 'মারাত্মক ফল' ভুগতে হবে গাজ়ার বাসিন্দাদের। তবে সেই 'ফল' ঠিক কী, তা তারা স্পষ্ট করেনি। হামাস নেতারা নেতানিয়াহু সরকারের এই হুমকি আর ত্রাণ বন্ধের সিদ্ধান্তকে যুদ্ধাপরাধ আখ্যা দিয়েছেন। সরকারি ভাবে দু'পক্ষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় দফার কোনও সংঘর্ষবিরতি চুক্তি কিন্তু হয়নি। তাই আগেভাগেই হামাসের উপর চাপ তৈরি করে রাখতে চাইছে ইজ়রায়েল।

রমজানের উপবাস শুরুর ঠিক মুখেই গাজ়া ভূখণ্ডে এ ভাবে মানবিক ত্রাণ ঢোকা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে আরব দেশগুলি। ইজ়রায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধে এত দিন ধরে মধ্যস্থতা করে আসা মিশরও ইজ়রায়েলের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। গত ১৯ জানুয়ারি থেকে প্রথম দফার সংঘর্ষবিরতি শুরু হয়েছিল। তার পর থেকে এত দিন গাজ়া ভূখণ্ডে ঠিকঠাক ত্রাণ ঢুকছিল। ইজ়রায়েল আবার সেই রাস্তা বন্ধ করায় মিশরীয় সরকারের মুখে ফের গাজ়ার মানুষদের না খাইয়ে মেরে ফেলার তত্ত্ব উঠে এসেছে।

ইজ়রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ রাখছে তাঁর সরকার। আর আমেরিকার নির্দেশ মেনেই যেন হামাস দ্বিতীয় দফায় বন্দি মুক্তি চালু রাখে, সে কথাও শোনা গিয়েছে নেতানিয়াহুর মুখে। ট্রাম্প প্রশাসনের কোনও মুখপাত্র অবশ্য এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় দফার সংঘর্ষবিরতি নিয়ে মুখ খোলেননি।

*সংবাদ সংস্থা*

# চাঁদে পৌঁছল 'জোনাকি'

**হিউস্টন, ২ মার্চ:** চাঁদের মুখের উপরে আলতো করে বসল পৃথিবী থেকে উড়ে যাওয়া 'জোনাকি'। উৎক্ষেপণের ৪৬ দিন পরে, ভারতীয় সময় আজ দুপুর ২টো নাগাদ চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল ভাবে অবতরণ করেছে 'ফায়ারফ্লাই অ্যারোস্পেস'-এর সওয়ারিবিহীন মহাকাশযান 'ব্লু গোস্ট'। চাঁদের মাটি ছোঁয়া দ্বিতীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক মহাকাশযান এটি।

চাঁদের যে দিক সব সময়ে পৃথিবীর মুখোমুখি থাকে, সেখানেই অবতরণ করেছে ৬.৬ ফুট লম্বা মহাকাশযানটি। নেমেই ছবিও পাঠিয়েছে। 'সি অব ক্রাইসিস' বা সঙ্কটের সাগর নামে চাঁদের যে বিরাট গহ্বর পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান, সেখানে আবিষ্কারের লক্ষ্য নিয়ে গিয়েছে মহাকাশযানটি। ব্লু গোস্ট আসলে এক ধরনের আমেরিকান জোনাকি পোকা। তারার মতো দপদপ করে নয়, নীল আলোয় অপলক জ্বলে সেগুলি। গত ১৫ জানুয়ারি ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্সের উৎক্ষেপণ যানে চেপে রওনা হয়েছিল টেক্সাস ভিত্তিক মহাকাশ সংস্থা 'ফায়ারফ্লাই'-এর ল্যান্ডার ব্লু গোস্ট। এই অভিযানে নাসা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও যুক্ত রয়েছে।
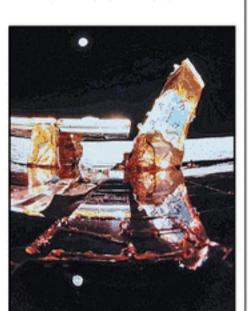
চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল ভাবে অবতরণ করার পরে সওয়ারিবিহীন মহাকাশযান 'ব্লু গোস্ট'। *পিটিআই*

চাঁদের মাটিতে প্রথম বেসরকারি বাণিজ্যিক মহাকাশযান অবতরণ করে গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি। গ্রিক পৌরাণিক চরিত্রের নামে নাম দেওয়া হয়েছিল সেটির— 'ওডিসিউস'।

*সংবাদ সংস্থা*

ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কি। রবিবার ব্রিটেনের নরফকের স্যান্ড্রিংহ্যাম এস্টেটে। *রয়টার্স*

# বৈঠকের ব্যর্থতার দায় জ়েলেনস্কির: আমেরিকা

**লন্ডন, ২ মার্চ:** ওভাল অফিসে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাদানুবাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে চর্চা চলছে। তার মধ্যেই জানা গেল, ওভাল অফিসে তাঁর আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কিকে আগেই সতর্ক করেছিলেন হোয়াইট হাউসের আধিকারিকেরা। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের আগেই জানানো হয়েছিল যে শুক্রবারের বৈঠকে মূলত খনিজ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে চান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অর্থনৈতিক অংশীদারির বিষয়টি পোক্ত হলে তার পরে ধাপে ধাপে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইউক্রেনের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে। তাঁদের মতে, জ়েলেনস্কি তা মানেননি। শুরুতেই তিনি আমেরিকান সাহায্য এবং যুদ্ধে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে তাঁর হতাশা জানিয়েছেন। ওই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। ফলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। জ়েলেনস্কিকে সেনেটরেরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, বৈঠকে ট্রাম্পের প্রশংসা করতে। সমঝোতার মনোভাব নিয়ে জ়েলেনস্কি যেন আলোচনায় বসেন, সে কথাও বলে দিয়েছিলেন তাঁরা। তা সত্ত্বেও বৈঠকে একরোখা মেজাজেই দেখা গিয়েছে জ়েলেনস্কিকে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা সেনেটর জেডি ভান্সের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি নিয়ে তরজায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। সে দিনের বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার দায় পুরোপুরি জ়েলেনস্কির উপরে চাপিয়েছে আমেরিকা।

এই পরিস্থিতিতে অবশ্য ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে ব্রিটেন, ফ্রান্স-সহ ইউরোপের বাকি দেশগুলি। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে শান্তি ফেরাতে কূটনীতির উপরে ভরসা রাখছে তারা। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়র স্টার্মার জানিয়েছেন, সংঘর্ষ-বিরতির জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে আজ লন্ডনে বৈঠক করেছেন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইউক্রেনের রাষ্ট্রনায়ক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা। বাকিংহাম প্রাসাদের অদূরে ঐতিহাসিক ল্যাঙ্কেস্টার হোটেলে আয়োজিত ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন ইউরোপের নানা দেশের ডজন খানেক প্রতিনিধি, নেটো এবং ইউরোপীয় কমিশনের সদস্যেরাও। স্টার্মার জানান, খুব তাড়াতাড়ি ওই প্রস্তাব আমেরিকার কাছে পেশ করা হবে। তাঁর মতে, ট্রাম্পও চান ইউক্রেনে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ফিরুক। সেই শান্তি বজায় রাখতে আমেরিকার সাহায্য অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি, শনিবারের একটি বৈঠকে ব্রিটেনের তরফে ইউক্রেনকে ২২৬ কোটি পাউন্ড ঋণ হিসেবে দেওয়ার কথা পাকা হয়েছে। কিভ সূত্রের খবর, শনিবার লন্ডনে পৌঁছে সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন জ়েলেনস্কি।

ইউক্রেনের হাত শক্ত করার পাশাপাশি ইউরোপের নিরাপত্তা নিয়ে স্টার্মার ইউরোপের দেশগুলিকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন। আজ বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ইউক্রেন, আমরা তোমার পাশে রয়েছি। তার জন্য যত দূর যেতে হয় যাব। ...ইউক্রেনের জন্য ভাল কিছু করতে আমাদের সকলকে এক জোট হতে হবে। ইউরোপের নিরাপত্তা তথা আমাদের যৌথ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে।" প্রসঙ্গত তাৎপর্যপূর্ণ, রবিবারের বৈঠকে ডাউনিং স্ট্রিটে এসেছিলেন ইটালির প্রধানমন্ত্রী তথা ট্রাম্প-বন্ধু বলে পরিচিত জর্জিয়া মেলোনি। যৌথ সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সেরে নেন। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি ঠিক করতে ইউরোপ-আমেরিকার মধ্যে একটি জরুরি বৈঠক ডাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সেখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মেলোনি।

*সংবাদ সংস্থা*

# কোটাবিরোধীদের জন্য এ বার ভর্তির কোটা বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন

**২ মার্চ:** মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার এবং অন্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য স্কুল-কলেজে ভর্তি এবং নিয়োগে কোটা ব্যবস্থা উচ্ছেদের দাবি জানিয়ে শুরু হয়েছিল ছাত্র আন্দোলন। সেই দাবি আদালত মেনে নেয়। কিন্তু এর পরে সরকার উচ্ছেদের দাবিতে পরিণত হয় সেই আন্দোলন। কোটা-বিরোধী আন্দোলনকারীদের জন্য এ বার স্কুল কলেজে ভর্তিতে কোটার সুবিধা ঘোষণা করল অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার নির্দেশ জারি করে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য যে ৫ শতাংশ কোটা রেখেছে, তার মধ্যে যুক্ত হবে 'জুলাই ২৪' আন্দোলনে হতাহতদের পরিবারের লোকেরাও।

বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের লোকেদের জন্য শংসাপত্র দেওয়া হয়, যা দেখিয়ে কোটার সুবিধা পাওয়া যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বলা হয়েছে কোটা-বিরোধী আন্দোলনে হতাহতদের তালিকা নিয়ে সরকারি যে গেজ়েট প্রকাশ করা হয়েছে, তার কপি দেখিয়ে ভর্তি হতে হবে তাঁদের পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের। তবে এই কোটার আসন যদি ভর্তি না-হয়, তবে মেধার ভিত্তিতে আসা ছাত্রছাত্রীদের তা দেওয়া হবে। প্রশ্ন উঠেছে, কোটায় ভর্তির বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে যারা সরকারে এসেছে, তারা এখন কি করে নিজেদের স্বজনদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করে?

এর মধ্যে আবার বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে বিএনপি-পন্থী প্রাক্তন আমলাদের সংগঠনের দফতরে শুক্রবার ভোর রাতে বোমা হামলা এবং তাতে এক জন নিহত ও এক জন আহত হওয়ার ঘটনার লুকোছাপা নিয়ে। পুলিশ, আইএসপিআর, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এই ঘটনার পর থেকে বেশ কয়েক বার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেও রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের একটি বহুতলের মধ্যে এই ঘটনার কথা প্রকাশই করেনি। বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে শনিবার দুপুরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের একটি বিবৃতি থেকে। বিএনপির মহাসচিব বলেন, বিসিএস কল্যাণ সমিতির ভবনে দুষ্কৃতীদের বোমা হামলা এবং তাতে এক জন নিহত ও এক জন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা নিন্দনীয়। এমন একটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি দাবি করেন ফখরুল।

কিন্তু রাতের দিকে দলের মহাসচিবের এই বিবৃতি খণ্ডন করে বিএনপি দফতর থেকে নতুন একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সহ-দফতর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপুর স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ভুল তথ্যের ভিত্তিতে মহাসচিব ওই বিবৃতি দিয়েছিলেন। ওখানে কোনও বোমা হামলা হয়নি, হয়েছে এসি বিস্ফোরণ।

এর পরে বিএনপি-অনুগত সাবেক প্রশাসনিক আধিকারিকদের সংগঠন বিসিএস কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি এ বি এম আব্দুস সাত্তারের স্বাক্ষর করা একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সাত্তার খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সচিব এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী প্রাক্তন অফিসার। তিনি লিখেছেন, নিউ ইস্কাটনের বিয়াম ফাউন্ডেশন ভবনে ৫০৪ থেকে ৫০৭ নম্বর কক্ষ মিলিয়ে তাঁদের দফতর। শুক্রবার ভোর সওয়া তিনটে নাগাদ ঘরের মধ্যে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়, যা নাশকতা। তাতে এক জন কর্মীর মৃত্যু হয়, যিনি রাতে সেই ঘরে শুয়েছিলেন। অগ্নিদগ্ধ হন আর এক জন ড্রাইভার।

বিবৃতিতে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সচিব জানিয়েছেন, এর পরে পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের তিনি জানান। তাঁরা ঘটনাস্থলে আসেন। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, চেক শার্ট পরা এক যুবক কোনও একটি জিনিস দু'হাতে নিয়ে রাত আড়াইটার সময়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে। এর কিছু ক্ষণ পরেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণটি হয়, যা থেকে তাঁরা নিঃসন্দেহ এটি নাশকতা।

## এক নজরে

### পূরণ হল না পদ

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের পরে এ বার ভারত পেট্রোলিয়ামের শীর্ষ পদেও যোগ্য ব্যক্তির খোঁজ পেতে ব্যর্থ হল কেন্দ্র। গত মাসে প্রায় এক ডজন ব্যক্তির ইন্টারভিউ নিয়েছিল পাবলিক এন্টারপ্রাইজ় সিলেকশন বোর্ড। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সংস্থার কয়েক জন ডিরেক্টর। কিন্তু কেউই চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদের যোগ্য নন বলে মত পর্যদের। কোনও এক বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও, নানা দিক পরিচালনার দিক দিয়ে খামতি থাকছে বলে মনে করা হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে পর্যদ।

### ভরসা পরিশ্রমেই

কাজের সময় কতক্ষণ হওয়া উচিত, এই বিতর্কে এ বার যোগ দিলেন ভারতের জি২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত। তাঁর বক্তব্য, ৪ লক্ষ কোটি ডলার থেকে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে ৩০ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হতে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তা সপ্তাহে ৮০ বা ৯০ ঘণ্টাও হতে পারে। বিনোদনের মাধ্যমে বা সিনেমার তারকার কথা অনুসরণ করে চললে সেটা সম্ভব নয়। অপচয় না করে সময়ের আগে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

### আদানির লগ্নি

আমেরিকার পরিকাঠামোয় লগ্নির পরিকল্পনা করছে আদানি গোষ্ঠী। সংবাদমাধ্যমের খবর, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে সে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লগ্নি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে তারা। যার মধ্যে রয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎ, পূর্বাঞ্চলে বন্দর তৈরি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, গত বছর আদানিদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি কর্তাদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ এনেছিল আমেরিকার বিচার বিভাগ। মামলা না মেটা পর্যন্ত লগ্নি পরিকল্পনা স্থগিত রাখার কথা জানায় সূত্র।

### মকুব চার্জ

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বাইরের সংস্থাকে যে কয়লা সরবরাহ করা হয়, তার ফিনান্সিয়াল কভারেজ চার্জ মকুব করছে কোল ইন্ডিয়া। ব্যবসার পরিবেশ সহজ করতে ও ক্রেতার ঝক্কি কমাতে এই সিদ্ধান্ত। রেলের মাধ্যমে কয়লা পাঠানো হলে ১০ দিনের সমান সরবরাহের দাম চার্জ হিসেবে নেয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি।

# লাগাতার পতনও উৎসাহ জোগাচ্ছে না বিনিয়োগে

অমিতাভ গুহ সরকার

লগ্নিকারীরা দিশাহারা। পড়েই চলেছে শেয়ার বাজার। সূচক কোন তলানিতে ঠেকার পরে ঘুরে দাঁড়াবে, তার হদিশ দিতে পারছেন না কেউ। আতঙ্কিত মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিকারীরাও। তার মধ্যেই গত শুক্রবার সেনসেক্স খুইয়েছে একলপ্তে ১৪১৪ পয়েন্ট। ৯ লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার সম্পদ মুছেছে লগ্নিকারীদের খাতা থেকে। সাধারণত বাজার পড়ার জন্য অনেকে অপেক্ষা করে থাকেন। পড়লেই লগ্নির ঝুলি নিয়ে ঝাঁপান। কিন্তু এখন সূচক এত নীচে নামা সত্ত্বেও বহু মানুষ নতুন করে শেয়ার কিনতে সাহস পাচ্ছেন না।

বিদেশি লগ্নি সংস্থা শেয়ার বেচে চলেছে। পতন ঠেকাতে পারছে না দেশীয় আর্থিক সংস্থার লগ্নিও। শুক্রবার বিদেশি লগ্নিকারীরা যখন ১১,৬৩৯ কোটি টাকার বেচেছে, তখন দেশীয়রা কিনেছে ১২,৩০৯ কোটির। আগের দিনগুলির মতোই পতন আটকায়নি তাতে। ফলে ছোট লগ্নিকারীরা পুঁজি ঢালতে সাহস পাচ্ছেন না। উল্টে লোকসান কমাতে অনেকে শেয়ার বিক্রি করছেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে পতন শুরু হলেও, ডিসেম্বর পর্যন্ত ফান্ডে লগ্নি তেমন কমেনি। কিন্তু এখন শেয়ার ভিত্তিক সিংহভাগ ফান্ডের ন্যাভ কমায় কী হবে বলা মুশকিল। যাঁরা শেয়ারে সরাসরি লগ্নি করেন না, তাঁদের অনেকেরও লোকসান হচ্ছে। এলআইসি-র মোটা টাকা খাটে শেয়ারে। পেনশন প্রকল্প এনপিএস ও প্রভিডেন্ট ফান্ডেরও একাংশ লগ্নি হয়। সেপ্টেম্বরের আগের দু'বছর এখান থেকে ভাল রিটার্ন এলেও, পরের পাঁচ মাসে তা অনেকটা চুপসে গিয়েছে।

গত এক মাস ধরে বাজার পড়ার প্রধান কারণ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বন্ধু বলেও যিনি ভারতের সমহারে ভারতীয় পণ্যে আমদানি শুল্ক বসানোর পক্ষপাতী।

### পতনের খতিয়ান

| তারিখ | সেনসেক্স |
|---|---|
| ২৬ সেপ্টেম্বর'২৪ | ৮৫,৮৩৬ |
| ৭ অক্টোবর | ৮১,০৫০ |
| ৩১ অক্টোবর | ৭৯,৩৮৯ |
| ৩১ ডিসেম্বর | ৭৮,১৩৯ |
| ২১ জানুয়ারি'২৫ | ৭৫,৮৩৮ |
| ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৭৪,৬০২ |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৭৩,১৯৮ |

**দুশ্চিন্তা**

- পাঁচ মাসে মোট পতন ১২,৬৩৮ পয়েন্ট।
- সেনসেক্স ধাক্কা খেয়েছে ১৪.৭২%।
- বিদেশি লগ্নি সংস্থাগুলি নাগাড়ে শেয়ার বেচছে। দেশীয় সংস্থার লগ্নিও পতন রুখতে পারছে না।

**কারণ**

- দেশের অর্থনীতিতে ঝিমুনি ভাব। ঢিমে চাহিদা।
- প্রত্যাশার তুলনায় খারাপ বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক ফল।
- আমেরিকার বাজারে বিদেশি পণ্যের উপর চড়া আমদানি শুল্ক বসানোর নীতির নেতিবাচক প্রভাব।
- ইল্ড বাড়ায় আমেরিকার বন্ড বাজার এবং চাঙ্গা ডলারে লগ্নি সরে যাওয়া।
- চিনের অর্থনীতি বেশি আকর্ষণীয় মনে হওয়ায় ভারতে শেয়ার বেচে বহু বিদেশি লগ্নি সংস্থার সে দেশের বাজারে বিনিয়োগ।
- ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামের তলিয়ে যাওয়া।

কানাডা, মেক্সিকো ও চিনা পণ্যে তা বসিয়েওছেন। চালু হবে কয়েক দিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে এর পাল্টা পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও এসেছে। অন্য দিকে আবার আমেরিকার নীতিকে অনুসরণ করে ইউরোপের কিছু দেশ শুল্ক বাড়ানোর কথা ভাবছে। অর্থাৎ বিশ্ব জুড়ে শুল্ক যুদ্ধের আবহ। প্রমাদ গুনছে ভারতীয় রফতানি শিল্প। ট্রাম্পের শুল্ক নীতি উন্মুক্ত অর্থনীতির উপরে বড় আঘাত। জল কত দূর গড়াবে বোঝা যাচ্ছে না। তাই অনেকে শেয়ার থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। অনিশ্চয়তা যুঝতে সোনা কেনা বাড়ছে। সেই চাহিদা ঠেলে তুলছে তার দাম। এনএসডিএল-এর মতো বেশ কিছু সংস্থার বাজারে নতুন শেয়ার ছাড়ার দিন পিছোচ্ছে।

পাঁচ মাসে নিফটি পড়েছে ১৪ শতাংশের বেশি। ১৯৯৬-এ জুলাই-নভেম্বরে নেমেছিল ২৬%। ১৯৯৮-এর মে-অগস্টে ২৬.৪৪%। ২০০৮-এর সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে বিশ্ব মন্দার কবলে পড়ে ধস ৩৬.৮০%। বড় পতন হয় কোভিডেও (২০২০)। সূচক প্রতিবার পতন কাটিয়ে উঠেছে, সেটাই ভরসা। তবে খবরগুলিও লগ্নিকারীকে উৎসাহী করছে না। অক্টোবর-ডিসেম্বরে দেশের জিডিপি বেড়েছে ৬.২%। আগের তিন মাসে ছিল ৫.৬%। ফেব্রুয়ারিতে জিএসটি আদায় ৯.১% বেড়ে ছুঁয়েছে ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকলে এপ্রিলে ফের সুদ কমতে পারে দেশে। লগ্নিকারীর এখন তাই অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই।

*(মতামত ব্যক্তিগত)*

# ট্রাম্পের নজর এ বার কাঠ, তামা, ডিজিটাল পরিষেবায়

**নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২ মার্চ:** ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের পরে এ বার কাঠে, মূলত গাছের গুঁড়িতে শুল্ক বসানোর কথা খতিয়ে দেখছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ইতিমধ্যেই কানাডার কাঠের উপরে শুল্ক বসানো রয়েছে। এ বার সব দেশের ক্ষেত্রেই তা বসলে ধাক্কা খেতে পারে আসবাব, রান্নাঘরের ক্যাবিনেটের মতো পণ্যের আমদানি। কত হারে তাতে শুল্ক বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে, প্রশাসন স্পষ্ট না করলেও ট্রাম্প এর আগে জানিয়েছিলেন গুঁড়িতে ২৫% শুল্ক চাপাতে চান তিনি। পাশাপাশি, বৈদ্যুতিক গাড়ি-সহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত তামা আমদানিতে শুল্ক ছাড়াও নিজের দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ডিজিটাল পরিষেবাতেও কর বসাতে আগ্রহী ট্রাম্প। এতে সমস্যায় পড়তে পারে ভারত, ফ্রান্স, ব্রিটেন-সহ একাধিক দেশ।

এ দিকে, ভারত-সহ নানা দেশের পণ্যে এপ্রিল থেকে পাল্টা শুল্ক বসানোর হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। এই অবস্থায় আমেরিকার পণ্য শুল্ক কমানো হবে কি না, তা খতিয়ে দেখছে অর্থ মন্ত্রক। উপদেষ্টা জিটিআরআই-এর মতে, ভারতের আমদানি শুল্ক যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম মেনেই বসানো, সেটা ট্রাম্প প্রশাসনকে কেন্দ্রের বোঝানো দরকার। পাশাপাশি, ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তির সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা ফের স্পষ্ট করেছে তারা। এক সরকারি কর্তা অবশ্য জানাচ্ছেন, চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য সোমবার ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকায় গিয়ে তার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

*সংবাদ সংস্থা*

# সরল ১.১২ লক্ষ কোটির বিদেশি পুঁজি

**নয়াদিল্লি, ২ মার্চ:** বছরের প্রথম মাসে, অর্থাৎ জানুয়ারিতে ভারতে বিদেশি লগ্নি সংস্থাগুলি বিক্রি করেছিল ৭৮,০২৭ কোটি টাকার শেয়ার। ফেব্রুয়ারিতে সেই প্রবণতা বহাল রেখে ওই সব সংস্থা তুলে নিল আরও ৩৪,৫৭৪ কোটি। ফলে সব মিলিয়ে ২০২৫-এর মাত্র দু'মাসেই প্রায় ১.১২ লক্ষ কোটির পুঁজি হারাল দেশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং মধ্যে কর্পোরেট সংস্থাগুলির আয় কমায় অর্থনীতির ঝিমুনি নিয়ে উদ্বেগ— এই জোড়া কারণে বিদেশি লগ্নিকারীরা সতর্ক। মূলত এই সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি এ বছরে এর মধ্যেই ৬ শতাংশের বেশি ফেলে দিয়েছে সেনসেক্সকে। তাদের লগ্নি তোলার অন্যতম কারণ হিসেবে আমেরিকার ঋণপত্রের বাজারে বাড়তে থাকা ইল্ড এবং চাঙ্গা ডলারকেও চিহ্নিত করছেন সকলে।

এ দিকে, গত সপ্তাহে বাজারে নথিভুক্ত দেশের প্রথম সারির ১০টি সংস্থার মধ্যে আটটিরই বাজারদর কমেছে। যার অঙ্ক ৩,০৯,২৪৪.৫৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাথা নামিয়েছে টিসিএসের দর। প্রায় ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে শেয়ারমূল্যের নিরিখে প্রথম ১০টি সংস্থার মধ্যে তিনে নেমেছে তারা। এই সময়ে একমাত্র বেড়েছে এইচডিএফসি এবং বজাজ ফিনান্সের দর।

*সংবাদ সংস্থা*





# মূল্যবৃদ্ধির থেকে পিছিয়ে বেতন, উদ্বিগ্ন নীতি সদস্য

**নয়াদিল্লি, ২ মার্চ:** কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি, ভাল মানের কাজ তৈরির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্তন মুখ্য অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু, রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন-সহ অনেকে। এ বার নীতি আয়োগের সদস্য অরবিন্দ ভিরমানির উদ্বেগ, স্থায়ী চাকরিতে বেতন বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। রোজগার বৃদ্ধির সেই গতি নিশ্চিত করতে গেলে কর্মীদের দক্ষতায় জোর দিতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক অনেক। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, সব শ্রেণির মানুষকে আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করতে কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই জরুরি। কিন্তু দেশে চাহিদার উন্নতি ঘটিয়ে আর্থিক বৃদ্ধিকে ঠেলে তুলতে একই সঙ্গে দরকার ভাল মানের চাকরি এবং ভাল অঙ্কের রোজগার। যা অন্তত মূল্যবৃদ্ধির দৈত্যকে পরাজিত করতে পারবে। কিন্তু খোদ সরকারের উপদেষ্টা সংস্থার সদস্যের সেই সংক্রান্ত উদ্বেগ আরও বেশি চিন্তার।

আজ এক সাক্ষাৎকারে ভিরমানি বলেন, "কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, কর্মী ও জনসংখ্যার অনুপাতের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সমস্যা পাকা চাকরি নিয়ে। এই ক্ষেত্রে গত সাত বছরে মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে প্রকৃত বেতন বাড়েনি।" তাঁর ব্যাখ্যা, কর্মীদের দক্ষতা বাড়লে উৎপাদনও বাড়ে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে রোজগার। অথচ এখানে বড় খামতি রয়ে গিয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

*সংবাদ সংস্থা*

ভিতরে: বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশের বাড়তি বাহিনী ৯ মেট্রোয় বিপুল খরচে ব্যাটারি কেনা নিয়ে প্রশ্ন অন্দরেই ৯

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতা
কলকাতা সোমবার ৩ মার্চ ২০২৫

০৩.০৩.১৯৭৪
রামকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিদর্শনে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি গোপালস্বরূপ পাঠক।

# মেয়েকে অন্যত্র রেখে আসার সিদ্ধান্তেই কি চরম পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রথমে মেয়ের গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছিল। এর পরে সেই দড়িতেই এমন ভাবে নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়েছিলেন স্বজন, যাতে দু'জনেরই মৃত্যু নিশ্চিত হয়। এক জনের দেহের ভারে অন্য জনের দেহ মাটি থেকে উপরের দিকে উঠে যায়। বেহালার হো চি মিন সরণি থেকে উদ্ধার হওয়া বাবা এবং মেয়ের মৃতদেহের ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কারও যুক্ত থাকার প্রমাণ রবিবার রাত পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক ভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল, সেই ব্যাপারে কিছু স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি পুলিশ।

বেহালার হো চি মিন সরণির একটি দোতলা বাড়ির নীচের তলার ঘর থেকে শুক্রবার রাতে স্বজন দাস নামে এক ব্যক্তি এবং সৃজা দাস নামে এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘরের সিলিংয়ের লোহার হুকের সঙ্গে একই নাইলনের দড়িতে ঝুলছিল দেহ দু'টি। পরে জানা যায়, ৫৩ বছরের স্বজন, ২৩ বছরের সৃজার বাবা। মৃতের পরিবার সূত্রে এর পরে সামনে আসে, তরুণী অটিস্টিক ছিলেন। তার জন্য চিন্তায় থাকতেন স্বজন। একাধিক জায়গায় মেয়েকে চিকিৎসার জন্যও নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পরে মেয়ের কী হবে, সেই নিয়ে সম্প্রতি স্বজন অবসাদেও ভুগতে শুরু করেন বলে মৃতের পরিবার এবং বন্ধুদের সূত্রে জানা গিয়েছে। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে এর পরে পুলিশ জানতে পারে, শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনেরই। ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকেরা পুলিশকে জানিয়েছেন, গলার দাগ এবং আরও কিছু জিনিস দেখে তাঁদের ধারণা, দড়ি জাতীয় কিছু পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ থেকে পুলিশ এক রকম নিশ্চিত, মেয়ের এবং নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়েছিলেন স্বজনই।

এ দিন মৃতের পরিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালীতলা এলাকার বাড়িতে পারলৌকিক কাজ সেরেছে। পুলিশ জেনেছে, জলি দাসের সঙ্গে ২৫ বছরের বৈবাহিক জীবন স্বজনের। বিয়ের দু'বছরের মাথায় প্রথম সন্তান সৃজার জন্মের পরে তাঁরা বুঝতে পারেন, সে অটিস্টিক। এর পর থেকেই মেয়ের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া শুরু করেন দম্পতি। এক আত্মীয় পুলিশকে জানিয়েছেন, এত বছরে একাধিক জায়গায় মেয়েকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসকদের দেখিয়েছেন ওই দম্পতি। মেয়েকে তাঁরা থেরাপির ক্লাসেও দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই ন'বছর আগে পুত্রসন্তান হয় দম্পতির। সেই সন্তানকে নিয়ে এর পরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন জলি। এক আত্মীয় পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, "ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত জলি। স্বজনের প্রাণ ছিল মেয়ে। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু বিবাদও হয়। এক বার মেয়ে মাকে কামড়াতে যাওয়ায় অশান্তি চরমে ওঠে। মেয়েকে অন্যত্র কোথাও রেখে আসা যায় কিনা, সেই নিয়ে পরিবারে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কিন্তু স্বজন মেয়েকে কাছছাড়া করতে চায়নি।"

আগে একটি সংস্থায় চাকরি করলেও সেই কাজ ছেড়ে লকডাউনের পর থেকে নিজের চিমনি, জল শোধন যন্ত্র সারানোর ব্যবসা শুরু করেন স্বজন। সেই জন্যই তিনি বেহালার হো চি মিন সরণির ঘরটি ভাড়ায় নেন।

আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের সূত্রে পুলিশ জেনেছে, দিন কয়েক আগেই স্বজনের এক শ্যালকের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকা সেই মহিলাকে চিকিৎসার জন্য ভেলোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে মেয়েকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে ভেলোরে গিয়েছিলেন স্বজনও। কিন্তু ফিরে এসে মৃত্যু হয় সেই শ্যালকের স্ত্রীর। গত বৃহস্পতিবারই সেই মহিলার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ছিল।

স্বজনের স্ত্রী জলি বলেন, "বৌদির মৃত্যুর পরে আরও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল স্বজন। বলতে শুরু করে, বৌদি বাঁচল না, আমাদের মেয়েরও কিছু লাভ হবে না। কিন্তু তার জন্য এই পথ বেছে নেবে ভাবিনি।" জলির আরও বক্তব্য, "মেয়েকে নিয়েই সর্বক্ষণ ভাবত স্বজন। ছেলের সব দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিল। সামলাতে না পেরে কখনও কিছু গোলমাল হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই ভাবে সব শেষ করে দিয়ে চলে যাবে, ভাবিনি।" পুলিশ সমস্ত বক্তব্যই খতিয়ে দেখছে।

# মেয়েকে খুন করে বিষ খান মা, সন্দেহ পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা

মধ্যমগ্রামে মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন মা। বারাসত পুলিশ জেলা সূত্রের খবর, ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, সংসারে চরম আর্থিক অসচ্ছলতা থেকেই ওই বধূ এমন চরম পথ বেছে নিয়েছেন।

গত শুক্রবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া শৈলেশনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে প্রিয়াঙ্কা রায় ওরফে মধুমিতা (২৫) এবং তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে প্রশংসার দেহ উদ্ধার হয়। ওই ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট, ব্লিচিং পাউডার, অ্যাসিডের বোতল-সহ কেরোসিন তেলের জার উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

ঘটনার শুরু থেকেই তদন্তকারীরা মনে করছিলেন, মেয়েকে খুন করে প্রিয়াঙ্কা আত্মঘাতী হয়েছেন। কারণ, পাঁচ বছরের কোনও শিশুর পক্ষে আত্মঘাতী হওয়া সম্ভব নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল পুলিশ। তার উপরে সুইসাইড নোটে কাউকে মৃত্যুর জন্য দায়ী না করা হলেও, স্বামীকে প্রিয়াঙ্কা যে মেসেজ করেছিলেন তাতে লেখা ছিল, "সকালের দিকে তোমায় যা বলেছি, সেটা কাউকে বোলো না।"

এতেও সন্দেহ হয় পুলিশের। তারা প্রিয়াঙ্কার স্বামীর সঙ্গে কথাও বলে। কিন্তু দম্পত্য কলহকে কেন্দ্র করে কিছু ঘটতে পারে, তেমন কোনও সূত্র এখনও পর্যন্ত পায়নি পুলিশ।

তদন্তকারীরা জানান, ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পাঁচ বছরের প্রশংসাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। আর প্রিয়াঙ্কার মৃত্যু হয়েছে বিষক্রিয়ায়। কিন্তু কী ধরনের বিষক্রিয়া, তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে জানা যায়নি বলেই পুলিশ সূত্রের খবর।

ঘটনার রাতে ঘরের খাটের উপরে পড়েছিল মেয়ে প্রশংসা। আর মা প্রিয়াঙ্কার দেহ পড়েছিল রান্নাঘরের সামনের মেঝেতে। তদন্তকারীরা জানান, প্রিয়াঙ্কার স্বামী প্রসেনজিৎ স্থানীয় একটি পিস বোর্ডের কারখানায় চাকরি করেন। ওই দম্পতির সংসারে অনটন লেগে ছিল। পুলিশের ধারণা, তার জেরেই সম্ভবত এমন কিছু ঘটেছে, যা ওই বধূকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু কী ঘটল, সেটাই এখন জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা জানান, প্রিয়াঙ্কার স্বামী তথা পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বিশদে কথা বলা হবে। ঘটনার আকস্মিকতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি প্রিয়াঙ্কার পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

সমূলে: পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের একটি বিপজ্জনক বাড়ির প্রবেশপথের উপরেই গজিয়েছে গাছ। ছবি: স্বাতী চক্রবর্তী

# প্রহৃত উপ পুরপ্রধান, গুলি করে খুনের 'হুমকি'

নিজস্ব সংবাদদাতা

দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে তৃণমূল উপ-পুরপ্রধানকে হেনস্থার পাশাপাশি, গুলি করে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। শনিবার রাতে খড়দহের ওই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীর। ঘটনার পরেই রহড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার। যদিও রবিবার রাত পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের সহকারী নগরপাল (ঘোলা) তনয় চট্টোপাধ্যায় এ দিন বলেন, "ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।" পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রহড়ার কল্যাণনগর বটতলায় দলীয় কার্যালয়ে প্রতিদিন সকালে ও রাতে এসে বসেন সায়ন। তিনি জানাচ্ছেন, ভোটার তালিকার কাজ সেরে শনিবার রাত ১১টা নাগাদ কার্যালয়ের সামনে বসেছিলেন। সেখানে দলীয় কয়েক জন কর্মীর সঙ্গে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করা নিয়ে আলোচনা চলছিল।

অভিযোগ, আচমকা তিনটি বাইকে চেপে ৭-৮ জন দুষ্কৃতী সেখানে আসে। বাইক থেকে নেমে হেমন্ত মণ্ডল, পেঁয়াজ ছোটকা-সহ আরও কয়েক জন দুষ্কৃতী সায়নের নাম করে গালিগালাজ শুরু করে। সায়ন ও অন্যেরা প্রতিবাদ করতেই তাঁকে ধাক্কা মারে ওই দুষ্কৃতীরা। তখন দু'তরফে বচসা বেধে যায়। এর পরেই সায়নকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে ওই দুষ্কৃতীরা চলে যায়।

বিরোধীরা এই ঘটনাকে শাসকদলের গোষ্ঠী-কোন্দল বলে কটাক্ষ করে দাবি করেছে, ফুটেজে যাদের দেখা গিয়েছে, তারা সকলেই তৃণমূলকর্মী। তবে পেশায় শিক্ষক সায়নের দাবি, "এরা সকলেই দুষ্কৃতী। প্রয়াত বিধায়ক কাজল সিংহের উপরেও কয়েক বছর আগে এরাই হামলা করেছিল। এ বার অকারণে আমার উপরে চড়াও হল।"

খড়দহের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কোনও অন্যায় কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। কেউ তা করলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।"

# বিধি সরল হলেও সংস্কারের লোক নেই, বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে মিটছে না সমস্যা

মেহবুব কাদের চৌধুরী

বিধির সরলীকরণ তো হল, কিন্তু সংস্কারের কাজ করবে কে? শহরের বিপজ্জনক বাড়িগুলি ঘিরে এই প্রশ্নই এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে!

বিপজ্জনক বাড়ি সংস্কারের পুর আইন সংশোধন করা হয়েছে আগেই। সেই সমস্ত বাড়িতে থাকা ভাড়াটেদের 'বাসিন্দা শংসাপত্র' প্রদান করেছে পুরসভা। বছর দেড়েক আগে ভেঙে পড়া, উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটেদের হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু বাসিন্দা শংসাপত্র ভাড়াটেদের হাতে তুলে দেওয়া হলেও মালিক বেপাত্তা হওয়ায় বিপজ্জনক বাড়িটির সংস্কার করা যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি পুরসভার বাজেট অধিবেশনে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পুরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহা। তাঁর প্রশ্ন, "বিপজ্জনক বাড়ির মালিক সংস্কারে এগিয়ে না এলে ভাড়াটেদের বাসিন্দা শংসাপত্র দিয়ে কী লাভ?" যদিও ইলোরার প্রশ্নের উত্তরে সমাধানের কোনও পথ দেখাতে পারেননি মেয়র।

২০২৩ সালের ১৬ অগস্ট রাতে ৬৫বি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের ঠিকানায় একটি বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ায় মারা যান স্বামী-স্ত্রী। আবার ২০১৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ওই বাড়িটির কাছেই ৪২ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে আর একটি বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়ে একই পরিবারের দুই বধূর মৃত্যু হয়েছিল। প্রসঙ্গত, শতাব্দীপ্রাচীন এই সমস্ত বিপজ্জনক বাড়িতে ভাড়াটেরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের দ্বন্দ্বে বহু বাড়িতেই সংস্কারের কাজ হয় না। কেন সংস্কার হচ্ছে না, এই প্রশ্নের উত্তরে বাড়িওয়ালারা ভাড়াটেদের দিকে আঙুল তোলেন। আবার ভাড়াটেদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বাড়িওয়ালাদের দোষারোপ করেন। ফলে, বিপজ্জনক বাড়িগুলি আদতে মৃত্যুকূপ হয়ে থেকে যায়। বিপদ জেনেও তাতে বসবাস করে চলেন ভাড়াটেরা। অনেক ভাড়াটের আবার বক্তব্য, সংস্কারের কাজ শুরু হলেও তাঁরা অন্যত্র যেতে চান না। কারণ, সংস্কার-পর্ব শেষ হলে আবার ওই বাড়িতে তাঁরা যে ফিরতে পারবেন, সেই নিশ্চয়তা কে দেবে?

এই সমস্যার সমাধানে পুরসভা ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক বাড়ির সংস্কারের ক্ষেত্রে নিয়মের সরলীকরণ করেছে। ১৯৮০ সালের কলকাতা পুরসভা আইনের ৪১২-এ ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ বাড়িতে বসবাস করা ভাড়াটেদের বাসিন্দা শংসাপত্র প্রদান করেছে পুরসভা। যাতে বাড়ির সংস্কার-পর্ব মেটার পরে পুনরায় সেখানে এসে থাকতে পারেন তাঁরা।

সম্প্রতি পুরসভার বাজেট অধিবেশনে ইলোরা বলেন, "আমার ওয়ার্ডে একাধিক বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। পুরসভা ভাড়াটেদের বাসিন্দা শংসাপত্র দিচ্ছে। অথচ, বাড়ির সংস্কার যাঁরা করবেন, সেই মালিকেরাই বেপাত্তা। এ বিষয়ে পুরসভা আইন প্রণয়ন করে বিপজ্জনক বাড়ি দখল করে সংস্কারের কথা ভাবতে পারে।" ইলোরার এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র সাফ জানিয়ে দেন, বেসরকারি মালিকানাধীন কোনও বিপজ্জনক বাড়ি দখল করার অধিকার পুরসভার নেই।

সম্প্রতি ৬৫বি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বিপজ্জনক বাড়িটি ঘুরে দেখা গেল, চার দিক আগাছায় ভর্তি। যে কোনও মুহূর্তে পুরো বাড়িটাই ভেঙে পড়তে পারে। ২০২৩ সালের ১৬ অগস্টের সেই দুর্ঘটনার পরে বেশির ভাগ ভাড়াটেই অন্যত্র থাকেন। আবার পাশের ৪২ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের অংশত ভেঙে পড়া বিপজ্জনক বাড়িটির কাছে গিয়ে দেখা গেল, সেটির দশা ভয়াবহ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বৃষ্টির জমা জলে মশার প্রকোপ বাড়ছে। পরিত্যক্ত বাড়িটিতে বিষাক্ত কীটপতঙ্গ থাকার আশঙ্কাও রয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে বিপজ্জনক বাড়িগুলি নিয়ে সমস্যার সমাধান কী ভাবে হবে? মেয়রের জবাব, "কোনও বাড়ি বেশি রকম বিপজ্জনক হয়ে পড়লে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব।"

# এক নজরে

## মারধরের নালিশ নিউ ব্যারাকপুরে

জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এ বার জমির মালকিনের ছেলেকে মারধরের অভিযোগ উঠল। ওই যুবককে বাঁচাতে গিয়ে মালকিনের পরিবারের সদস্যেরাও আক্রান্ত হন। শনিবার রাতে, নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রবিবার নিউ ব্যারাকপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্তেরা। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, পুষ্পা হালদার নামে এক মহিলা অভিযোগে জানিয়েছিলেন, তাঁর জমি দখল করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর আরও অভিযোগ ছিল, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। শনিবার রাতে পুষ্পার ছেলে শ্রীকান্তকে ডেকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে প্রহৃত হন পুষ্পার পরিবারের অন্য সদস্যেরা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

## অস্বাভাবিক মৃত্যু

ঘর থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে রিজেন্ট পার্ক থানার পূর্ব পুঁটিয়ারি এলাকায়। মৃতের নাম রাহুল গুরুং (২৩)। ওই দিন সন্ধ্যায় ঘরের ভিতরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। রাহুলকে উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

## পড়ে জখম যাত্রী

বাস থেকে নামার সময়ে পড়ে গিয়ে আহত হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকায়। তবে আহত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। এ দিন সকালে বাবুঘাট-সাপুরজি রুটের একটি বেসরকারি বাসে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ।

## কমিটির পুনর্গঠন

নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা রবিবার পুনর্গঠিত হল। এ দিন সাউথ সিটি কলেজে সর্বসম্মত ভাবে কমিটির পদাধিকারীরা নির্বাচিত হয়েছেন। নিউ আলিপুর কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ ষড়ঙ্গী সভাপতি, আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ মানস কবি সম্পাদক, রিষড়া বিধানচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ রমেশ কর সহ-সভাপতি হয়েছেন। হেরম্বচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষা নবনীতা চক্রবর্তী সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। শিরাকোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমীরণ মণ্ডল হয়েছেন কোষাধ্যক্ষ। নব নির্বাচিত সম্পাদক মানস বলেন, "এ দিনের সম্মেলনে উপস্থিত সব সদস্য শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং ওয়েবকুপার সম্মেলনে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপরে কয়েক জন ছাত্রের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন।"

# ব্রেলের হাত ধরে র‍্যালিতে গাড়ি 'চালালেন' দৃষ্টিহীনরাও

দৃষ্টিহীনদের গাড়ি চালানোর প্রতিযোগিতায়। রবিবার, পার্ক স্ট্রিটে। *নিজস্ব চিত্র*

আর্যভট্ট খান

কী ভাবে পৌঁছতে হবে শেষ প্রান্তে, তার ইঙ্গিত দেওয়া আছে ব্রেলে। দৃষ্টিহীনেরা ব্রেলের মাধ্যমে তা পড়ে চালককে নির্দেশ দেবেন, কোন পথে চলবে গাড়ি। আর সেই নির্দেশ মেনেই গাড়ি চালাবেন চালকেরা। এ ভাবে চালিয়ে যে গাড়ি আগে দৌড় শেষ করবে, সেটিই প্রতিযোগিতায় প্রথম হবে। তবে প্রতিযোগিতায় জিতে পুরস্কার অবশ্য পাবেন সেই দৃষ্টিহীন প্রতিযোগী, যিনি গাড়িচালককে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রবিবারের সকালে পার্ক স্ট্রিটে দৃষ্টিহীনদের জন্য এই ভিন্টেজ গাড়ির র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করলেন ১৮ জন দৃষ্টিহীন। তাঁরা হয়তো চালকের আসনে বসে স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখেননি, তবে চালকের পাশে বসে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সেই কাজটিও খুব সহজ ছিল না।

দৃষ্টিহীনদের জন্য এই ভিন্টেজ গাড়ির র‍্যালিতে দ্বিতীয় হয়েছে কিশোরী তিয়াসা বসু। তিয়াসার মা তৃষা সাহা বলেন, "ওদের এই র‍্যালিটা শুরু হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেলের কাছ থেকে। শেষ হয়েছে পার্ক স্ট্রিটেই। এর মধ্যে ওকে শহরের ছ'টি জায়গা ছুঁয়ে যেতে হয়েছে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মহাকরণ, জিপিও, সেন্ট লরেন্স স্কুল, বালিগঞ্জের বিড়লা মন্দির এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। তবে এই জায়গাগুলির নাম সরাসরি ব্রেলে লেখা ছিল না, তার ইঙ্গিত দেওয়া ছিল। আমার মেয়ে প্রতিটা জায়গার নির্দেশ চালককে সাবলীল ভাবে দিতে পেরেছে। এ রকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে ও খুব খুশি।" ব্যারাকপুরের বাসিন্দা তিয়াসা একটি বিশেষ স্কুলের পাশাপাশি পড়ে সাধারণ স্কুলেও।

প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার জগদীশপুরের ছাত্রী অহনা চক্রবর্তী। সে এ বার মাধ্যমিক দিয়েছে। অহনা বলে, "জায়গাগুলির নাম সরাসরি লেখা ছিল না। তবে তাদের ইতিহাসের কিছু টুকরো কথা লেখা ছিল। যেমন, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কথা বলতে গিয়ে সেটির বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ব্রেলে লেখা ছিল। যেমন, ওই বাড়িটি কত সালে তৈরি হয়েছে, কী কারণে তৈরি করা হয়েছিল, কারা, কোথায় তৈরি করেছে ইত্যাদি। এই সব তথ্য ব্রেলে পড়ে আমায় বুঝতে হয়েছে যে, আমায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতে হবে। আমি যদি সেটা বুঝতেই না পারি, তা হলে কিন্তু গাড়ি নিয়ে সেখানে যেতে পারব না। যেমন, সেন্ট লরেন্স স্কুলের ইতিহাস আমার খুব ভাল জানা ছিল না। তাই প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না যে, আমাকে ওই স্কুলে যেতে হবে। পরে বুঝে গিয়ে চালককে সেন্ট লরেন্স স্কুলে যেতে নির্দেশ দিই।"

এই প্রতিযোগিতার অন্যতম আয়োজক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, "এই ভিন্টেজ গাড়ির র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী ১৮ জনের মধ্যে কয়েক জন ছিল, যারা এ বার মাধ্যমিক দিয়েছে। ব্রেলের মাধ্যমে ম্যাপ দেখে, প্রতিটি জায়গার ইতিহাস পড়ে, এই প্রতিযোগিতা শেষ করেছে প্রত্যেকেই। সবাইকে অভিনন্দন। এমন ধরনের প্রতিযোগিতা ওদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।"

# বিমান উদ্ধারের মহড়া হাওড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্ঘটনার মতো পরিস্থিতিতে বিমান অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা নিয়ে দু'দিনের বিশেষ মহড়া সম্প্রতি হয়ে গেল হাওড়ায়। উদ্যোক্তা ছিল এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধীনস্থ কলকাতার রেসকিউ কোঅর্ডিনেশন সেন্টার। মহড়ার জন্য উলুবেড়িয়ার কাছে কৃত্রিম দুর্ঘটনাস্থল তৈরি করে ব্যারাকপুর থেকে একটি হেলিকপ্টার পাঠানো হয় ওই বিমান অনুসন্ধানের জন্য। দু'দিনের এই মহড়ায় এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল ছাড়াও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিকেরা যোগ দিয়েছিলেন।

# পর পর আক্রান্ত প্রবীণেরা, বদলির ডিউটিতে নিরাপত্তা দেবেন কে

নীলোৎপল বিশ্বাস

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিশানা হচ্ছেন প্রবীণেরা। কোথাও নিয়মিত বাড়িতে যাতায়াত থাকা কাউকে দিয়ে দরজা খুলিয়ে, কোথাও আবার গ্রিল কেটে ঢুকে পড়ছে ডাকাতের দল। এর পরে কখনও হাত-পা বেঁধে রেখে, কখনও বা শয্যাশায়ী প্রবীণের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে করা হয়েছে লুটপাট। শহরে একের পর এক এমন ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সাধারণ নাগরিকদের চিন্তা আরও বেড়েছে, কারণ বহু ক্ষেত্রেই অপরাধীদের ধরতে নাজেহাল হয়েছে পুলিশ। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, এ শহরে কি নিরাপত্তা দিন দিন কমে যাচ্ছে? প্রবীণদের নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে মাঝেমধ্যেই নানা নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও কেন প্রবীণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, উঠছে সেই প্রশ্নও।

এই পরিস্থিতিতে পুলিশের অন্দরের দায় ঠেলাঠেলির কাহিনিই সামনে আসছে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে একা থাকা বৃদ্ধার বাড়িতে ঢুকে লুটের ঘটনার পরে পুলিশের শীর্ষ স্তর থেকে নতুন করে প্রবীণদের জন্য তৈরি কার্যবিধি (এসওপি) মনে করানো হয়েছে। যা নিয়ে উত্তর কলকাতার একটি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার বলছেন, "মাঝেমধ্যেই থানায় অফিসার বদল হচ্ছে। প্রতিটি থানায় এক জন করে অতিরিক্ত সাব-ইনস্পেক্টর এবং তাঁর অধীনে দু'জন করে হোমগার্ড বা সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে নোডাল অফিসারদের একটি দল তৈরি করা হয়। কিন্তু কে, কবে বদলি হয়ে যাবেন, কেউ জানেন না। নতুন অফিসার এসে কাজের দায়িত্ব বুঝে নিতে নিতে দেখা যায়, তাঁরও বদলির নির্দেশ এসে গিয়েছে।" মধ্য কলকাতার একটি থানার এক অফিসার আবার বললেন, "চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, প্রবীণদের জন্য থাকা থানার নোডাল অফিসার বদলি হয়ে গিয়েছেন দু'বছর আগে। নতুন কাউকে কার্যভার বোঝানো হয়নি।" একই পরিস্থিতির কথা জানাচ্ছেন সম্প্রতি দমদমে আক্রান্ত বৃদ্ধা। তাঁর দাবি, "লকডাউনে পুলিশ সাহায্য করতে এসেছিল ঠিকই। কিন্তু তার আগে বা পরে পুলিশের কেউই কখনও আসেননি।"

এই পরিস্থিতিতে সামনে আসছে প্রবীণদের জন্য তৈরি, কলকাতা পুলিশের 'প্রণাম' প্রকল্পের 'মেডিক্যাল প্রিভিলেজ কার্ড' এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ার প্রসঙ্গও। ২০২৩ সালে প্রণামের সদস্যদের জন্য পুলিশের 'মেডিক্যাল প্রিভিলেজ কার্ড' দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, এই কার্ডে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করলেই পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট প্রবীণের অসুস্থতা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য। থানা থেকে পুলিশকর্মীরা গিয়ে প্রণামের সদস্যদের সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করে তাঁদের পুরনো সব প্রেসক্রিপশন জোগাড় করবেন। কেন্দ্রীয় ভাবে সেগুলি আপলোড করা থাকবে। প্রবীণেরা যাতে আরও দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। একাধিক হাসপাতাল এবং ওষুধ বিপণির সঙ্গেও চুক্তি করার কথা বলা হয়েছিল পুলিশের তরফে। এতে নির্দিষ্ট কিছু ছাড় প্রবীণেরা পাবেন এবং প্রয়োজনের সময়ে তাঁদের জন্য কার্ড দেখে গ্রিন করিডর করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, দু'বছর পেরিয়ে গেলেও প্রণামের সদস্যদের কেউই এই কার্ড পাননি। প্রণাম প্রকল্পের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে দেখা গেল, কার্ড সম্পর্কে তাঁদেরও স্পষ্ট ধারণা নেই। ফোনে এক পুলিশকর্মী বললেন, "স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করুন, কার্ড কিছু থাকলে তাঁরাই বলতে পারবেন!"

রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা, প্রণামের এক সদস্য বললেন, "কার্ডের আশ্বাস তো শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু কেউ এসে কোনও তথ্য জানতে চাননি।" টালিগঞ্জের বাসিন্দা আর এক প্রবীণের বক্তব্য, "প্রেসক্রিপশন নেওয়া তো দূর, শব্দ-তাণ্ডবের কথা জানাতে ফোন করলেও থানা থেকে সাহায্য মেলে না।" পুলিশেরই একাংশের দাবি, বহু ক্ষেত্রে কার্ড তৈরি করার মতো প্রকল্প কর্তাদের ইচ্ছার উপরেও নির্ভর করে। যে পদস্থ কর্তা এমন কার্ডের কথা ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো বদলি হয়ে গিয়েছেন। ফলে, কার্ডের ভাবনাচিন্তাও বন্ধ। ভূপেন বসু অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দা এক বৃদ্ধা বললেন, "ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ফিরতেও এখন ভয় করে। যদি সমস্তটা লুট করে নিয়ে যায়! যদি বেঘোরে প্রাণ যায়!"

কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা বললেন, "ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই। প্রবীণদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।" প্রণামের ৮১ হাজার নিরাপদ সদস্য নিশ্চিন্তেই রয়েছেন— এমন দাবি করে লালবাজারের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, "আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনও নেই। সব ক্ষেত্রেই কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে।"

সত্যিই কি নিশ্চিন্তে রয়েছেন প্রবীণেরা? বাস্তব অভিজ্ঞতা যদিও অন্য কথাই বলছে।

# আজ

## বিবিধ

**গীতা আর্ট গ্যালারি (পি-১৭৭, সিআইটি রোড, স্কিম ৭এম):** ৩—৭-৩০। 'সিম্ফনি অব নেচার'। বাদল পালের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **গ্যাঞ্জেস আর্ট গ্যালারি:** ১১-৭টা (রবিবার বাদে)। 'ইনস্ক্রাইবড ইমেজিং'। অনির্বাণ ঘোষের কাজ। **চিত্রকূট আর্ট গ্যালারি (৫৫, গড়িয়াহাট রোড, প্রেসিডেন্সি কোর্ট):** ২-৬টা। নিখিল বিশ্বাসের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা:** ১২-৮টা। সুব্রতকুমার দাসের তোলা ছবির প্রদর্শনী। আয়োজনে ফোটোগ্রাফি চর্চা। **রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (এন্টালি):** ৫-৩০। 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য' প্রসঙ্গে চিত্রলেখা বসু। **রবীন্দ্র চর্চা ভবন (কালীঘাট পার্ক):** ৬টা। শর্মিষ্ঠা সাহা স্মারক বক্তৃতা। 'শান্তিনিকেতনের কারুশিল্প: রুচির নির্মাণ' প্রসঙ্গে শ্রীলা বসু। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার: শিবানন্দ হল।** ৫টা। 'মননে সঙ্গীত' প্রসঙ্গে দীপক ঘোষ। থাকবেন স্বামী সুপর্ণানন্দ। আয়োজনে কলকাতা আর্ট লাভার্স অর্গানাইজেশন।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

## এক নজরে

### শ্রবণ সমস্যা নিয়ে পদযাত্রা

দেশে প্রতি বছর ১.১৭ লক্ষ শিশুর জন্মগত ভাবে শ্রবণ অক্ষমতা থাকে। কিন্তু সময় মতো চিকিৎসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। তা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আজ, ৩ মার্চ 'বিশ্ব শ্রবণ দিবস'-এর আগের দিন রাসবিহারী মোড় থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত সচেতনতা যাত্রা করল 'স্পিচ অ্যান্ড হিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র কলকাতা শাখা। রবিবারের এই পদযাত্রায় চিকিৎসকদের পাশাপাশি অংশ নেন কথা বলা এবং কানে শোনার সমস্যায় আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিজনেরা। ছিলেন সমস্যা কাটিয়ে ওঠা বাচ্চা ও তাদের বাবা-মায়েরাও। সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক মহম্মদ শাহিদুল আরেফিন বলেন, "উন্নত দেশগুলিতে ৯৮ শতাংশ নবজাতকের হিয়ারিং স্ক্রিনিং হয়। এই দেশে সেই হার ৫-১৫ শতাংশের মধ্যে।" দীর্ঘক্ষণ হেডফোন ব্যবহারের ফলেও শ্রবণ-সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এ দিন সতর্ক করেন চিকিৎসকেরা।

### শেষ হল সম্মেলন

নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে ৩২তম রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস শেষ হল রবিবার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষি, চিকিৎসা, জৈব প্রযুক্তি, দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মতো ১২টি ক্ষেত্রে সেরা বিজ্ঞান ভাবনার জন্য কৃতীদের পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতায় বিভিন্ন মাপকাঠিতে রাজ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তৃতা দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্লান চক্রবর্তী।

### উদ্যোগী রেল

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে শহরতলির ট্রেনে দৈনিক সফর করেন প্রায় ১৮ লক্ষ যাত্রী। বিভিন্ন সময়ে ব্যস্ত শাখায় যাত্রী ছাড়াও স্থানীয়দের একাংশের লাইন পারাপারের প্রবণতায় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা বাড়ছে। এই বিপত্তি এড়াতে রেললাইনের দু'পাশে দখলদার হটানোর অভিযান চালানোর পাশাপাশি লাইন পারাপার নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারে নেমেছে রেল। রেললাইনের দু'পাশে রক্ষী মোতায়েন করে নজরদারি বাড়ানো ছাড়াও লাইন পারাপারের ক্ষেত্রে আন্ডারপাস, লেভেল ক্রসিং এবং ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে।

### অস্ত্র-সহ ধৃত ২

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল সোনারপুর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ওয়ান শটার বন্দুক ও তিন রাউন্ড কার্তুজ। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে আব্দুল হাকিম মোল্লা ও আদিত্য দাস নামে ওই দু'জনকে সোনারপুর-ভাঙড় সীমানা লাগোয়া প্রসাদপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আব্দুল কুখ্যাত দুষ্কৃতী। তার বিরুদ্ধে খুন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই-সহ একাধিক মামলা রয়েছে। তাকে দীর্ঘদিন ধরেই খুঁজছিল পুলিশ।

### চুরির নালিশ, ধৃত

চোরাই মাল-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে, চন্দনেশ্বর থানা এলাকা থেকে। ধৃতের নাম পরাণ সর্দার। বাড়ি ওই থানা এলাকার সর্দারপাড়ায়। তার কাছ থেকে দু'টি চোরাই অ্যাসবেস্টস উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে চন্দনেশ্বর বাজার থেকে কিছুটা দূরে একটি ইমারতি দ্রব্যের দোকানের সামনে থেকে ২২টি অ্যাসবেস্টস চুরি যায়। ওই রাতেই দুষ্কৃতীরা একটি মোবাইল শোরুমের শাটার ভাঙারও চেষ্টা করে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ দু'জনকে চিহ্নিত করে। গ্রেফতার হয় পরাণ। তাকে জেরা করে অন্য অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

### ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

রেললাইন পেরোতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম সুমিত্রা বিশ্বাস (৫৮)। বাড়ি মছলন্দপুরের উলুডাঙা এলাকায়। রবিবার সকালে মছলন্দপুর ও সংহতি স্টেশনের মাঝে বনগাঁ থেকে বারাসতগামী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় সুমিত্রার। বনগাঁ রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

# বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশের বাড়তি বাহিনী

**শিবাজী দে সরকার**

রাজ্য পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা ডিএমজি ইউনিটের সংখ্যা বাড়ল। ভবানী ভবন সূত্রের খবর, বর্তমানে ডিএমজির সাতটি ইউনিট রয়েছে। যা বেড়ে হয়েছে চোদ্দো। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নতুন প্রতিটি ইউনিটে ৪০ জন সদস্য থাকবে। তাঁদের মধ্যে ৩৬ জন কনস্টেবল, বাকি চার জন অফিসার। নির্দেশ মেনে পরেই ওই ইউনিটগুলি কিছু জেলায় কাজ শুরু করেছে।

ভবানী ভবন সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ন থেকে বাছাই করা কর্মী নিয়ে তৈরি হয়েছে ডিএমজি ইউনিট। বর্তমানে রাজ্য সশস্ত্র বাহিনীর ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এবং ১৩ ব্যাটেলিয়নের অধীনে রয়েছে ডিএমজির সাতটি ইউনিট। রাজ্যের কোথাও প্রয়োজন হলে এডিজি (আইন শৃঙ্খলা) কিংবা ডিআইজি (সশস্ত্র)-র নির্দেশে ওই ইউনিট উদ্ধারকাজ চালাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেত। তবে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন বিপর্যয়ের ঘটনা সাতটি ব্যাটেলিয়নের ডিএমজির পক্ষে সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না বলে দাবি উঠছিল।

এর আগে রাজ্য পুলিশের তরফে পৃথক ডিএমজি ব্যাটেলিয়ন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। সূত্রের দাবি, সেই ঘাটতি মেটাতে এ বার রাজ্য পুলিশের কর্তারা আরও সাতটি ব্যাটেলিয়নে ওই নতুন ডিএমজি ইউনিট তৈরি করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে, রাজ্য সশস্ত্র বাহিনীর ১, ২, ৩ এবং ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। এ ছাড়া নতুন গঠিত জঙ্গলমহল, নারায়ণী এবং গোর্খা ব্যাটেলিয়নেও ওই ডিএমজি ইউনিট তৈরি হয়েছে। এর ফলে রাজ্য পুলিশের সব ব্যাটেলিয়নেই থাকছে ডিএমজি ইউনিট। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ওই ব্যাটেলিয়নের দফতর হওয়ায় কোথাও বিপর্যয় ঘটলে দ্রুত সেখানে ডিএমজি বাহিনী পৌঁছে যেতে পারবে বলে দাবি করেছেন পুলিশের কর্তাদের একাংশ।

রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, নতুন গঠিত এক একটি ডিএমজি ইউনিটে ৪০ জন সদস্য থাকছেন। প্রতিটি স্কোয়াড পাঁচটি বিশেষ দল নিয়ে গঠিত। কোনও দল ডুবে যাওয়ার তল্লাশি করবে, আবার কেউ বহুতল বা উঁচু জায়গায় আটকে পড়লে তাদের উদ্ধার কাজ চালাবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাটেলিয়ন থেকেই নতুন ডিএমজি ইউনিটের জন্য ৪০ জন পুলিশকর্মীকে বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এক পুলিশ অফিসার জানান, ওই ৪০ জনকে বেছে নেওয়ার পর তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সবটাই করা হবে ডিআইজি-র (সশস্ত্র) নির্দেশে। উল্লেখ্য, বর্তমানে যে সব ব্যাটেলিয়নে ডিএমজি ইউনিট রয়েছে, তার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০। তাঁদের মধ্যে ৭০ জন পুলিশ কনস্টেবল। বাকিরা অফিসার।

**প্রস্তুতি:** শুরু হয়েছে রমজান মাস। প্রথম দিনের ইফতারের জন্য থালা সাজানো হচ্ছে টিপু সুলতান মসজিদে। রবিবার। ছবি: *সুমন বল্লভ*

# মেট্রোয় ট্রেন চালাতে বিপুল খরচে ব্যাটারি কেনা নিয়ে প্রশ্ন অন্দরেই

**ফিরোজ ইসলাম**

গ্রিড বিপর্যয়ের মতো বড় ধরনের বিপত্তির ক্ষেত্রে মেট্রোর সুড়ঙ্গে কোথাও ট্রেন আটকে পড়লে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি থেকে বিদ্যুতের জোগান দিয়ে ওই রেক নিকটবর্তী স্টেশনে টেনে আনার ব্যবস্থা চালু করতে চলেছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বহু কোটি টাকা খরচ করে ওই ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বি ই এস এস) বসানো হচ্ছে বলে মেট্রো সূত্রের খবর। লিথিয়াম আয়ন ফসফেট ব্যাটারি থেকে পাওয়া বিদ্যুৎকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইনভার্টারের মাধ্যমে পরিবর্তিত করে মেট্রোর থার্ড রেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে ওই ব্যবস্থায়। ওই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ট্রেনকে স্টেশনে টেনে আনা সম্ভব, বলে মেট্রো কর্তাদের দাবি। ভারতের মধ্যে ওই ব্যবস্থা কলকাতা মেট্রোয় প্রথম চালু করা হচ্ছে বলে কর্তারা দাবি করলেও কলকাতা মেট্রোর প্রাক্তন এবং বর্তমান কর্তাদের একাংশ ওই খাতে বিপুল খরচের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তাইওয়ানের একটি সংস্থার কাছ থেকে আগামী মার্চের মধ্যে ব্যাটারি আনা ছাড়াও ওই সংস্থার দেশীয় অংশীদারের কাছ থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইনভার্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে বলে খবর। আগামী মে মাসের মধ্যে ওই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে বলে মেট্রো সূত্রের খবর। ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্স কেমিস্ট্রি সেলের সমন্বয়ে (আধুনিক রাসায়নিক কোষ) তৈরি ওই ব্যাবস্থার আওতায় কলকাতা মেট্রোয় ১ মেগাওয়াট করে বিদ্যুতের জোগান দিতে সমর্থ এমন সাতটি ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম বসানো হবে বলে খবর। পুরো প্রকল্পে ৪৫ থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

মেট্রোর প্রাক্তন এবং বর্তমান আধিকারিকদের একাংশের মতে, শেষ বার সারা দেশে গ্রিড বিপর্যয় হয়েছিল ২০১২ সালের ৩০ জুলাই। তার আগে উত্তর ভারতে ২০০১ সালে গ্রিড বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে। শেষ বার গ্রিড বিপর্যয়ের সময়ে সি ই এস সি তাদের বজবজ কেন্দ্রকে গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলকাতা মেট্রোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ন রেখেছিল। যার ফলে বড় বিপত্তি ঘটেনি। মেট্রো আধিকারিকদের দাবি, এখন প্রযুক্তি যে ভাবে উন্নত হয়েছে, তাতে গ্রিড বিপর্যয়ের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা কার্যত নেই বললেই চলে। মেট্রোয় সাধারণ বিপর্যয়ের জেরে কোনও সাবস্টেশন বিকল হলে তারও বিকল্প ব্যবস্থা খুব দ্রুত করা যায়। পার্শ্ববর্তী সাবস্টেশন থেকে বিদ্যুতের জোগান দিয়ে অনায়াসে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায়। ফলে বিপুল খরচ করে ওই ব্যাটারি কেনার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

তাঁদের বক্তব্য, যদি কোনও কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎবাহী থার্ড রেলে সমস্যা দেখা দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে ব্যাটারি ব্যবহার করেও থার্ড রেলে বিদ্যুৎ পাঠানো যাবে না। ফলে ওই যন্ত্র কেনার পরেও সমস্যার আশঙ্কা থেকেই যাবে, দাবি তাঁদের। প্রযুক্তির বিচারে দেশের মধ্যে এগিয়ে থাকা অন্য একাধিক মেট্রোকে বাদ দিয়ে কলকাতা মেট্রোকেই ওই সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য কেন বেছে নেওয়া হচ্ছে, সে প্রশ্নও তুলেছেন আধিকারিকদের একাংশ।

মেট্রো সূত্রের খবর, ওই ব্যাটারির আয়ু ১৪ বছর। দেশে শেষ বার গ্রিড বিপর্যয় ঘটেছে ১৩ বছর আগে। যে বিপত্তির আশঙ্কা নিতান্তই কম, তার জন্য এই ভাবে আগেভাগে বিপুল বিনিয়োগ করে ব্যাটারি কেনার সার্থকতা কোথায়, সেই প্রশ্নও তুলেছেন আধিকারিকেরা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ঘটনার ক্ষেত্রে সুড়ঙ্গে বায়ু চলাচল ছাড়াও সুড়ঙ্গের ছাদে বসানো এগজ়স্ট পাখা চালানোর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে ওই ব্যবস্থা। ব্যাটারিচালিত সরবরাহ বজায় থাকলে, মেট্রোর লাইনে বিদ্যুতের সরবরাহ কোনও অবস্থাতেই একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে নেমে আসবে না। উপরন্তু, অতিরিক্ত চাহিদার সময়ে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুতের জোগান দিয়ে ঘাটতি মেটানো যাবে। তাতে বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।

যদিও আধিকারিকদের অন্য অংশের দাবি, বহু স্টেশনেই এখন বিপুল খরচ করে ওই সব যন্ত্র সচল রাখার জন্য জেনারেটর বসানো হচ্ছে। তা ছাড়াও, প্রযুক্তিগত ভাবে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুতের সাশ্রয় হয় না। ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য যতটা বিদ্যুৎ খরচ হয়, তার কিছুটা কমই সেখান থেকে ফেরত পাওয়া যায়।

# ‘মাটি মাফিয়াদের’ বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শাসনে

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

বেআইনি ভাবে ভেড়ির জমি থেকে মাটি কাটার অভিযোগে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। রবিবার সকালে বেলিয়াঘাটা-রাজারহাট রোডের শাসন থানার ব্যাকের মোড় এলাকায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিক্ষোভ-অবরোধে দলীয় পতাকা নিয়ে সামিল হন স্থানীয় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও। যদিও তৃণমূলেরই কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে মাটি কাটা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। তবে সেই দাবি মানতে চাননি অভিযুক্তেরা। বিক্ষোভে সামিল তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের দাবি, এর মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল নেই, স্থানীয় মানুষের স্বার্থেই এই আন্দোলন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, শাসন থানা এলাকার মুদিয়া ১ ও ২ মৌজার প্রায় ৩০ বিঘা ভেড়ির বর্গা ও পাট্টার মালিকদের না জানিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করছেন ভেড়ি লিজ় নিয়ে মাছ চাষ করা ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, ‘মাটি-মাফিয়ারা’ ভেড়ির পাশাপাশি, পাশের চাষের জমি থেকেও মাটি কেটে নিচ্ছে অনুমতি ছাড়াই। জমির মালিকদের দাবি, বহু বার নিষেধ করলেও কেউ কথা শোনেননি। মাটি কাটা রুখতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে গেলেও কাজ হয়নি। এর পরে এ দিন ঘণ্টাখানেক পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। শাসন থানার পুলিশ গিয়ে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিলে অবশেষে অবরোধ ওঠে।

বিক্ষোভকারী বাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘‘আমরা মাটি না কাটার জন্য বোর্ড বসিয়েছিলাম। মারধর করে বোর্ড তুলে ফেলে দেওয়া হয়। তারই প্রতিবাদে অবরোধ করেছি। মাটি-মাফিয়ারা তৃণমূল করে বলে অবৈধ ভাবে মাটি কাটছে।’’ তবে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা মণিরুল ইসলাম বলেন, ‘‘জমিমালিকদের আপদে-বিপদে আমরাই পাশে দাঁড়াই। ওঁদের অমতে ওঁদের জমি থেকে মাটি কাটা বেআইনি। তা রুখতেই পাশে দাঁড়িয়েছি।’’

বিক্ষোভকারীদের দাবি, শাসন এলাকার মহিউদ্দিন আলি-সহ কয়েক জন মাটি কেটে বিক্রি করছেন, জমি মালিকদের মারধর করছেন। মহিউদ্দিন অবশ্য বলেন, ‘‘ভিত্তিহীন অভিযোগ। মাছ চাষের জন্য জমি তৈরি করতে কাদা মাটি তোলা হচ্ছে। ভেড়িতে ঢুকে মাছ চুরি ও তোলাবাজি আটকানো হয়েছে। তাই কিছু লোক ব্যবসার ক্ষতি করতে পথে নেমেছে। দলের নেতৃত্বকে ওদের বিষয়ে জানাব।’’

# দুষ্কৃতী-তাণ্ডবে অতিষ্ঠ শালিমার স্টেশন চত্বর, আতঙ্ক

**দেবাশিস দাশ**

প্রকাশ্যেই দোকান খুলে বিক্রি হচ্ছে মাদক। রাত নামলে দুষ্কৃতী ও মাদকাসক্তদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দাবি মতো টাকা না দিলেই চলছে মারধর, ভাঙচুর। আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় অভিযুক্তেরা প্রকাশ্যেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। হাওড়ার শালিমার স্টেশন চত্বর ঘিরে এমনই অভিযোগ উঠছে।

শালিমার স্টেশনের ৫ নম্বর গেটে পার্কিং থেকে বেপরোয়া তোলাবাজি, গোলমাল নিয়ে খবরে তোলপাড় হয়েছে গোটা এলাকা। রেলের আরপিএফ বা হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর ঘোষণা করলেও কাজ হয়নি। কারণ, ৫ নম্বর গেটের উল্টো দিকে, শালিমারের ২ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় এ বার শুরু হয়েছে দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডব। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাতে ওই এলাকা দিয়ে লোক চলাচল করা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কিত দোকানিরা তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিচ্ছেন। সম্প্রতি কয়েকটি চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ।

এলাকার এক দোকানদার বলেন, ‘‘৩১ জানুয়ারি আমার দোকানে ১৫-২০ জন ছেলে এসে বাবাকে মারধর করে। ভয় দেখিয়ে যায়, দোকান না বন্ধ করলে ফল ভাল হবে না। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তেরা কেউ গ্রেফতার হয়নি। উল্টে তারা শাসাচ্ছে।’’ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, স্থানীয় একটি স্কুলের সামনে থেকে স্টেশনের ২ নম্বর গেট পর্যন্ত প্রায় আধ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নানা অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি হলেও পুলিশ কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনেদুপুরে স্টেশনের ২ নম্বর গেটের সামনে বিক্রি হয় গাঁজা, মদ। এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের পাশের দোকানে মিলছে নেশা করার ট্যাবলেটও। স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতীর পাশাপাশি চুনাভাটি, বকুলতলা এলাকা থেকে আসা দুষ্কৃতীরাও সন্ধ্যা হলেই এলাকায় জড়ো হচ্ছে। তারাই ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের উত্ত্যক্ত করছে বলে অভিযোগ।এলাকার এক বাসিন্দা বসুন্ধরা রাও বলেন, ‘‘১৫-২০ জন দুষ্কৃতী এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশকে বার বার বলেও সুরাহা হয়নি। এ বার আমাদের বাড়িঘর বিক্রি করে চলে যেতে হবে।’’

হাওড়া সিটি পুলিশের এক পদস্থ কর্তার যদিও দাবি, ‘‘২ নম্বর গেট এলাকার অধিকাংশই রেলের জায়গা। সেখানে প্রচুর দখলদার আছে। সেখানে কী হচ্ছে, বলতে পারব না। তবে আমাদের এলাকায় একটি ঘটনার অভিযোগ এসেছিল, তা তদন্ত করে দেখা হয়েছে। ঘটনার পরেই অভিযুক্তেরা পালিয়ে যাওয়ায় তাদের ধরা যায়নি।’’

# উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ২৪ ঘণ্টা আগে পানিহাটিতে বাজল মাইক

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে মাইক-বক্স বাজিয়ে চলল অনুষ্ঠান। পানিহাটিতে এমনই অভিযোগ উঠল তৃণমূল এবং বাম-মহিলা সংগঠন উভয়ের বিরুদ্ধেই। প্রশ্ন হল, নিয়ম ভেঙে এমন কাজ করা হল কী ভাবে? দুই পক্ষেরই দাবি, তারা নিচুস্বরে বক্স বাজিয়েছে। যদিও বাস্তব চিত্র বলছে, দুই অনুষ্ঠানের জন্য রাস্তায় লাগানো হয়েছে চোঙা। আর, শাসকদল এমএলএ-কাপে যে বক্স বাজিয়েছে তার আওয়াজ মোটেও কম ছিল না বলেই দাবি স্থানীয়দের।

আজ, সোমবার সকাল ১০টা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। নিয়মানুযায়ী তার ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ, শনিবার সকাল ১০টা থেকে যে কোনও রকমের মাইক, বক্স বাজানো নিষিদ্ধ। স্থানীয়দের অভিযোগ, সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রোডের ধারে একটি ক্লাবের মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা বা এমএলএ-কাপ শুরু হয়েছে। শনিবার সূচনা অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে রবিবারও তারস্বরে বেজেছে বক্স, রাস্তার মাইক। ওই মাঠের পাশেই একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। সেই স্কুলের বিল্ডিংয়ের উপর থেকে স্থানীয় বিধায়কের নামাঙ্কিত ফুটবল প্রতিযোগিতার বড় ব্যানারও ঝুলছে। স্থানীয়দের অনেকেরই অভিযোগ, অন্তত দিন ১০ আগে থেকে বাতিস্তম্ভে চোঙা বেঁধে সারা দিন এমএলএ কাপের প্রচার চলেছে।

প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা তথা বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান পারিষদ সদস্য তীর্থঙ্কর ঘোষের দাবি, ‘‘যে ভাবে বক্স বাজানো হয়েছে, তাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাস্তার প্রচার বাণিজ্যিক ভাবে করা হয়েছিল। ওটা আমাদের হাতে নেই। তবে আগামী দিনে আরও সচেতন হতে হবে।’’

প্রশাসনকে ব্যবহার করে শাসকদল অনিয়ম করছে বলে এ দিন পানিহাটিতে এসে অভিযোগ করেছেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ। যদিও এ দিন সকাল থেকে পানিহাটির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের নাটাগড়ের অম্বিকাপুরে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আয়োজিত রক্তদান শিবিরেও মাইক ও বক্স বাজানোর অভিযোগ উঠেছে। কনীনিকার দাবি, ‘‘কোনও মাইক বাজেনি। হলে বক্স বাজানো হয়েছে। সেটায় কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।’’ যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় চোঙা বেঁধে গান বাজানো হয়েছে। শাসক ও বিরোধী দল, দুই পক্ষই নিয়ম ভাঙলেও পুলিশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে? ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের এক কর্তা শুধু বলেন, ‘‘বিষয়টি নজরে এসেছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’’

**শিয়রে বিপদ:** ভেঙে গিয়েছে হাইট বারের মাঝখানের অংশ। বিপজ্জনক ভাবে তার নীচে দিয়ে চলছে যানবাহন। রবিবার, হাওড়ার দাশনগরে, রেল সেতুর কাছে। ছবি: *দীপঙ্কর মজুমদার*

# ‘স্লো ফ্যাশন’-এর হাত ধরে পরিবেশ সচেতনতার পাঠ

**সুনীতা কোলে**

শীতের আমেজ কেটে গিয়ে ক্রমশ বাড়ছে তাপমাত্রা। কিছু দিনের মধ্যে প্রবল গরমে হাঁসফাঁস করার ফাঁকেই কথোপকথনে উঠে আসবে বিশ্ব উষ্ণায়ন, গাছ কাটার কুফল, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি। এগুলি নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা হলেও অনেকেই বুঝতে পারি না যে, পরিবেশবান্ধব হওয়ার কাজটা আমরা শুরু করতে পারি নিজেদের বাড়ি থেকেই। মানুষের বিভিন্ন কাজের জন্য যে পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় ‘কার্বন ফুটপ্রিন্ট’। আর এই ‘কার্বন ফুটপ্রিন্টের’ সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের। প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার ধরনের উপরে নির্ভর করে ফুটপ্রিন্টের হার। তাই পরিবেশ সচেতনতার প্রথম পাঠই হল ‘কার্বন ফুটপ্রিন্ট’ কমানো।

এর জন্য জল ও বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো, বর্জ্য উৎপাদন কমানো, পরিবেশবান্ধব যানের ব্যবহার, জিনিস পুনর্ব্যবহারের মতো সাধারণ কিছু কাজ করতে পারেন যে কেউই। তবে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য, পলিয়েস্টারের পোশাক, এক বার ব্যবহারযোগ্য জিনিস ব্যবহারের প্রবণতা যখন বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন কী ভাবে কমানো যাবে ‘কার্বন ফুটপ্রিন্ট’? তার হদিস দিচ্ছে এই শহরের কিছু বিপণি, যাদের মূল মন্ত্রই হল পরিবেশ সচেতনতা। পরিবেশবান্ধব উপায়ে জিনিস উৎপাদন, কোনও জিনিস পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য কমানো এবং সামগ্রিক ভাবে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোই এই বিপণিগুলির লক্ষ্য।

কয়েক বছর ধরেই পরিবেশবান্ধব পোশাক, খাবার, ঘর সাজানোর জিনিস ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে পরিচিতি লাভ করেছে দক্ষিণ কলকাতার বিপণি ‘দেশজ’ স্টোর ও ক্যাফে। একটি পোশাক বানাতে কাঁচামাল ছাড়াও প্রয়োজন হয় প্রচুর জলের। তাই দেশজের লক্ষ্য ‘স্লো ফ্যাশন’— অর্থাৎ, এমন পোশাক তৈরি করা যা প্রাকৃতিক সুতো ও রঙের ব্যবহারে তৈরি এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা যাবে। বিপণিটির অন্যতম কর্ণধার সোনালি চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, অবিক্রীত পোশাক ফেলে না দিয়ে তাঁরা সেটি বিভিন্ন ভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন, যাতে সেটি তৈরির পরিশ্রম ও কাঁচামাল নষ্ট না হয়। আর এই পোশাক তৈরি করেন গ্রামীণ মহিলারা। ফলে তাঁদের স্বনির্ভর হওয়ারও দিশা জুগিয়েছে এই কাজ।

সোনালি বলেন, ‘‘কোভিড অতিমারির পর থেকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে তারকা, সকলেই পোশাক বা অন্য জিনিস এক বারের বদলে বার বার ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছেন। প্রকৃত হাতে বোনা, অর্গ্যানিক সুতি, অর্গ্যানিক খাবার ব্যবহারের ঝোঁক বাড়ছে।’’

কোভিডের প্রভাবই এই সচেতন জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দিয়েছে প্রাক্তন জনসংযোগ কর্মী সোমিনী সেন দুয়াকে। তখন থেকেই বাড়িতে আনাজ-ফলের খোসা পচিয়ে জৈব সার তৈরি, তার ব্যবহারে ছাদে জৈব পদ্ধতিতে আনাজ ফলানো শুরু করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি, শুরু করেন ‘মৃত্তিকা আর্থি টকস’ নামে একটি পরিবেশ-সচেতনতা মূলক সংগঠনও। কৃত্রিম সুতোর পোশাক বর্জন থেকে শুরু করে নানা ভাবে ‘লো কার্বন’ জীবনযাপন করা সোমিনীর উদ্যোগে সম্প্রতি বালিগঞ্জে পথ চলা শুরু করেছে ‘মৃত্তিকা আর্থি টকস’-এর নতুন বিপণি। যা সেজে উঠেছে পরিবেশ সচেতনতা এবং পুনর্ব্যবহারের মন্ত্রেই। পুরনো শাড়ি, পর্দা থেকে তৈরি ব্যাগ, টেবল রানার কোস্টার, বাঁশের তৈরি টুথব্রাশ, গোবর থেকে তৈরি ধূপ এবং মশা তাড়ানোর ধূপ, নিত্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিস মিলবে সেখানে। এ ছাড়াও, অর্গ্যানিক ঘি, মধু, ঘরে তৈরি আচার, সাবান, উপহারেরও সম্ভার রয়েছে সেখানে।

সোমিনী বলেন, ‘‘কোভিডের সময় থেকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বড়সড় বদল আসে। বুঝতে পারি, পরিবেশকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। এই ভাবনা থেকেই নিউ টাউনের একটি জমিতে জাপানি মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে একটা ছোট অরণ্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করি। ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০০টি গাছ বসানো হয়েছে।’’

তবে প্রশ্ন ওঠে, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো একটা বৃহৎ সমস্যার সামনে কেবল ব্যক্তিগত সচেতনতা কতটা সাহায্য করবে? ‘‘রাষ্ট্র যে বিষয়টি নিয়ে ভাবছে না, তা নয়। খাদি, অর্গ্যানিক খাবার নিয়ে কাজ করছে রাজ্য ও কেন্দ্রও। কিন্তু সব দায়িত্বই তো সরকারের নয়। প্রতিটি মানুষ এটা নিয়ে ভাবলে তবেই সুফল মিলবে। পরিবেশবান্ধব জিনিসের চাহিদা বাড়লে, উৎপাদন বেশি হলে সেই সব জিনিসের দাম কমানোরও একটা সুযোগ থাকবে।’’— আশাবাদী শোনায় সোনালির গলা।

# বৃদ্ধার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন পুরপ্রতিনিধি

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

পুরপ্রতিনিধির সহযোগিতায় আশ্রয় পেলেন এক বৃদ্ধা। শনিবার বারাসত স্টেশনে তাঁকে উদভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করতে দেখেন অনেকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে একটি আধার কার্ড দেখতে পান বারাসতের এক ব্যক্তি। জানা যায়, বৃদ্ধা অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সেখানকার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি সঞ্জয় রাহার সঙ্গে পরিচয় ছিল বারাসতের ওই বাসিন্দার। সঞ্জয়কে বৃদ্ধার ছবি পাঠান তিনি।

বৃদ্ধাকে খুঁজতে শনিবারই বারাসত স্টেশনে আসেন সঞ্জয়। তবে সেখানে পাওয়া যায়নি তাঁকে। এর পরে সমাজমাধ্যমে বৃদ্ধার ছবি দিয়ে পোস্ট করেন সঞ্জয়। রবিবার হাবড়ার এক পুরপ্রতিনিধির মাধ্যমে সঞ্জয়ের কাছে খবর আসে, হাবড়া স্টেশন এলাকায় বৃদ্ধাকে দেখা গিয়েছে। সঞ্জয় তাঁকে উদ্ধার করে অশোকনগর থানায় নিয়ে যান। পুরসভার উদ্যোগে চলা আশ্রয়হীনদের থাকার জায়গায় আপাতত রাখা হয়েছে বৃদ্ধাকে।

সঞ্জয় বলেন, ‘‘বসিরহাটে বৃদ্ধার মেয়ে-জামাই আছেন। যদিও বৃদ্ধা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চান না বলে জানিয়েছেন।’’ সঞ্জয়কে বৃদ্ধা জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগে তিনি ছেলে-বৌমার সঙ্গে পাণ্ডুয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাদের ‘অত্যাচারে’ অতিষ্ঠ হয়ে ক্যানিংয়ে এক বোনের কাছে যান। চেয়েছিলেন একটি বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে। কিন্তু টাকার অভাবে পারেননি। মঙ্গলবার ক্যানিং থেকে বৃদ্ধা বেরিয়ে পড়েন।

# অপমৃত্যু ব্যক্তির

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক ব্যক্তি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকেরা। রবিবার, মগরাহাটের ধনপোতা এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম প্রদীপ মাখাল (৫৫)। পুলিশ দেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মৃত্যু হয়েছে প্রদীপের।

আনন্দবাজার পত্রিকা
# আনন্দ প্লাস
কলকাতা সোমবার ৩ মার্চ ২০২৫

# ধর্মশালায় রহস্য...

### হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালার পার্বত্য উপত্যকায় শুট চলছে বাংলা ছবি 'নজরবন্দী'র। শুটিং সঙ্গী আনন্দ প্লাস

এক দিকে বরফে ঢাকা পাহাড় আর অন্য দিকে সবুজ উপত্যকা। সেখানে সবে রডোডেনড্রনে মুকুল ধরেছে। এমন সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই এগোনো গেল হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালার দিকে। ধর্মশালার দুই-তিন কিলোমিটার আগে ছোট্ট জনপদ কান্দিতে তখন সন্ধে নামছে। কিন্তু সেই পাহাড়ি নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে প্রখর সার্চলাইট জানান দিল, ওখানে চলছে বাংলা ছবি 'নজরবন্দী'-র শুটিং, পরিচালনায় দেবারতি ভৌমিক। ছবিটি প্রযোজনা করছে মুম্বইয়ের সংস্থা কথাবিন্যাস মিডিয়া এলএলপি, এটি তাদের প্রথম বাংলা ছবি। পাহাড়ি পথের বাঁকে বিলাসবহুল রিসর্টে তখন ব্যস্ততা। লবিতে লাইট, জেনারেটর সরানোর তোড়জোড় চলছে। পাশেই একটি আরামকেদারায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। রাস্ট সিল্কের শাড়ি, সোনার গয়না ও হালকা মেকআপে ঋতুপর্ণাকে বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। একটু এগোতেই দেখা মিলল পরিচালকের। তিনি তখন রাজনন্দিনী পালকে শট বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

লেখিকা হিসেবেই পরিচিতি দেবারতির। প্রথম ছবি 'কাঁটাতার'-এর পরে এ বার থ্রিলার বানাতে চলেছেন তিনি। ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য লিখেছেন তিনি নিজেই। "আমার আগের ছবি বা গল্পের সঙ্গে 'নজরবন্দী'র কোনও মিল নেই। আমাদের চারপাশে সাইবার ক্রাইমের ভয়াবহতাই এই ছবিতে তুলে ধরব। তার সঙ্গে থাকবে অ্যাকশন, গান, সম্পর্কের টানাপড়েন। আবার সেই সঙ্গে বিনোদনমূলক বাণিজ্যিক ছবির মশলাও। বাংলায় শুধু মহিলা চরিত্র নিয়ে এ রকম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি আগে হয়নি," বললেন দেবারতি। ছবিটি একজন সিঙ্গল মাদারকে নিয়ে, যে পেশায় চিত্রকর। কী করে সে সাইবার ক্রাইমের শিকার হল, তা নিয়েই 'নজরবন্দী'। মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন ঋতুপর্ণা। ছবিতে তার একটি আট বছরের মেয়ে রয়েছে।

বরফে মোড়া পাহাড়ের সামনে রাজনন্দিনী

পাহাড়ি নদীর ধারে দর্শনা

প্রথম বার ধূসর চরিত্রে দেখা যাবে রাজনন্দিনী ও দর্শনা বণিককে। এই ছবিতে কোনও পুরুষ অভিনেতা নেই। সাইবার অপরাধী, ক্রাইমের শিকার, এমনকি পুলিশ... সকলেই মহিলা। ততক্ষণে দুই অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা ও রাজনন্দিনীর শট হয়ে গিয়েছে।

ছবির বাকি চরিত্ররা হলেন লাবণী সরকার, পায়েল সরকার, দেবলীনা কুমার। তবে পায়েল ও দেবলীনার হিমাচলে পৌঁছতে ক'দিন দেরি আছে।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখা গেল পুরু বরফাবৃত ধৌলাধরের শৃঙ্গ। আর নীচ থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ি নদীর গর্জন। রিসর্টের সুইমিং পুল ঘেঁষা বাগানে ঋতুপর্ণার সঙ্গে একজন সাংবাদিকের আলাপচারিতার দৃশ্যগ্রহণ করা হবে। শটের ফাঁকে ড্রয়িং পেপারে কী যেন এঁকে চলেছেন নায়িকা। কাছে গিয়ে দেখা গেল, সামনের শিমুল গাছটি ঋতুপর্ণার হাতে নতুন ভাবে ডালপালা মেলেছে।

ছবি আঁকার ফাঁকে ঋতুপর্ণা

চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতেই কি ছবি আঁকছেন? "ছবি আঁকা আমার খুবই পছন্দের। ছোট থেকে আঁকা শিখেছি। আঁকার স্কুলেই সঞ্জয়ের (চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণার স্বামী) সঙ্গে প্রথম আলাপ। আউটডোরে এলেই ছবি আঁকতে বসে পড়ি। এই চরিত্রটা পেয়ে ছোটবেলার ভাললাগা খুঁজে পেলাম।"

ডিনারের পরে রিসর্টের সুইমিং পুলে ছবির ক্লাইম্যাক্সের শুটিং হওয়ার কথা। রাতের সুইমিং পুল কেমন যেন স্বপ্নিল চেহারা নিয়েছে। কিন্তু ঠান্ডার দাপটে সেখানে থাকাই দায়। এ দিকে হলঘরে তখন স্লিভলেস গাউন পরে শটের জন্য তৈরি দর্শনা। তার উপরে জড়িয়ে নিলেন ওভারকোট। এখানে অভিনেত্রীকে বেশ বোল্ড লুকেই দেখা যাবে। "এ রকম চরিত্র আগে করিনি। চরিত্রে অনেক পরত রয়েছে। লুজ় ফিটেড টি-শার্ট, হট প্যান্টস... এমন পোশাকেই দেখা যাবে আমাকে," বললেন দর্শনা। মোশন সিকনেস রয়েছে অভিনেত্রীর। ফ্লাইটে আসার সময়েই জানিয়েছিলেন, বেড়ানোর লিস্টে সচরাচর পাহাড় রাখেন না। কিন্তু ধর্মশালায় পৌঁছে পাহাড়ের প্রেমে এতটাই পড়ে গিয়েছেন যে, স্বামী সৌরভ দাসের সঙ্গে ফের আসবেন বলে ঠিক করেছেন। তখন তাপমাত্রা প্রায় ৬ ডিগ্রির নীচে। রাতের দিকে ঠান্ডা আরও বাড়তে লাগল। ফলে বাতিল করা হল রাতের শুটিং।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই জানা গেল, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন রাজনন্দিনী। আগের রাতে তাঁর জ্বর এসেছে। খবর পেয়েই তাঁকে ওষুধ ও খাবার খাইয়ে খানিকটা সুস্থ করে ফেলেছেন ঋতুপর্ণা। সকালে রাজনন্দিনীর কোনও শুট রাখা গেল না। এ দিকে আবহাওয়াও মেঘলা। বাইরে প্রবল হাওয়া। ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপরে মেঘ জমতে শুরু করল, এক সময় পুরোটাই ঢেকে গেল। অগত্যা আউটডোর শুটিংও বাতিল। রিসর্টের বারান্দাকে ছবির উপযুক্ত ডাইনিং রুম তৈরি করতে লেগে পড়লেন টিমের বাকিরা। সেখানে ঋতুপর্ণা, লাবণীর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবেন রাজনন্দিনী ও দর্শনা। ছবিতে ঋতুপর্ণার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন লাবণী। শট শেষ হতেই একে অপরের সঙ্গে খুনসুটিতে ব্যস্ত হলেন তাঁরা। লাবণীর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে ঋতুপর্ণার। তাই পুরনো দিনের গল্পে মশগুল দু'জনে। তাঁদের আড্ডার সঙ্গী রাজনন্দিনী, দর্শনাও। তবে রাজনন্দিনীর মন ভাল নেই। বললেন, "এখনও আমার শুটিং সে ভাবে শুরু হয়নি।" তবে নায়িকার মন ভাল করার দায়িত্ব নিলেন তাঁর ঋতু আন্টি। রাতের খাবারে ডাম্পলিং ও মোমোর ব্যবস্থা করলেন তিনি।

পরদিন শিবরাত্রি, এ দিকে ভোর থেকেই শুটিং। রিসর্টে নিজের রুমে ঠাকুরের আসন পেতে সেখানেই পুজো দিলেন ঋতুপর্ণা। আর রাজনন্দিনী গেলেন নদীর পাশে এক শিবমন্দিরে। পুজো সেরে সেটে পৌঁছে ফের মিশে গেলেন চরিত্রে। সকলেই যে আবার নজরবন্দি...

ঈপ্সিতা বসু

বিপাশা

## বিপাশার বিরুদ্ধে মিকার অভিযোগ

অভিনেত্রী বিপাশা বসুর বিরুদ্ধে প্রায় ১০ কোটি টাকা নষ্ট করার অভিযোগ করলেন গায়ক মিকা সিংহ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মিকা জানান যে, 'ডেঞ্জারাস' নামে একটি ছবির প্রযোজনা করেছিলেন তিনি। করণ সিংহ গ্রোভারকে বরাবরই পছন্দ মিকার। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে করণ ও বিপাশাকে কাস্ট করেছিলেন তিনি। ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন বিক্রম ভট্ট। তবে বিক্রমকে দিয়ে পরিচালনা করানোর মতো টাকা ছিল না মিকার কাছে। মিকার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর গানকে কেন্দ্র করে সেই ছবি তৈরি করার। বিপাশারই আর এক ছবি 'অ্যালোন'-এর পরিচালক ভূষণ পটেলকে এই পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। করণ ও বিপাশার পছন্দের টিমও ছিল ছবির শুটিংয়ে।

চার কোটি টাকা ছিল ছবির মোট বাজেট। কিন্তু লন্ডনে গিয়ে শুটিং করার সময়ে বিপাশার বায়নাক্কা সামলাতে গিয়ে অতিরিক্ত দশ কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় মিকার। ওই সাক্ষাৎকারে মিকা বলেন, "এখন কাজ ছাড়া যে বাড়িতে বসে আছে অভিনেত্রী, তার তো কারণ আছে। ঈশ্বর সব দেখেছেন। কর্মফল বলেও তো কিছু হয়... ওই একটা ছবি প্রযোজনা করার জন্য আমি সারা জীবন অনুশোচনা করব।"

মিকা

## সতর্ক বিদ্যা, আলিয়া

ডিপফেক ভিডিয়োর শিকার বিদ্যা বালন। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল অভিনেত্রীর ভুয়ো বিজ্ঞাপনী প্রচারের ভিডিয়ো, যেখানে বিদ্যা, তাঁর গলার স্বর সব হুবহু একই রকম। তবে অভিনেত্রীর বক্তব্য, এমন কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপনে তিনি কাজ করেননি। এআইয়ের সাহায্যে তৈরি এই ভিডিয়োর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই জানিয়ে অনুরাগীদের সতর্ক করেছেন অভিনেত্রী।

বিদ্যাই প্রথম নন, এর আগেও রণবীর সিংহ, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভট্ট, আমির খান, রশ্মিকা মন্দানা, ক্যাটরিনা কাইফ একাধিক তারকা ডিপফেক ছবি, ভিডিয়োর শিকার হয়েছেন। তবে সে সব ক্ষেত্রেই এআই পদ্ধতির সাহায্যে তারকাদের মুখ ব্যবহার করে তাঁদের বিকৃত ছবি, ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছিল। এআইয়ের সাহায্যে পণ্যের বিজ্ঞাপনে তারকার মুখ ব্যবহারের এমন অভিযোগ এর আগে শোনা যায়নি। সহ-শিল্পীদেরও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সাবধান করেছেন বিদ্যা।

বিদ্যা

সতর্ক হয়েছেন আলিয়া ভট্টও। খেলার মাঠ, বাড়ির পুজো, অম্বানীদের বিয়ে... গত এক বছরে বিভিন্ন সময়ে নানা জায়গা থেকে মেয়ের ছবি পোস্ট করেছিলেন আলিয়া। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে থেকে রাহার মুখ স্পষ্ট, এমন সব ছবি সরিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। মধ্যরাতে বান্দ্রার বাড়িতে সেফ আলি খানের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পরেই দুই ছেলে তৈমুর ও জেহর ছবি তোলার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন করিনা কপূর খান। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, প্রচারের আলোয় থাকা তারকাসন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে। পাপারাৎজ়ির দৌলতে সমাজমাধ্যমে ঘুরতে থাকা তাদের ছবি এআই মারফত যে নতুন ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে, সে সম্ভাবনাও উঁকি দিয়েছিল। এ বার করিনা-সেফের দেখানো পথেই হাঁটলেন আলিয়া-রণবীর কপূর। সমাজমাধ্যম থেকে ছবি সরানোর পাশাপাশি পাপারাৎজ়িকেও রাহার ছবি না তোলার অনুরোধ করেছেন তাঁরা। তবে যতই সতর্ক হন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাড়বাড়ন্তে যে বিপদ বাড়ছে সর্বক্ষণ প্রচারের আলোয় থাকা তারকাদের, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাহার সঙ্গে আলিয়া

## 'ছাওয়া'র জয়যাত্রা অব্যাহত

এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে ভিকি কৌশলের 'ছাওয়া'। দু'সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৫৫৫ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে ছবিটি। এ বছর মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবিগুলোর মধ্যে 'ছাওয়া'ই প্রথম হিট। অন্য দিকে, অতিমারি পরবর্তী সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ভিকির ছবিগুলোর মধ্যেও এটা অভিনেতার প্রথম হিট।

ছবিটি তৃতীয় সপ্তাহে পা দিয়েছে। এর ব্যবসা দেখে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাডক ফিল্মস সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 'ছাওয়া' তেলুগু ভাষাতেও মুক্তি পাবে। সোমবার ছবির তেলুগু ট্রেলার মুক্তি পাবে। চেন্নাইয়ের প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ৭০ শতাংশ অকুপেন্সি ধরে রেখেছে 'ছাওয়া'। অনুমান করা হচ্ছে তৃতীয় সপ্তাহের শেষে ছবিটি নতুন রেকর্ড গড়তে পারে। সলমন খানের ছবি 'সিকন্দর' মুক্তি পাবে মার্চের শেষে ইদে। এর মাঝে বড় ব্যানারের কোনও ছবি নেই। ফলে 'ছাওয়া'র ব্যবসা নিয়ে আশায় রয়েছেন নির্মাতারা। ছবিতে সম্ভাজি মহারাজের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভিকি। অভিনেতার আগামী ছবি সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার', যার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই তিনি নিতে শুরু করেছেন।

'ছাওয়া' ছবির দৃশ্য

## অ্যাটলির ছবিতে অল্লু

সলমন খান বনাম অল্লু অর্জুন, পছন্দে এগিয়ে রইলেন দক্ষিণী অভিনেতাই। মহাকাব্যের আদলে পুনর্জন্মের গল্প নিয়ে তৈরি পরিচালক অ্যাটলির পরের ছবির মুখ্য চরিত্রে থাকছেন অল্লু। তবে একটা সময়ে সলমনের ছবিটি করার কথা ছিল। অভিনেতার সঙ্গে আলোচনা করে ছবির প্রস্তুতিও শুরু করেছিলেন পরিচালক। তবে শোনা যাচ্ছে, প্রায় ছশো কোটি টাকা বাজেটের এই ছবিতে সলমনের উপরে বাজি ধরতে রাজি নয় তামিল প্রযোজনা সংস্থা সান পিকচার্স। বরং বক্স অফিসে 'পুষ্পা টু'র সাফল্যের পরে অল্লুর সঙ্গেই কাজ চায় তারা।

দুই নায়ককে ঘিরে বড় বাজেটের এই ছবিতে রয়েছে অ্যাকশন, প্রেম, রহস্য। ছবির দ্বিতীয় মুখ্য চরিত্রের অভিনেতা চূড়ান্ত হয়নি এখনও। ছবিতে থাকবে তিনটি নারীচরিত্র, যার মধ্যে একটিতে দেখা যেতে পারে জাহ্নবী কপূরকে। এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে ছবির প্রাক্-প্রযোজনা পর্বের কাজ।

অল্লু

## শ্রেয়ার অ্যাকাউন্ট হ্যাকড

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল জানিয়েছেন যে, তাঁর এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। তিনি এক্স টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও কোনও উত্তর পাননি। তিনি সেই অ্যাকাউন্টে ঢুকতেও পারছেন না। ফলে ভক্তদের সাবধান করেছেন, সেখান থেকে কোনও মেসেজ বা লিঙ্ক কারও কাছে গেলে, তাঁরা যেন তা এড়িয়ে যান। দিনকয়েক আগে এক্স-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন অনুপম খেরও। অভিনেতার অ্যাকাউন্ট লক করে দেওয়া হয়। ফলে তিনিও সেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এক্স-এর তরফ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

## বাদ হ্যারিসন

অসুস্থতার জন্য অস্কারের মঞ্চ থেকে বাদ পড়লেন হ্যারিসন ফোর্ড। ঠিক ছিল, এ বারের অস্কারে প্রেজ়েন্টার হিসেবে থাকবেন ৮২ বছরের অভিনেতা। তবে হঠাৎই অসুস্থতা ধরা পড়ায়, ৯৭ তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে হ্যারিসনকে। অভিনেতার টিমের তরফে এ প্রসঙ্গে এখনও কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি।

এ বছর অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের অন্যতম উপস্থাপক হিসেবে থাকছেন মাইলি সাইরাস ও মাইলস টেলার। তবে চূড়ান্ত উপস্থাপকের নাম ঘোষণার পাশাপাশি পুরস্কারের মঞ্চে উপস্থাপনায় যে আরও চমক রয়েছে এ দিন সমাজমাধ্যমে সে আভাসও দিয়েছেন অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃপক্ষ।

হ্যারিসন
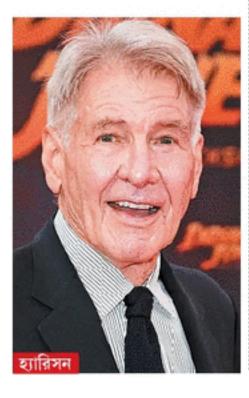
# নানা স্বাদের অনুপ্রেরণা

অনুপ্রাণিত হওয়া সহজ। কিন্তু সেই প্রেরণার জেরে আরও একটা প্রেরণাদায়ক কনটেন্ট বানানো সহজ নয়। নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে 'ডাব্বা কার্টেল' সিরিজ়, যেখানে অভিনয় তালিকায় শাবানা আজ়মি, লিলেট দুবে, জ্যোতিকা, নিমিশা সজায়ান, গজরাজ রাওয়ের মতো নাম। ওটিটি জুড়ে 'নার্কোস'-এর মতো অজস্র ড্রামা আছে। রয়েছে 'ব্রেকিং ব্যাড', যেটির প্রভাব 'ডাব্বা কার্টেল'-এ বড্ড বেশি। এমন রথীমহারথীর ভিড়ে ক্রাইম থ্রিলার নামাতে হলে আরও একটু আটঘাট বাঁধতে হত।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বৌ রাজি (শালিনী পাণ্ডে) হোম ডেলিভারির ব্যবসা চালায়। তার সহযোগী মালা (নিমিশা সজায়ান)। তবে সোজাসাপ্টা ব্যবসা নয়, টিফিন বক্সে খাবারের সঙ্গে তারা হার্বাল ভায়াগ্রাও বিক্রি করে। ঘটনাচক্রে রাজি আর মালা ড্রাগসের চক্করে পড়ে যায়। ডাব্বা ভরে গাঁজা, এমডিএম-এ পাচার করতে 'বাধ্য' হয় তারা। এই বাধ্যবাধকতায় ধীরে ধীরে শামিল হয় বাড়ি ভাড়ার ব্রোকার শাহিদা (অঞ্জলি আনন্দ) এবং রাজির শাশুড়ি শিলা (শাবানা আজ়মি), বরুণা (জ্যোতিকা)। এর সমান্তরালে আরও একটি বিষয় চলতে থাকে। এক ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা ওষুধের নামে নেশার দ্রব্য বানায়, যার জেরে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। আন্দাজ করা যায় দুটো ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে। এর ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে পুলিশ অফিসার প্রীতি (সাই তামহানকার) এবং ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কনট্রোল অফিসার পাঠক (গজরাজ রাও)।

কার্টেল-ড্রামা দেখা থাকলে সিরিজ়ের চলন অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। আর এখানেই বেশ ফাঁকফোকর রেখে দিয়েছেন নির্মাতারা। ডাব্বার ব্যবসা বাড়াতে গিয়ে নতুন কর্মী, অ্যাপভিত্তিক পরিষেবা নানা কিছু আমদানি করে রাজি ও তার দলবল। কিন্তু বেআইনি ব্যবসা আইনি পথে করতে গেলে যে গলতাগুলো ভরাট করা দরকার, তার কিছুই সিরিজ়ে দেখানো হয়নি। অপেশাদার কয়েকজন মহিলার অতিসহজে দিনের পর দিন মাদক পাচার করা চোখে লাগে। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে প্রীতির কার্যকলাপেও বিশ্বাসযোগ্যতা কম।

সিরিজ়ের ভাল দিক হল, এর চরিত্রদের নেপথ্য কাহিনি। প্রশংসা করতে হয় অভিনেতা বাছাইয়েরও।

> **ডাব্বা কার্টেল**
> **(ওয়েব সিরিজ়)**
> **পরিচালনা:** হিতেশ ভাটিয়া
> **অভিনয়:** শাবানা, জ্যোতিকা, নিমিশা, শালিনী, অঞ্জলি, যিশু, গজরাজ
> **৫.৫/১০**

কাজের ক্ষেত্রে জাতীয়-আঞ্চলিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে ওটিটি। ওষুধ কোম্পানির কর্তা শঙ্কর দাশগুপ্ত (যিশু সেনগুপ্ত) ভদ্রতার মুখোশ পরা 'আর্বান টক্সিক মেল'-এর আদর্শ উদাহরণ। তার স্ত্রীর চরিত্রে বরুণা। সাজানো পরিবারের অন্দরে বাসা বেঁধে থাকে অ-সুখ। রাজির স্বামী হরির (ভূপেন্দ্র জড়াওয়াত) কাছে বিদেশ যাওয়াই সুখী জীবনের সর্বোচ্চ উদাহরণ। রাজি আবার স্বামীর স্বপ্নকেই নিজের স্বপ্ন ভাবতে থাকে। সিরিজ়ের সবচেয়ে ফুরফুরে চরিত্রে রয়েছেন নিমিশা। নিম্নবিত্ত পরিবারের মালা স্বপ্ন দেখে, আশপাশের সকলে তাকে সম্মান করবে। ভাল স্কুলে মেয়েকে পড়াবে। সে জানে টাকা থাকলে সম্মান আসে। মালা আর বরুণার খিটিমিটের দৃশ্যগুলো ভাল লাগে।

'ডাব্বা কার্টেল' দাঁড়িয়ে রয়েছে মহিলা চরিত্রদের উপর ভর করে। সিরিজ়ের মেরুদণ্ড শাবানার চরিত্রটি। মাদক তৈরি থেকে পাচার, পুরো রাশটাই তার হাতে। শাবানার চরিত্রে কোথাও যেন তাঁরই অভিনীত 'মান্ডি', 'গডমাদার'-এর প্রভাব রয়েছে। অবশ্য তার চেয়েও বেশি রয়েছে 'ব্রেকিং ব্যাড'-এর ছায়া। পরিস্থিতির চাপে যে 'ধান্দা' শুরু করতে হয়েছিল, তা ক্রমশ নেশার রূপ নেয়। "কাজ আমি বন্ধ করব না। এর মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি," শাবানার সংলাপে ওয়াল্টার হোয়াইটের প্রতিধ্বনি।

কাহিনির দ্রুত চলন বিঞ্জওয়াচে সহায়ক হলেও, মনে দাগ কাটতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধিতা, সমকামিতার মতো বিষয় এলেও, তা গভীরতা তৈরি করতে পারেনি। মহিলাদের নেতৃত্বে মাদক ব্যবসা চালানোটা সিরিজ়ের ইউএসপি বলে দাবি করেছেন নির্মাতারা। তাঁরা কি জানেন না, হিন্দিতেই 'শাস বহু অওর ফ্লেমিংগো' নামে একই ফর্মুলার সিরিজ় রয়েছে? ওয়েব সিরিজ় 'কার্টেল'-এর কেন্দ্রেও মহিলা চরিত্র।

বহু ব্যবহৃত ফর্মুলা নিয়ে সিরিজ় তৈরি করতে গেলে 'ডাব্বায়' বাড়তি কিছু দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ



**IN THE COURT OF THE PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT**
**At Chaibasa**
**Original Suit No.10/2025**
**ABIR BHATTACHARJEE...Petitioner**
**Vrs**
**BHASKAR BHATTACHARJEE...Respondent**
**NOTICE**

To, **BHASKAR BHATTACHARJEE,** S/o Bhanjan Bhattacharjee, R/o, A/43, Pubadiganta, Santoshpur, P.S.-Survey Park, Kolkata-700075

WHEREAS the above named petitioner has instituted this Case against you in this court u/s 7 of Guardians and Wards Act 1890 for declaration of the applicant as guardian of the minors and for custody of the minor u/s 25 for Custody.

You are hereby directed to appear in this court to file your Witten Statement/Show cause in this case either personally or through a duly instructed lawyer on the 2nd day of April, 2025 at 7.30/10.30 A.M.

Failing which the said petition/suit will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of the court on this the 27th day of Feb, 2025.

**Principal Judge, Family Court, Chaibasa**

**ইস্টবেঙ্গলের ড্র**
রাফায়েল মেসির গোলে এগিয়ে গিয়েও
জয় হাতছাড়া অস্কারের দলের। ১২

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা সোমবার ৩ মার্চ ২০২৫

# ফিলিপসের বিস্ময় ক্যাচে মুগ্ধ বিশ্ব

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

**২ মার্চ:** ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সুরেশ রায়না। যেন তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না, কী দেখলেন। গ্যালারিতে বসে থাকা বিরাট-পত্নী অনুষ্কা শর্মারও প্রায় একই অবস্থায়। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন মাঠের দিকে। কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, কী ঘটে গেল।

অফস্টাম্পের বাইরে পড়া ম্যাট হেনরির বলে দুরন্ত একটা স্কোয়ার কাট মেরেছিলেন বিরাট। রকেটের মতো বল উড়ে যাচ্ছিল বাউন্ডারির দিকে। সবাই ভেবেছিলেন, নিঃসন্দেহে বাউন্ডারি। কিন্তু পয়েন্টে দাঁড়ানো ফিলিপস উড়ে গিয়ে ডান হাতে অবিশ্বাস্য একটা ক্যাচ ধরে নিলেন। বিরাটের ব্যাট থেকে বলটা বেরিয়ে ফিলিপসের হাতে পৌঁছনো পর্যন্ত সময় লেগেছিল .৬২ সেকেন্ড! বিরাটও অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন ফিলিপসের দিকে। তার পরে মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে যান মাঠ ছেড়ে।

মুহূর্তের মধ্যে ক্যাচের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। রবি শাস্ত্রী বলেন, "কোনও সন্দেহ নেই, পয়েন্ট অঞ্চলটা নিজের করে নিয়েছে ফিলিপস। দুরন্ত ক্যাচে ফিরিয়ে দিল বিরাটকে।" ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে বিস্মিত সুরেশ রায়না বলে ওঠেন, "কিউইরাও উড়তে পারে, সেটা দেখিয়ে দিল গ্লেন ফিলিপস। অসাধারণ ফিল্ডার ফিলিপস। বিরাট কোহলির মতো বড় উইকেট তুলে নিল অবিশ্বাস্য দক্ষতায়।" নিউ জ়িল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার শেন বন্ড বলেছেন, "ফিলিপস ক্যাচটা নেওয়ার পরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বিরাট। যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না কী হয়েছে। মাটির সমান্তরাল ভাবে শরীরটা ভাসিয়ে ক্যাচটা নিয়েছিল ফিলিপস। এই ধরনের ক্যাচ ধরছে বলেই নিউ জ়িল্যান্ড এই জায়গায় এসেছে।"

ভারতের আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার নভজ্যোৎ সিংহ সিধু বলেছেন, "ক্যাচটা ধরার জন্য কোনও সময়ই পায়নি ফিলিপস। বলটা বিরাটের ব্যাট থেকে ফিলিপসের কাছে পৌঁছয় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে। তার মধ্যে ফিলিপসকে ঠিক করে নিতে হয়েছিল, কোন দিকে ঝাঁপাবে। মাঠে যেন বজ্রপাত হল।" এর আগে অন্য একটি ম্যাচে এই ধরনের ক্যাচ ধরেছিলেন ফিলিপস। বিরাটের ক্যাচটি ধরেন ডান দিকে ঝাঁপিয়ে। আগের ক্যাচটি নিয়েছিলেন বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে। আকাশ চোপড়ার মতো প্রাক্তন বলে দিচ্ছেন, প্রতিযোগিতার সেরা ক্যাচ। অসাধারণ ক্যাচ ধরা সত্ত্বেও শেষ হাসি হাসতে পারলেন না ফিলিপস। ম্যাচ জিতে নিল ভারতই।

■ **অবিশ্বাস্য:** পয়েন্টে দাঁড়ানো ফিলিপসের হাতে ধরা পড়লেন বিরাট। *এক্স*

## সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে সতর্ক রোহিত

■ **উচ্ছ্বাস:** পাঁচ উইকেট নেওয়া বরুণকে ঘিরে সতীর্থরা। রবিবার দুবাইয়ে নিউ জ়িল্যান্ড ম্যাচে। *আইসিসি*

# এই পিচে ঠিক জায়গায় বল রাখলে সাফল্য আসবে: বরুণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

**২ মার্চ:** চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে এমন একটা দলের সামনে পড়েছে ভারত, যাদের কাছে তারা ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ফাইনাল হেরেছিল। অস্ট্রেলিয়া। তাই অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক রোহিত শর্মা।

নিউ জ়িল্যান্ডকে হারানোর পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে অধিনায়ক রোহিত বলেন, "আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভাল খেলার ইতিহাস আছে অস্ট্রেলিয়ার। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, সেমিফাইনালে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করার।" সতর্ক রোহিত যোগ করেন, "আশা করি, ওই দিনটায় সব কিছু ঠিকঠাক করতে পারব।" মঙ্গলবার দুবাইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া।

পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হওয়া বরুণ বলে যান, "প্রথম দিকে আমি কিন্তু একটু চাপে ছিলাম। ভারতের হয়ে একদিনের ম্যাচ বেশি খেলিনি। তাই চাপটা ছিল। যত খেলা গড়িয়েছে, তত চাপমুক্ত হয়েছি।" যোগ করেন, "বিরাট, রোহিত, শ্রেয়স, হার্দিক সবাই এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। আমাকে মাথা ঠান্ডা রেখে বল করতে বলছিল।" চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিষেকে ভারতের হয়ে সেরা বোলিং করে গেলেন বরুণ। এর আগে এই রেকর্ড ছিল মহম্মদ শামির (৫-৫৩) দখলে।

বরুণ জানিয়েছেন, ম্যাচের আগের রাতে জানতে পারেন, তিনি খেলছেন। এই রহস্য স্পিনারের কথায়, "গত কাল রাতে জানতে পারি, আমি খেলছি। ভারতের হয়ে খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। আবার পাশাপাশি একটু চাপেও পড়ে গিয়েছিলাম।" দুবাইয়ের পিচ নিয়ে বরুণের মন্তব্য, "এই পিচকে ঘূর্ণি বলা যাবে না। তবে ঠিক জায়গায় বল রাখতে পারলে সাফল্য আসবে।" দলীয় প্রচেষ্টার কথা বলেছেন বরুণ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্পিনারের কথায়, "অক্ষর, জাড্ডু, কুলদীপ সবাই ভাল বল করেছে। পেসাররাও। এই জয় দলগত প্রচেষ্টার ফল।"

ভারতকে ২৪৯ রানে পৌঁছে দিতে প্রধান ভূমিকা নেন শ্রেয়স আয়ার। তিন উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে এ দিন শ্রেয়স-অক্ষর পটেলের জুটি ভারতকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনে। রোহিত বলেছেন, "আমরা দ্রুত তিন উইকেট হারিয়েছিলাম। ওখান থেকে শ্রেয়স-অক্ষর জুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল আমাদের স্কোরকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দিতে।"

এই ম্যাচে পেসার হর্ষিত রানার জায়গায় খেলেছেন বরুণ। সেমিফাইনালে কী হবে? রোহিতের মন্তব্য, "পরের ম্যাচে বোলিং আক্রমণ কী হবে, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। এই রকম সমস্যাটা দলের পক্ষে ভাল। বরুণের বোলিংটা একটু অন্য রকম। দেখতে চেয়েছিলাম, ওর কাছ থেকে কী পাওয়া যায়। ঠিক জায়গায় বল ফেললে বরুণকে খেলা কিন্তু কঠিন।"

# বরুণকে নামিয়ে বাজিমাত

▶ পৃঃ ১-এর পর

বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির এই ম্যাচে চার স্পিনারে খেলতে নামল ভারত। আমার তো মনে পড়ছে না, একদিনের ক্রিকেটে কোনওদিন চার স্পিনারে খেলেছে ভারত। টেস্টে এক বার চার স্পিনারে খেলেছিল। কিন্তু সেই স্পিন আক্রমণ ছিল স্বর্ণযুগের। খেলেছিলেন বিষাণ সিংহ বেদী, এরাপল্লী প্রসন্ন, ভগবৎ চন্দ্রশেখর এবং এস বেঙ্কটরাঘবন। আর এ দিন খেলল রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল, কুলদীপ যাদব এবং সি ভি বরুণ। শেষ জনকে খেলানোর সিদ্ধান্তটা মাস্টারস্ট্রোক হয়ে রইল।

টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল নিউ জ়িল্যান্ড। হয়তো ভেবেছিল, পরের দিকে শিশির পড়বে। কিন্তু তা হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা, উইকেটে বল ঘুরতে শুরু করল। প্রথমে ব্যাট করে শ্রেয়স আয়ারের ৭৯, অক্ষর পটেলের ৪২ এবং হার্দিক পাণ্ড্যের ৪৫ রানের সুবাদে ভারত তোলে ২৪৯-৯। এর পরে নিউ জ়িল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২০৫ রানে। ১০ ওভারে ৪২ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হল বরুণ। নিউ জ়িল্যান্ডকে ৪৪ রানে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে মঙ্গলবার সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত।

বরুণকে বলা হয় রহস্য স্পিনার। আইপিএলের বাইরে ওকে কিন্তু খুব বেশি খেলার সুযোগ পায়নি ব্যাটসম্যানরা। ফলে বরুণের বল বুঝতে সমস্যায় পড়ে যায়। এ দিন যেমন হল। একমাত্র কেন উইলিয়ামসন বাদে আর কোনও ব্যাটসম্যান বুঝতেই পারল না বরুণের বল কোন দিকে যাবে। সবচেয়ে অভূতপূর্ব ব্যাপার হল, এক এক রকমের গ্রিপে এক এক বার বল করল বরুণ। কখনও ক্রসসিম গ্রিপ, কখনও অফস্পিনের গ্রিপ, কখনও বা লেগস্পিনের গ্রিপ। উইল ইয়ং আউট হল লেগস্পিনের গ্রিপে করা বলে। স্যান্টনার ক্রসসিমের গ্রিপে। সত্যিই ও রহস্য স্পিনার। আগের থেকে বৈচিত্র আরও অনেক বেশি হয়েছে। যার ফলে শুধু কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে নয়, এখন ৫০ ওভারের ক্রিকেটেও নিজের দক্ষতার ছাপ রেখে যাচ্ছে বরুণ।

অথচ এই বরুণের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার কথাই ছিল না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ে দুর্দান্ত বল করার জন্য ওকে শেষ মুহূর্তে দলে নেওয়া হয়। আসলে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর থাকার সময় বরুণকে খুব ভাল করে দেখেছিল গৌতম গম্ভীর। জানত, ওর উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা। যে কারণে দলে নিয়েছিল এই রহস্য স্পিনারকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই পাঁচ উইকেট। বরুণ বুঝিয়ে দিল, ওর উপরে ভরসা রেখে ভুল করেনি কোচ-অধিনায়ক।

দুবাইয়ের এই পিচটা কিন্তু পুরোপুরি ভারতীয় বোলিং আক্রমণের জন্য আদর্শ। যখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা হয়েছিল, পাঁচ স্পিনার দেখে অনেকে ভ্রূ কুঁচকেছিলেন। বেশ কয়েক জন প্রাক্তন ক্রিকেটারও এই দলে ছিল। দেখা যাচ্ছে, দুবাই নিয়ে ভাল মতো হোমওয়ার্ক করেই দল বেছেছিল ভারত।

অনেক দিন বাদে দেখলাম ভারতের প্রথম তিন ব্যাটসম্যানই ব্যর্থ হল। রোহিত শর্মা, শুভমন গিল এবং বিরাট কোহলি। এর মধ্যে কোহলিকে অসাধারণ ক্যাচে ফেরাল গ্লেন ফিলিপস। কিন্তু সেরা তিন জন রান না পেলেও ভারতকে লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে দিল শ্রেয়স। আমি তো বলব, একদিনের ক্রিকেটে এই মুহূর্তে মাঝের সারিতে শ্রেয়স বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান।

আর এক জনের কথাও বলতে হবে। অক্ষর পটেল। অক্ষর পুরোপুরি একটা প্যাকেজ। বলে-ব্যাটে-ফিল্ডিংয়ে ছাপ রেখে যায়। রবিবার দুবাইয়ে সেটাই দেখাল অক্ষর। প্রথমে শ্রেয়সের সঙ্গে ৯৮ রানের জুটি গড়ল। তার পরে অসাধারণ একটা ক্যাচে ফিরিয়ে দিল রাচিন রবীন্দ্রকে। সব শেষে নিজের স্পেলের শেষ বলে তুলে নিল নিউ জ়িল্যান্ডের সবচেয়ে দামি উইকেটটা। কেন উইলিয়ামসন (৮১)।

মঙ্গলবার দুবাইয়ে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। ওই ম্যাচেও কিন্তু রোহিতরা ফেভারিট। মাঝে মাত্র একটা দিন পিচে জল দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে দুবাইয়ের পিচের চরিত্র বদলাবে না। প্রথম ইনিংসে বল ঘুরবে, দ্বিতীয় ইনিংসে আরও বেশি। শিশিরও সমস্যা করবে না।

এবং, নিশ্চিত থাকা যেতে পারে স্টিভ স্মিথের দলের বিরুদ্ধেও চার স্পিনার খেলাবে ভারত। স্পিন অস্ত্রেই ঘায়েল করতে চাইবে অস্ট্রেলিয়াকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতকে না দেখলে কিন্তু অবাকই হব।

**সেমিফাইনালে মুখোমুখি**

■ ৪ মার্চ: ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, দুপুর ২.৩০ থেকে

■ ৫ মার্চ: দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউ জ়িল্যান্ড, লাহোর, দুপুর ২.৩০ থেকে

**৪৪ রানে জয়ী ভারত**

ম্যাচের সেরা সি ভি বরুণ

**স্কোরকার্ড**

| | |
|---|---|
| ভারত | ২৪৯-৯ (৫০) |
| নিউ জ়িল্যান্ড | ২০৫ (৪৫.৩) |

**ভারত**

| | |
|---|---|
| রোহিত ক ইয়ং বো জেমিসন | ১৫■১৭ |
| গিল এলবিডব্লু হেনরি | ২■৭ |
| বিরাট ক ফিলিপস বো হেনরি | ১১■১৪ |
| শ্রেয়স ক ইয়ং বো ও'রর্ক | ৭৯■৯৮ |
| অক্ষর ক কেন বো রবীন্দ্র | ৪২■৬১ |
| রাহুল ক ল্যাথাম বো স্যান্টনার | ২৩■২৯ |
| হার্দিক ক রবীন্দ্র বো হেনরি | ৪৫■৪৫ |
| জাডেজা ক কেন বো হেনরি | ১৬■২০ |
| শামি ক ফিলিপস বো হেনরি | ৫■৮ |
| কুলদীপ ন. আ. | ১■১ |
| অতিরিক্ত | ১০ |
| মোট | ২৪৯-৯ (৫০) |

পতন: ১-১৫ (গিল, ২.৫), ২-২২ (রোহিত, ৫.১), ৩-৩০ (বিরাট, ৬.৪), ৪-১২৮ (অক্ষর, ২৯.২), ৫-১৭২ (শ্রেয়স, ৩৬.২), ৬-১৮২ (রাহুল, ৩৯.১), ৭-২২৩ (জাডেজা, ৪৫.৫), ৮-২৪৬ (হার্দিক, ৪৯.৩), ৯-২৪৯ (শামি, ৪৯.৬)।

বোলিং: ম্যাট হেনরি ৮-০-৪২-৫, কাইল জেমিসন ৮-০-৩১-১, উইল ও'রর্ক ৯-০-৪৭-১, মিচেল স্যান্টনার ১০-১-৪১-১, মাইকেল ব্রেসওয়েল ৯-০-৫৬-০, রাচিন রবীন্দ্র ৬-০-৩১-১।

**নিউ জ়িল্যান্ড**

| | |
|---|---|
| ইয়ং বো বরুণ | ২২■৩৫ |
| রাচিন ক পটেল বো পাণ্ড্য | ৬■১২ |
| কেন স্টা রাহুল বো পটেল | ৮১■১২০ |
| ড্যারিল এলবিডব্লিউ কুলদীপ | ১৭■৩৫ |
| ল্যাথাম এলবিডব্লিউ জাডেজা | ১৪■২০ |
| ফিলিপস এলবিডব্লিউ বরুণ | ১২■৮ |
| ব্রেসওয়েল এলবিডব্লিউ বরুণ | ২■৩ |
| স্যান্টনার বো বরুণ | ২৮■৩১ |
| হেনরি ক কোহলি বো বরুণ | ২■৪ |
| জেমিসন ন.আ | ৯■৪ |
| ও'রর্ক বো কুলদীপ | ১■২ |
| অতিরিক্ত | ১১ |
| মোট | ২০৫-১০ (৪৫.৩) |

পতন: ১-১৭ (রাচিন, ৩.৬), ২-৪৯ (ইয়ং, ১১.৩), ৩-৯৩ (ড্যারিল, ২৫.১), ৪-১৩৩ (ল্যাথাম, ৩২.২), ৫-১৫১ (ফিলিপস, ৩৫.৪), ৬-১৫৯ (ব্রেসওয়েল, ৩৭.১), ৭-১৬৯ (কেন, ৪০.৬), ৮-১৯৫ (স্যান্টনার, ৪৪.২), ৯-১৯৬ (হেনরি, ৪৪.৪), ১০-২০৫ (ও'রর্ক, ৪৫.৩)।

বোলিং: মহম্মদ শামি ৪-০-১৫-০, হার্দিক পাণ্ড্য ৪-০-২২-১, অক্ষর পটেল ১০-০-৩২-১, সি ভি বরুণ ১০-০-৪২-৫, কুলদীপ যাদব ৯.৩-০-৫৬-২, রবীন্দ্র জাডেজা ৮-০-৩৬-১।

# ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা, নতুন নিয়ম ক্লাব ক্রিকেটারদের

■ **সম্মান:** সৌরভের হাত থেকে স্মারক নিচ্ছেন ঋদ্ধি। ছবি: *সুমন বল্লভ*

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

ঋদ্ধিমান সাহাকে বিশেষ সংবর্ধনা দিল সিএবি। এক সময় বাংলার ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিলেন ঋদ্ধি। কিন্তু জীবনের শেষ ম্যাচটি খেলেন বাংলার জার্সিতেই। তাঁকে রুপোর গ্লাভস দিয়ে সম্মান জানানো হল সিএবি-তে। ঋদ্ধি বলেছেন, "আমার জন্য এত আয়োজন হবে ভাবতে পারিনি। সিএবি-কে ধন্যবাদ এই দিনটি উপহার দেওয়ার জন্য।'

ঋদ্ধির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এসেছিলেন। তিনি বলেন, "ভারতের সেরা উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান। ধোনির ছত্রছায়ায় থেকে ৪০টি টেস্ট খেলা সহজ নয়। অবসর জীবনের জন্য ওকে শুভেচ্ছা।" আইপিএলের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানো হয়েছে ঋদ্ধিকে।

এ দিকে আগামী মরসুম থেকে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে ভিন রাজ্যের খেলোয়াড় রুখতে নয়া নিয়ম চালু করতে চলেছে সিএবি। রবিবার বিশেষ সাধারণ সভার বৈঠক ডেকে বিষয়টা নিয়ে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন সিএবি আধিকারিকরা। সদস্যারা নতুন নিয়ম চালুর বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন।

সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এ বার থেকে রেজিস্ট্রেশনের সময় ক্রিকেটারদের আধার কার্ডের পাশাপাশি বাধ্যতামূলকভাবে তিন বছরের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, ভোটার কার্ড জমা দিতে হবে। ১৮ বছরের কম বয়সি ক্রিকেটারদের ভোটার কার্ডের জায়গায় স্কুল সার্টিফিকেট ও জন্মের ডিজিটাল সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। কোনও ক্রিকেটার স্কুলে পড়াশোনা না করলে কোর্টের এফিডেভিট জমা দিতে হবে।"

**সেরা সৌভাগ্য:** ছয় উইকেটে জয়ী সম্বরণ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। অনূর্ধ্ব ১৩ অম্বর রায় ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে। টোয়েন্টি টু ইয়ার্ডস স্পোর্টস স্কুলের ১৩৫ রান সম্বরণ অ্যাকাডেমি তুলে ফেলল ৩৯.২ ওভারে। সৌভাগ্য দাস খেলল অপরাজিত ৫২ রানের ইনিংস। ২৭ রানে তিন উইকেট অরণ্য সরকারের। ম্যাচের সেরা সৌভাগ্যই।

# ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত খেলতে পারে বিরাট, বলে দিলেন মুগ্ধ ভিভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

**২ মার্চ:** অতীতে তিনি বারবার প্রশংসা করেছেন বিরাট কোহলির। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডসের মুখে আবার শোনা গেল কিং কোহলির প্রশংসা।

রবিবার সংবাদমাধ্যমকে ভিভ বলেন, "বিরাটের লড়াকু মানসিকতা, খেলাটার প্রতি ওর আবেগ, ভালবাসা, হার-না-মানা মনোভাব ওকে সেরাদের আসনে বসিয়ে দিচ্ছে।" যোগ করেন, "বিরাট যে ভাবে খারাপ সময়টা পার করে এসেছে, সেটা অসাধারণ। খারাপ সময় যেন ওকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। একদিনের বিশ্বকাপের আগে রান পাচ্ছিল না। কিন্তু বিশ্বকাপে ছবিটা পুরো বদলে দিল। ওখানেই বোঝা গিয়েছিল ওর চারিত্রিক দৃঢ়তা। সব খেলোয়াড় কিন্তু দুঃসময় কাটিয়ে এই ভাবে ফিরে আসতে পারে না।" কত বছর পর্যন্ত খেলতে পারেন বিরাট? সাংবাদিকের প্রশ্নে ভিভ বলেছেন, "ওর ফিটনেস অসাধারণ। খেলাটার প্রতি ভালবাসার কোনও তুলনা নেই। হয়তো ৫০ বছর পর্যন্তও খেলতে পারে বিরাট।"

নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে রান না পেলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন বিরাট। একদিনের ম্যাচে নিজের ৫১তম শতরান। খেলাটার প্রতি বিরাটের যে আবেগ, তা বারবার মুগ্ধ করেছে ভিভকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন এই ব্যাটসম্যান বলেছেন, "বাউন্ডারির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও দেখেছি বিরাট কী ভাবে দলকে তাতিয়ে যায়। এমন এমন এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করে, যেটা ও কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু তাও করে। কারণ, খেলেটার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত জড়িয়ে থাকতে চায় বিরাট। ওর এই মনোভাবটা আমার খুবই পছন্দ।"
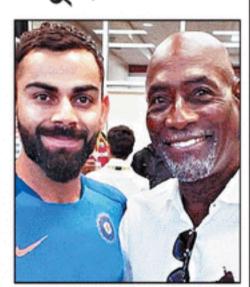
■ **কিংবদন্তি:** বিরাট ও ভিভ। *এক্স*

ভিভ আগেও জানিয়েছিলেন যে বিরাটকে দেখলে তাঁর নিজের কথা মনে পড়ে যায়। কিংবদন্তি এই প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, "আমারও খেলেটার প্রতি এমন আবেগ ছিল। আমি বিশ্বাস করি, যে ঝুঁকি নিতে তৈরি থাকে, সে-ই শেষ পর্যন্ত জেতে।"চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত খেলছে দুবাইয়ে। ফাইনালে ভারত উঠলে খেলা হবে এই দুবাইয়ে। যা নিয়ে অনেকে বলছেন, ভারত বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। সরাসরি এই প্রসঙ্গে কিছু না বললেও এই সূচির জন্য আইসিসিকেই দায়ী করেছেন ভিভ। তাঁর সাফ কথা, "হয়তো এর পিছনে রাজনীতি আছে। কিন্তু আমি রাজনীতিতে ঢুকতে চাই না। আমি প্রশ্ন করব আইসিসিকে। ওরাই তো এর দায়িত্বে আছে।" ভিভ আরও বলেন, "আমি বিশ্বাস করি খেলাধুলো হল এমন মঞ্চ, যা সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। সবার মধ্যে একটা সেতু তৈরি করে। আমি আইসিসির কাছে জানতে চাইব, ওরা কী করছে? এটা তো ওদেরই কাজ।"

# রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ

■ **সেরা:** ট্রফি নিয়ে বিদর্ভের ক্রিকেটারদের উল্লাস। রবিবার। *পিটিআই*

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

**২ মার্চ:** ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত দৌড় ধরে রেখে রঞ্জি ট্রফি জিতল বিদর্ভ। রবিবার কেরলের বিরুদ্ধে ফাইনাল ড্র হয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় বিদর্ভকে।

প্রথম ইনিংসে কেরল তুলেছিল ৩৪২ রান। জবাবে বিদর্ভ করে ৩৭৯। প্রথম বার ফাইনালে ওঠা কেরল দারুণ লড়াই করলেও গোটা মরসুম জুড়ে বিদর্ভের ধারাবাহিকতাই তাঁদের ট্রফি জয়ের পথে এগিয়ে দেয়। রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি বিজয় হজারে ট্রফিতেও রানার্স হয়েছিল বিদর্ভ। এর আগে পরপর ২০১৭-'১৮ ও ২০১৮-'১৯ মরসুমেও বিদর্ভ সেরা হয়েছিল। এই নিয়ে তৃতীয় বার রঞ্জি ট্রফি জিতল তারা। বিদর্ভ রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ৩ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

# সুনীলের গোলে স্বপ্নভঙ্গ ইস্টবেঙ্গলের

আইএসএল

ইস্টবেঙ্গল ১ ■ বেঙ্গালুরু ১

সুতীর্থ দাস

টানেলের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার আগে হাততালির শব্দে উপরের দিকে তাকালেন। লাল-হলুদ সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে হাতটা এক বার নাড়লেন। এগিয়ে থেকেও ড্র করার পরে চলতি আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফ স্বপ্নের ততক্ষণে সলিল সমাধি ঘটেছে। বোঝাই যাচ্ছিল ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরের ভার আরও বাড়িয়েছে হতাশা, দুঃখ এবং স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। কারণ ক্যামেরুনের রাফায়েল মেসি ৯০ মিনিট পর্যন্ত ভাবতে পারেননি, বিশ্বমানের গোল করে এগিয়ে দেওয়ার পরেও শেষে এসে বিষাদগাথার চরিত্র হয়ে থেকে যাবেন।

শুধু মেসি নয়, ভাবতে পারেনি উপস্থিত প্রায় সতেরো হাজার দর্শকও। তাঁরা আশা করেছিলেন, পারলে অস্কার ব্রুসোই পারবেন। কিন্তু যুবভারতীর জনগর্জন স্তব্ধ করে দিলেন সুনীল ছেত্রী! ৯০+১ মিনিটে মহম্মদ সালাহর ক্রস বার করতে গিয়ে হাতে লাগালেন নিশু কুমার। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। সমর্থকরা উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে ভাবতে শুরু করেছিলেন, সারা ম্যাচে বেশ কয়েক বার দলের নিশ্চিত পতন রোধ করা প্রভসুখন সিংহ গিল কি শেষ বার নায়ক হয়ে উঠতে পারবেন?

এখানেই আবেগের সঙ্গে জোরালো ধাক্কা লাগল বাস্তবের। সুনীল শান্ত মনে গিলকে বোকা বানিয়ে উল্টো দিক দিয়ে বল জালে জড়ালেন। যুবভারতীতে তখন শ্মশানের নিঃস্তব্ধতা। রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় কাতর উপস্থিত আট থেকে আশি। প্লে-অফের জন্য দরকার ছিল ৩৩ পয়েন্টের। পরের ম্যাচ জিতলে সর্বোচ্চ ৩১ পয়েন্টে পৌঁছতে পারে ইস্টবেঙ্গল।
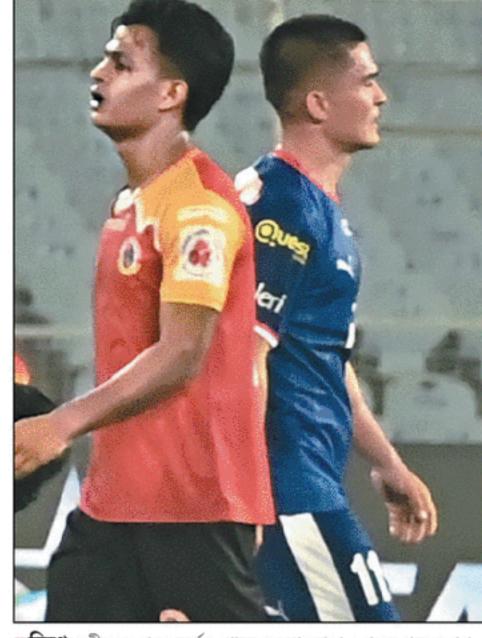
■ **বিষণ্ণ:** সুনীলের শেষ মুহূর্তের গোলে জয় হাতছাড়া। ম্যাচের পরে হতাশ ইস্টবেঙ্গলের রকিপ। রবিবার যুবভারতীতে। ছবি: *সুদীপ্ত ভৌমিক*

শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে অস্কার জানিয়েছিলেন যে আমাদের কাছে এখন সব ম্যাচই ফাইনাল। সেরকমই রবিবার শুরু করেছিল মশালবাহিনী। অবশ্য শেষ মুহূর্তে গোল হজমের নেপথ্যে শুধু নিশু কুমারকে দায়ী করলে ভুল হবে। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস অকারণে লাল কার্ড দেখলেন আলবার্তো নগুয়েরাকে মাথা দিয়ে মেরে। অথচ এই সব ম্যাচেই নিজেকে প্রমাণ করতে হয়!

এর পরেই দশ জন হয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলের উপরে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় বেঙ্গালুরু। ম্যাচের পরে পরোক্ষ ভাবে অস্কার ব্রুসো বললেন, "এক জন সিনিয়র ফুটবলারের এ রকম ব্যবহার মেনে নেওয়া যায় না। দল যখন আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ছিল, তখন ওই ঘটনাই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল।" যদিও রাতে রেফারিং নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করে পথে নামার হুঙ্কার দিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

এ দিন শুরুতে ৪-৪-২ ছকে দল সাজিয়েছিলেন অস্কার। ১১ মিনিটের মাথায় চিংলেনসানা সিংহের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে জড়ান সাউল ক্রেসপো। তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। মেসি সেই বল ধরে এগিয়ে কিছুটা ঘুরে বাঁ পায়ে গোলে ঠেললেন। দর্শনীয় গোলের মতোই দর্শনীয় তাঁর উৎসবও। ভল্ট খেয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে যখন তিনি ছুটছিলেন, মনে হচ্ছিল কাজের কাজ করে দিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলে আসার দিন থেকে তাঁর নাম নিয়ে সমাজমাধ্যমে কম 'মিম' হয়নি। আইএসএলে না হলেও আসন্ন এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটে মেসিকে নিয়ে হয়তো স্বপ্ন দেখতেই পারেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

প্রথমার্ধেই কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে হয়তো তিন গোলে এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। পি ভি বিষ্ণু যে সুযোগ হেলায় হারালেন, হয়তো রাতে ঘুমোতে পারবেন না। তবে গিল বেশ কয়েক বার দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেন। মহেশ সিংহের গোল সেই দিমিত্রিয়সই অফসাইডে থাকার কারণে বাতিল হয়। 'তুরুপের তাস' ডেভিড লালহানসাঙ্গা পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি।

বুধবারই আর্কাদাগ এফসি-র বিরুদ্ধে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটের দ্বৈরথে নামবে ইস্টবেঙ্গল। তার আগে অস্কারের কপালের ভাঁজ চওড়া করেছে আনোয়ার আলির খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে যাওয়া। অস্কার পরে জানালেন, আনোয়ারকে হয়তো দু'সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে। প্লে-অফের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার ক্ষতে প্রলেপ দিতে অস্কারের কাছে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগই এখন ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ।

**ইস্টবেঙ্গল:** প্রভসুখন গিল, মহম্মদ রকিপ, আনোয়ার আলি (জিকসন সিংহ), হেক্টর ইউসতে, প্রভাত লাকরা (নিশু কুমার), মহেশ সিংহ, সৌভিক চক্রবর্তী, সাউল ক্রেসপো, পি ভি বিষ্ণু (ডেভিড), দিমিত্রিয়স, রাফায়েল মেসি (রিচার্ড সেলিস)।

# গোয়া ম্যাচের আগে সেট-পিস নিয়ে সতর্ক মলিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রথমার্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও দশ জনের মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করতে হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। লিগ-শিল্ড জয়ের পরে আত্মতুষ্ট হয়ে যাওয়াই কী ড্রয়ের প্রধান কারণ? একেবারেই মানছেন না সবুজ-মেরুন কোচ হোসে মলিনা।

মোহনবাগান সমর্থকরা শনিবার আশা করেছিলেন প্রিয় দল যে রকম ছন্দে রয়েছে, হয়তো প্রথম বারের মতো মুম্বইয়ের ঘরের মাঠে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের সহজেই হারাবেন জেমি ম্যাকলারেনরা। শুরুটাও হয়েছিল তেমন ভাবেই। ৩২ মিনিটে জেমি ও ৪১ মিনিটে দিমিত্রি পেত্রাতস গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রম প্রতাপ সিংহ লাল (দ্বিতীয় হলুদ) কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পরে দশ জনের মুম্বই জোড়া গোল শোধ করে দেয়। মলিনার কথায়, "আমরা প্রথমার্ধে দাপটের সঙ্গে খেলেছি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের মতো খেলতে পারিনি। সুযোগ তৈরি করলেও গোল করতে পারিনি। প্রচুর ভুল পাসও হয়েছে। যে খেলা আমাদের লিগ-শিল্ড জিতিয়েছে, সেই ধরনের খেলা হয়নি।"

তবে মুম্বই সেট-পিস থেকে গোল তুলে নেওয়ায় হতাশ মলিনা। এই ম্যাচ না মনে রেখে গ্রুপ পর্বের শেষ প্রতিপক্ষ এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছেন তিনি। মলিনা বললেন, "এক জন ফুটবলার কমে যাওয়ার পরেও মুম্বই সিটি এফসি সংগঠিত ফুটবল খেলেছে। সেট-পিস থেকে ওরা দু'টি গোল করেছে। তাই আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। পরবর্তী ম্যাচগুলিতে আর এই ভুল করা যাবে না।"